ধর্ষিতা

সামাজিক নাটক

স্বর্গীয় নিশিকান্ত বসু রায় বি-এল্

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

চরিত্রাবলী

বেণীভূষণ বসু ৺গৌরীদাস রায়ের বন্ধু হাইকোর্টের উকীল
৺চন্দ্রমিত্রের পুত্র, শরতের মাতুল ··সরল বৃদ্ধ

শরৎচন্দ্র মিত্র ৺গৌরীদাসবাবুর বন্ধু ৺চন্দ্রকান্ত মিত্রের পুত্র
বেণীবাবুর ভাগিনেয়···ধূর্ত্ত যুবক

নির্ম্মলকুমার রায় ৺গৌরীদাস রায়ের ভ্রাতা ৺ধর্ম্মদাস রায়ের পুত্র
···উচ্ছৃঙ্খল যুবক

জগন্নাথ দত্ত ৺গৌরীদাস রায়ের estateএর—দেওয়ান
···বিশ্বাসী কর্ম্মচারী

বিজনলাল নির্ম্মলের বন্ধু; ব্যবহার-জীবি···আদর্শ বন্ধু

ভজনরাম ভজা ৺গৌরীদাসবাবুর ভৃত্য পুরাতন ভৃত্য

কেশব চক্রবর্ত্তী শরতের বন্ধু ·····চরিত্রহীন যুবক

গোপাল ঘোষ বিজনের মুহুরী······নির্ব্বোধ যুবক

কাবুলীওয়ালা, জনৈক ভদ্রলোক, ভদ্রলোকগণ, পুরোহিত, বর কর্ত্তা
প্রভৃতি, ভিখারী, গুণ্ডাগণ, নিমন্ত্রিত ভদ্রবৃন্দ প্রভৃতি

বিজলী ··· ৺গৌরীদাস রায়ের কন্যা

দয়া ··· বিজলীর ধাত্রীমাতা

সাহারা ··· ··· পতিতা নারী

পতিতাগণ

ধর্ষিতা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জমিদার গৌরীদাস রায় মহাশয়ের বিশাল বাস-ভবনের অন্দর-মহলের দ্বিতলের একটী কক্ষ, কক্ষটী সুপ্রশস্ত। তাহার উত্তর পার্শ্বের জানালা দিয়া বাহিরের কাছারী বাটী ও তাহার সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গণ দেখা যাইতেছে এবং দক্ষিণ পার্শ্বের জানালা দিয়া রেলিং দেওয়া বারান্দা দেখা যাইতেছে, উত্তর পার্শ্ব ব্যতীত পূর্ব্ব ও দক্ষিণ উভয় দিকেই দরজা আছে, কক্ষটীর মধ্যস্থলে একটী শ্বেত পাথরের একপদ বিশিষ্ট টেবিল এবং তাহার চারি দিকে কতকগুলি চেয়ার রহিয়াছে, উত্তর পার্শ্বের প্রাচীরের নিকট একটী পিয়ানো. প্রাচীর গাত্রে জমিদার বংশের কয়েকখানী তৈল-চিত্র বিলম্বিত, জমিদার বাটীর ভৃত্য ভজহরি ওরফে ভজন জমিদার মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র নির্ম্মলকুমারকে লইয়া, দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া বলিল

আসুন হুজুর, আপনার ঘরে বসুন।

নির্ম্মল। তাইত রে আমার ঘরেই ত এনে ফেল্লি দেখছি, সবই সেই রকম আছে, আমার সে Pianoটাও আছে দেখ ছি।

ভজন। তাহলে আপনি একটু জিরিয়ে নিন—আমি মুখ-হাত ধোবার জলটল সব ঠিক করিগে—

নির্ম্মল। তা'ত করবি—কাকা কখন উঠবেন রে?

ভজন। আজ্ঞে মুখ-হাত ধুয়ে সুস্থটুস্থ হ'য়ে নিন—তারপর দেওয়ানজী এলে ধীরে সুস্থে সব শুনবেন—

নির্ম্মল। দেওয়ানজী এলে ধীরে সুস্থে সব শুনব! তুই বলছিস্ কি রে?

ভজন। আজ্ঞে—

নির্ম্মল। আজ্ঞে? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? কাকাবাবু কখন উঠবেন এই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া যে এত বড় একটা শক্ত ব্যাপার তাত আমি আগে জানতেম না—ব্যাটা যেন waterloo জয় করতে যাচ্ছে! কি রে কি ভাবছিস?

ভজন। আজ্ঞে আমি ত তেমন গুছিয়ে বলতে পারব না—

নির্ম্মল। তুই গুছিয়ে বলবি কিরে ব্যাটা গয়লা, তোর কাছে কি আমি আরব্যোপন্যাস শুনতে চাচ্ছি—কাকাবাবু এখানে আছেন ত?

ভজন। আজ্ঞে না—

নির্ম্মল। ব্যস্, পরিষ্কার জবাব—এই রকম গোটা কয়েক জবাব দে দেখি—তিনি এখন কোথায়?

ভজন। আজ্ঞে—

নির্ম্মল। ফের? মনে আছে রাগ্‌লে আমার জ্ঞান থাকে না—কাকাবাবু কোথায়?

ভজন। (সভয়ে) আজ্ঞে—কর্ত্তাবাবু—মারা গেছেন—

নির্ম্মল। এঁ্যা—মারা গেছেন—কবে?

ভজন। আজ্ঞে গত বোশেখের আঠারই তারিখ দুপুর বেলায়।

নির্ম্মল। সর্ব্বনাশ! তা হলে উপায়! bodywarrant—body-warrant—(দুই হাতের ভিতর মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন)

ভজন। আজ্ঞে পঞ্জাব থেকে এসে মাত্র দু'টী বছর বেঁচে ছিলেন—তবে সেখানে তাঁর শরীর খুব সুস্থ ছিল।

নির্ম্মল। (স্বগত) legally আমিই ত heir, কাকাবাবুর ত কোন ছেলে মেয়ে ছিল না—ব্যস্—মার দিয়া কেল্লা—কুচ পরওয়া নেই—Damn নাগর লাল যমুনা লাল দশ হাজার টাকার জন্য body-

warrant নিয়ে আমার পিছনে ঘুরছে—ফুঃ—আমার জমিদারীর—annual income এখন fortythousand rupees. Hurrah! (পকেট হইতে বোতল ও গ্লাস বাহির করিলেন ও টেবিলের উপর রাখিলেন) এখানে বসেই? বাধা কি—এ সবইত এখন আমার—

ভজন। আজ্ঞে কোথাও কিছু নেই—শরীরে কোন অসুখ বিসুখ নেই, রোজ যেমন কাছারীর কাজকর্ম্ম সেরে—নাওয়া খাওয়া করতে অন্দরে আসতেন, তেমনি এলেন—সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে হঠাৎ পড়ে অজ্ঞান—

নির্ম্মল। সবুর ভজনরাম সবুর,—বোশো—যেটুকু শুনিয়েছ—সেইটুকু আগে হজম করতে দাও—হ্যাঁরে ভজন, একটা Sodawater দিতে পারিস?

ভজন। আজ্ঞে কি আনব?

নির্ম্মল। Sodawater—Sodawater—বোতলে থাকে—

ভজন। বোতলের জল—

নির্ম্মল। হাঁ হাঁ—বোতলের জল আনতে পারিস একটা?

ভজন। আজ্ঞে তাত এখানে পাওয়া যায় না—এ পাড়া গাঁ—হুজুরের হুকুম হ'লে ডাবের জল এনে দিতে পারি—

নির্ম্মল। ডাবের জল! Bravo! বেড়ে Prescription করেছিস, Brandyর সঙ্গে ডাবের জল বাঃ—সাধে বলে "নব্বুই বছরেও গয়লা সাবালক হয় না"—

ভজন। আজ্ঞে তবে কি আন্‌ব?

নির্ম্মল। নাঃ কিছু আনতে হবে না raw,—rawই চলুক—(মদ্যপান)

ভজন। ছোটবাবু, খাবার আনি, আপনি চট করে হাত মুখটা ধুয়ে নিন্।

নির্ম্মল। হ্যাঁ খাবার খাবার সময়ই বটে! না—না তোর কিছুই আনতে হবে না, হ্যাঁরে মালখানার চাবী কার কাছে থাকে রে?

ভজন। আজ্ঞে দেওয়ানজীর কাছেই থাকে, দিদিমণি এখনও ছেলে মানুষ ও সবের কিছু ধার ধারেন না।

নির্ম্মল। দিদিমণি! সে কে রে?

ভজন। আজ্ঞে কর্ত্তাবাবুর মেয়ে,—

নির্ম্মল। কর্ত্তাবাবুর মেয়ে! তুই বলছিস কি রে—কাকাবাবুর মেয়ে?

ভজন। আজ্ঞে হাঁ—

নির্ম্মল। সে কি!

ভজন। আজ্ঞে, পঞ্জাবে থাকতে তাঁর এই মেয়ে হয়—তিনিই ত এখন এই জমিদারীর মালেক—

নির্ম্মল। মেয়ে, কাকাবাবুর মেয়ে! ব্যস্ আর কি? (ঢক ঢক করিয়া খানিক মদ খাইয়া ফেলিল) hopeless,—এইবার সম্রাটের অতিথি! —আর নিস্তার নেই—নিস্তারের কোন উপায় নেই (অস্থিরভাবে পদচারণা) হ্যাঁরে ভজা, জমিদারী আজকাল দেখাশুনা করে কে?

ভজন। আজ্ঞে বেণীবাবু—কর্ত্তাবাবুর বন্ধু সেই চন্দ্রবাবুর শালা উকীল বেণীবাবু।

নির্ম্মল। কে? সেই জোচ্চোর চন্দ্রের শালা বেণী বোস্—সেই পাজী বেটা?

ভজন। আজ্ঞে তার ভাগ্নে শরৎবাবুর সঙ্গে যে দিদিমণির বিয়ে।

নির্ম্মল। বিয়ে!

ভজন। আজ্ঞে আসছে বোশেখ মাসে এই কালাশৌচটা কেটে গেলেই বিয়ে হবে—এই রকম ত শুনছি।

[নির্ম্মল অস্থিরভাবে পদচারণা করিতে লাগিল]

ভজন। ছোটবাবু, বসুন—অত অস্থির হয়ে পড়েছেন কেন?

নির্ম্মল। অস্থির হয়েছি কেন তা তুই কি করে বুঝবি বেটা গয়লা? তুই

যে আমাকে নাগর দোলায় চড়িয়ে একবার স্বর্গে তুল্‌ছিস্ আর একবার পাতালে নামাচ্ছিস—ওঃ—(ক্ষণপরে) যাক্ গে—হ্যাঁরে ভজন, আজ গিয়ে কলকাতার গাড়ী ধরতে হ'লে কখন আমাকে রওনা হতে হবে ?

ভজন। আজ যাবেন কি হুজুর ? আপনি এসেছেন এত দিন পরে, দিদিমণির সঙ্গে দেখা করুন—দেওয়ানজীর সঙ্গে দেখা করুন—গাঁয়ের সব প্রজাদের সঙ্গে দেখা করুন—তারা সবাই আপনার কত সুখ্যাতি করে, কত আপনার কথা বলে—আপনার জন্য দুঃখ করে—

নির্ম্মল। (স্বগত) এই আমার জন্মভূমি—আমার বাল্য ও কৈশোরের লীলাস্থল, আমার পিতৃপুরুষগণের সহস্র কীর্ত্তিক্ষেত্র—! পথের দু'ধারে দেখতে দেখতে এলাম সেই আমার চিরপরিচিত গাছপালা—ঘর দোর—লোকজন, ষোল বছর পূর্ব্বে এদের আমি ত্যাগ করেছি—কিন্তু আজও এরা আমায় তেমনি ভালবাসে ! ওঃ—যাক্ (প্রকাশ্যে) ভজন, যদি আর কখন আসি—তখন তাদের সঙ্গে দেখা করব—আমার আজ যেতেই হবে,—

ভজন। দিদিমণির সঙ্গে দেখা করবেন ত ?

নির্ম্মল। দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে—না—না—থাক্। ভজন, কখন আমায় যেতে হবে ?

ভজন। আজ গাড়ী ধরতে হলে ত হুজুর এখনই নৌকায় উঠতে হবে—এখনই জোয়ার।

নির্ম্মল। বেশ তাই যাব, হাত মুখটা ধুতে যে দেরি—তুই চলত আমায় জলটল সব দেখিয়ে দিবি—

ভজন। আসুন ছোটবাবু—এখনই আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি—

বলিতে বলিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান

একটু পরে পূর্ব্ব দিকের দরজা দিয়া পরিচারিকা দয়া ট্রেতে খাবার ও চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল ও মদের গেলাসটী ও বোতলটী নাড়িয়া চাড়িয়া টেবিলের মধ্যস্থলে তাহা সরাইয়া রাখিয়া, খাবার ও চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ক্ষণপরে আপন মনে গান করিতে করিতে বিজলীর দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া প্রবেশ

গীত

আজ ভোমরা আমায় দেবে অভিশাপ
কাঁটা ভরা বোঁটার পাশে, নিরাশ ভ্রমর ঘুরছে আশে,
কোথায় গেল খুন-মাখা সেই পরদেশী গোলাপ ॥

বিজলী। দেখেছ মাসি-মা, সেই নূতন কলমের গাছটায় কত বড় একটা গোলাপ ফুটেছে আর কি সুন্দর—আর কি মিষ্টি গন্ধ মাসিমা—বাঙ্গলা দেশের মাটীতে যে এমন গোলাপ জন্মে এ আমার ধারণাই ছিল না—

দয়া গোলাপটী লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল যে খুব সুন্দর হইয়াছে এবং অতি স্নেহে বিজলীর কবরীতে পরাইয়া দিয়া টেবিলের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করাইয়া দেখাইল যে খাবার প্রস্তুত

বিজলী। ওঃ—তোমার সব ready মাসিমা—ছোটবাবু ত এখনও আসেন নি—আচ্ছা আমি এক মিনিটের মধ্যে জুতাটা বদলে আসছি।

বিজলী প্রস্থান করিল দয়া এক দৃষ্টে সেই গমনরতা মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল ও ধীরে ধীরে একটী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিল, বিজলী ঘাসের জুতা পরিয়া পুনঃ প্রবেশ করিল ও বলিল

কই ছোটবাবু এখনও আসেন নি?—(চেয়ারের উপর বসিলেন) মাসিমা কেন তুমি রোজ রাত থাকতে উঠে এত কষ্ট করে এই সব

তৈরি কর বল দেখি—এত কি আমি খাই—(হঠাৎ বোতলের দিকে দৃষ্টি পড়ায় বলিয়া উঠিল) এ আবার একটা আজ কি সরবৎ করেছ—চায়ের সঙ্গে সরবৎ মাসিমা—(বোতল তুলিয়া লইয়া দেখিতে লাগিলেন, পরে cork খুলিয়া গন্ধ শুঁকিয়া) একি ! এ যে মদ—মাসিমা, একি !—

(দয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ইঙ্গিতে জানাইল যে ও কি তা সে জানে না—ওটা ওখানেই ছিল)

বিজলী। এখানে ছিল ? কে এসেছিল এখানে এই মদের বোতল নিয়ে আবার গ্লাসও দেখ ছি—এ কার ? আমার ঘরে বসে মদ খেয়েছে—আবার তার কীর্তি জানাতে বোতল আর গ্লাস এখানে রেখে গেছে কে এ ? ভজহরি—ভজহরি—

(নেপথ্যে ভজহরি যাই দিদিমণি)

তুমি এখানে এসে কাউকে দেখেছিলে ?

(দয়া ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল "না")

ভজহরির প্রবেশ

ভজহরি। ডাকলেন দিদিমণি—

বিজলী। হাঁ ভজহরি, এ ঘরে কেউ এসেছিল ?

ভজহরি। আজ্ঞে হাঁ—ছোটবাবু এসেছিলেন।

বিজলী। ছোটবাবু এসেছিলেন ! কখন ?

ভজহরি। আজ্ঞে খুব ভোরে—

বিজলী। এ বোতল আর গ্লাস কার বলতে পারিস ?

ভজহরি। আজ্ঞে ছোটবাবু ঐ বোতল থেকে কি ওষুধ ঢেলে গ্লাসে করে খেয়েছেন,—

বিজলী। ছোটবাবু এই বোতলের ওষুধ খেয়েছেন—ছোটবাবু! মিথ্যা কথা—

ভজহরি। আজ্ঞে না দিদিমণি—আমার সাম্‌নে ঐ টেবিলে বসে খেয়েছেন--

বিজলী। তোর সাম্‌নে ?

ভজহরি। আজ্ঞে হাঁ—তিনি আমার কাছে বোতলের জল চাইলেন—

বিজলী। বটে! এতদূর! ওঃ—আচ্ছা মাসিমা, ছোটবাবুর খাবার ভজহরির কাছে বাইরে পাঠিয়ে দাও—

দয়া একখানি টে্‌তে খাবার ও এক পেয়ালা চা ভজহরির নিকট দিতে লাগিল—বিজলী ভাবিতে লাগিলেন

শেষ একটা উচ্ছৃঙ্খল মাতালকে জীবনের সঙ্গী করে সারাটা জীবন জ্বলব—নাঃ—কখনই না—কখনই না—আজই তার সঙ্গে আমি সমস্ত সম্বন্ধ ছেদন করব।

তৈল চিত্রের দিকে চাহিয়া

বাবা, আমাকে ক্ষমা করো—তোমার গোপন প্রাণের ইচ্ছাও বোধহয় তোমার অভাগিনী কন্যা রাখতে পারলেনা—

খাদ্যপূর্ণ টে্‌ লইয়া ভজহরির প্রস্থান

বিজলী উত্তেজিতভাবে চেয়ার হইতে উঠিয়া কক্ষ মধ্যে নত মস্তকে পদচারণা করিতে লাগিলেন

উঃ—কি ভীষণ অত্যাচার! নারী অসহায়া-নারী দুর্ব্বলা-নারী পরাধীনা, তাই স্বেচ্ছাচারী পুরুষ তুমি, তাকে দু'পায়ে দলবে—তুমি মদ খেয়ে মাতলাম' করবে—নেশার ঝোঁকে আমায় তিরস্কার করবে—প্রহার করবে আর আমি পতিব্রতা নারী নীরবে, হাসিমুখে

সহ্য করব! কেননা আমার পিতার অন্তিম ইচ্ছা আমার জাগ্রত ভগবানের আন্তরিক অনুরোধ? উঃ—উঃ—(হঠাৎ) মাসিমা—মাসিমা—আমায় বাঁচাও—আমায় রক্ষা কর ও মাতালটাকে বিয়ে করতে হলে তার পূর্ব্বে আমি আত্মহত্যা করব—আমার মা নেই—আমার বাবা নেই—আমার ভাই নেই, বন্ধু নেই—আছ শুধু তুমি—তুমি আমায় রক্ষা কর—পিতার অভিশাপের হাত থেকে বাঁচাও—

ছুটিয়া গিয়া দয়ার বুকে মুখ রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। দয়া সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। ওপরে ধীরে ধীরে তাহাকে চেয়ারের উপর লইয়া বসাইল ও পরম স্নেহে তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিলেন, শেষে মুখখানি দুহাতে তুলিয়া ধরিয়া ললাটে একটি চুম্বন করিলেন

বিজলী। আঃ আজ আমার কেবলই মায়ের কথা মনে পড়ছে—মা যদি আজ বেঁচে থাকতেন—সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত উদ্বেগের ভার মায়েব মাথায় চাপিয়ে দিয়ে অনন্ত নির্ভরতার সঙ্গে একবার যদি মায়ের বুকে মুখ লুকাতে পারতেম!

(দয়া নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল)

হাঁ মাসিমা—পরিচয়ে তুমি পরিচারিকা হলেও মায়ের অধিক স্নেহে যত্নে আমায় পালন করেছ—তুমি আমার মা না হলেও তোমার কোলেই আমি মানুষ হয়েছি—আমার এই অপরিণত জীবনের ভার নিয়ে প্রতিপদে সহস্র বিপদে আমাকে রক্ষা করছো—মায়ের অভাব আমি আজ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পেরেছি—এমন একটা স্থান আমি চাই যেখানে মা বলে দাঁড়ালে সংসারে সহস্র তাড়না প্রতিহত হয়ে

ফিরে আসবে—তোমার চেয়ে আপনার এ জগতে আমার আর কে আছে তুমিই আমার মা—আজ থেকে আমি তোমায় মা বলেই ডাকব—

[দয়ার চক্ষু দিয়া দর দর ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল]

একি ! একি ! কাঁদছ কাঁদছ তুমি ! কেন মা—কেন কাঁদছ ? মা—মা—মা—

[দয়ার গলা জড়াইয়া ধরিল]

তড়িত প্রবাহের ন্যায় দয়ার সমস্ত দেহ আন্দোলিত হইল। তাহার মুখমণ্ডল রক্তশূন্য পাংশু, উদাস-দৃষ্টিতে সে যেন সেই "মা" ডাক গিলিতে লাগিল। সমস্ত শরীর বেতস পত্রের ন্যায় কম্পমান—সে বিজলীকে জড়াইয়া ধরিল—তাহার মুখ হইতে অস্ফুটস্বরে যেন বাহির হইল "আঃ"—তারপর নিজের কম্পিত হস্তে যেন একটা আর্ত্তনাদকে কঠিন পীড়নে শ্বাসবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বিজলীর আলিঙ্গন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া টলিতে টলিতে প্রস্থান করিল

মা—মা—একি ! অদ্ভুত—কেন এমন হ'ল ! আশ্চর্য্য না জেনে হয়ত কোন ক্ষতস্থানে কঠিন স্পর্শ করেছি—থাক্—আজ থেকে আমার নূতন জীবন, শরৎ বাবুদের সঙ্গে যখন কোন সম্বন্ধই রাখছিনা—

[বেগে শরতের প্রবেশ]

শরৎ। এই যে বেরোব এমন সময় মামার কাছ থেকে এই জরুরী পত্র এলো—তাই আসতে দেরি হয়ে গেল—

[একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল]

আমি তোমাকে বরাবরই বলছি যে ঐ দেওয়ানটা একটা বদ্‌মায়েস—ওকে বিদায় করতে হবে, তা তুমি ত শুনবে না—এই পত্র পড়ে

দেখ—বৃদ্ধি খাজানার যে আরজিগুলি করা হয়েছিল তার মধ্যে দশটা আরজি রাস্কেল জগন্নাথ, তোমার গুণধর দেওয়ান—

বিজলী। দেওয়ানজীকে আমার বাবা ছোট ভায়ের মত দেখতেন সেকথা মনে না করলেও তাঁর বয়সের সম্মান রেখে কথা বলা বোধহয় আপনার পক্ষে শোভন ও সঙ্গত—

শরৎ। কি! তার বয়সের সম্মান রেখে কথা কইব—রাস্কেল এলে আজ আমি তাকে চাবুক মেরে—

বিজলী। থামুন, আমি কোন কথা শুনতে চাইনা—আমি জানি দেওয়ানজী আমার পরম হিতৈষী—শুধু তাই নয়—তাঁর মত হিতৈষী বান্ধব এ সংসারে আমার আছে বলে আমি জানি না—

শরৎ। বেশ, তবে তোমার পরম হিতৈষী দেওযানজী জগন্নাথ দত্তই এখন থেকে সব দেখুক শুনুক—

বিজলী। বেশ, আপনার চা কাছারী ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রস্থানোদ্যত

শরৎ। এ সবের অর্থ ?

বিজলী। বোঝা বেশী শক্ত নয়ত, একটা মাতালের সঙ্গে কোন ভদ্র-মহিলার ঘনিষ্ঠতা থাকা সম্ভবপর নয়।

প্রস্থানোদ্যত

শরৎ। মাতাল! তুমি বলছ কি বিজলী—তোমার কি কোন অসুখ করেছে ?

বিজলী। লুকোবার কেন বৃথা চেষ্টা করছেন—প্রমাণ ঐ আপনার সম্মুখে।

শরৎ। একি! মদের বোতল! এ এখানে কে আনলে ?

বিজলী। এখনও লুকোবার চেষ্টা করছেন! আপনার এই নির্লজ্জতা দেখে আমি হাসব কি কাঁদব ঠিক বুঝতে পারছিনা—

শরৎ। বিজলী আমায় বিশ্বাস কর—আমি এর কিছু জানিনা—আজ দু'বছর আমায় দেখছত—কোন দিন কি—

বিজলী। আমায় স্তোকবাক্যে ভুলাতে পারবেন না, সংসারের অনেকটা এ বয়সেই আমি দেখেছি—

শরৎ। তবে কি তোমার বিশ্বাস হয়েছে যে এই বোতল এখানে আমি এনেছি—

বিজলী। শুধু আনেন নি এতদূর স্পর্দ্ধা আপনার, যে আমার বসবার ঘরে ব'সে তার সদ্ব্যবহারও করেছেন।

শরৎ। আমি এখানে বসে মদ খেয়েছি! কে বললে একথা—

বিজলী। ভজহরি।

শরৎ। ভজহরি! ভজহরি বলেছে যে আমি এখানে বসে মদ খেয়েছি?

বিজলী। হাঁ—

শরৎ। আচ্ছা।

প্রস্থান

বিজলী। ও ভ্রূকুটি দেখে আমি আতঙ্কে নুইয়ে পড়ব না শরৎবাবু! বাঙ্গালীর মেয়ে হলেও বাঙ্গালীর মেয়ের মত ঘরের কোণে আমি বর্দ্ধিত হইনি—পঞ্জাবের মাটীতে আমি বার বৎসর কাটিয়েছি এ অবস্থায় আমায় পড়তে হবে বলে ভগবান আমায় সেইভাবে গড়েছেন —গড়েছেন—সেইভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, ভয় জিনিষটা আমি খুব কমই চিনি, আজই কাকাবাবুকে সংবাদ দিয়ে আনিয়ে এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাকে দেখিয়ে ওদের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ স্থির করব—

বোতল ও গ্লাসটি লইয়া প্রস্থান

দয়ার পুনঃ প্রবেশ ও টেবিলের উপর সমস্ত খাবার পড়িয়া রহিয়াছে, বিজলী কিছুমাত্র খায় নাই দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কক্ষের চারিদিকে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া তাহাকে ডাকিতে প্রস্থান করিল

(যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া নির্ম্মল ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিল এবং টেবিলের উপর কি খুঁজিতে লাগিল ও পরে বলিল)

নির্ম্মল। এ যে দেখছি কার খাবার সাজান রয়েছে—কিন্তু আমার সে অমূল্য নিধি কই? মনে হচ্ছে যেন এখানেই রেখে গিয়েছি—তাইত পথের সম্বলটুকু ফেলে যাব—নিশ্চয় এখান থেকে কেউ নিয়ে গেছে—কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি?—বিলম্বও ত আর করা চলেনা—যাক্ কোন মতে station পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারলে—মুস্কিল আসান সোরাবজী আছে—দুর্গা বলেত বেরিয়ে পড়ি—

(প্রস্থানোদ্যত ও ঠিক সেই সময় বিজলী ও তৎপশ্চাৎ দয়ার প্রবেশ। পায়ের শব্দ শুনিয়া নির্ম্মল তাকাইল ও তাহাদের দেখিয়া মধ্যপথে থমকিয়া দাঁড়াইল এবং বিজলী ও নির্ম্মল পরস্পর পরস্পরকে নির্ব্বাক বিস্ময়ে কয়েক মূহুর্ত্ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল)

নির্ম্মল। আমি এখানে একটা জিনিষ ফেলে গিয়েছিলাম—তাই খুঁজতে এসেছিলাম—ক্ষমা করবেন—আমি জানতেম না—

বিজলী। কে আপনি?

নির্ম্মল। আমার পরিচয় একটা আরব্যোপন্যাস—তা শুনতে গেলে আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে—আমারও সময় সংক্ষেপ, আমি একজন ভবঘুরে বিদেশী—এই পরিচয় নিয়েই আপাততঃ আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

বিজলী। বল্‌ছেন আপনি ভবঘুরে বিদেশী! অন্দর মহলের এ ঘরে তবে কি ক'রে চিনে এলেন?—

নির্ম্মল। বর্ত্তমানে আমি বিদেশী বটে কিন্তু এই বাড়ী—এই ঘর—এই সব আসবাব পত্র কিছুই আমার অপরিচিত নয়—

বিজলী। আপনার কথা আমি বুঝতে পার্‌ছিনা—

নির্ম্মল। হ্যাঁ একটু হেঁয়ালীর মত শোনাচ্ছে বটে—কিন্তু সব বোঝাবার মত সময়ও যে আমার নেই।

বিজলী। আপনি কখনও এ বাড়ীতে ছিলেন ?

নির্ম্মল। হাঁ—হাঁ—ঠিক ধরেছেন, ঐটুকু বল্লেই আপনি এতক্ষণ সব বুঝতে পারতেন—কিন্তু আমি ভাষাই পাচ্ছিলাম না—

বিজলী। কবে আপনি এখানে ছিলেন ?

নির্ম্মল। সে অনেক পূর্ব্বে। আর দেরি হলে আমার বড় ক্ষতি হবে—

বিজলী। এঘরে কেন এসেছিলেন ?

নির্ম্মল। আমার মনে হচ্ছে যেন একটা জিনিষ এখানে ফেলে গিয়েছি—তাই খুঁজতে এসেছিলাম—

বিজলী। কি জিনিষ ?

(নির্ম্মল নত মস্তকে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন)

বললেন না কি জিনিষ খুঁজতে এসেছিলেন—

নির্ম্মল। থাক্ আর তা চাইনা—

বিজলী। আপনি না চাইতে পারেন—কিন্তু আমার বাড়ীতে এসে আপনার কোন ক্ষতি হওয়া আমি বাঞ্ছনীয় মনে নাও করতে পারি—

নির্ম্মল। (স্বগত) "আমার বাড়ীতে" এই তবে কাকাবাবুর সেই কন্যা ! এই দেবী প্রতিমা ! যাক্, সম্পত্তি না পাওয়াতে আর আমার কোন দুঃখ নেই।

বিজলী। চুপ করে রইলেন যে—তা হলে অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি মনে করতে বাধ্য হব যে আপনি কোন খারাপ মতলবে এ ঘরে এসেছিলেন—জিনিষ খোঁজা আপনার একটা মিথ্যা অজুহাত—

নির্ম্মল। একান্তই শুনবেন—তবে শুনুন—একটা বোতল আর একটা গ্লাস—

বিজলী। একটা মদের বোতল ?

নির্ম্মল। (নত মস্তকে) হাঁ—

বিজলী। সেকি আপনার ?

নির্ম্মল। হাঁ—

বিজলী। আপনিই এ ঘরে বসে মদ খেয়েছিলেন ?

নির্ম্মল। হাঁ—

বিজলী। সে কি ভজহরি যে আমায় বল্লে—

(নেপথ্যে শরৎ) রাস্কেল—তোরই একদিন কি আমারই একদিন তোকে আজ খুন করব শালা—আমি মাতাল !

(ভজহরির আর্ত্তনাদ) দোহাই কর্ত্তাবাবু—মারবেন না মারবেন না—আমি বলিনি—ওরে বাপরে—গেছি রে—

বিজলী, নির্ম্মল উভয়ে সে চীৎকার শুনিয়া "ওকি ! কি শব্দ" বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেই—ভীত ত্রস্ত ভজহরির পশ্চাতে চাবুক হস্তে শরতের আরক্ত নেত্রে প্রবেশ

ভজহরি। দোহাই কর্ত্তাবাবুর—দিদিমণি—দিদিমণি—আমায় বাঁচান—আমায় রক্ষা করুন—এই যে ছোটবাবু—আমায় রক্ষা করুন হুজুর।

ভজহরি ছুটিয়া গিয়া নির্ম্মলের পশ্চাতে লুকাইল।

নির্ম্মল। কিরে ভজন, ব্যাপার কি ?

শরৎ। শালা শুয়ার কা বাচ্চা—দেখি আজ তোর কোন বাবা রক্ষা করে

মারিতে অগ্রসর হইলেন নির্ম্মল তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল

কে তুমি—স'রে যাও—যাও বলছি—নইলে দেখছ চাবুক—

নির্ম্মল। স্থির হ'ন—ব্যাপারটা কি বলুন ত—

শরৎ। সরে যাও বলছি—

নির্ম্মল। কেন ওকে মারবেন—?

শরৎ। আমার খুসি—তোর বাবার কি ?

নির্ম্মল। খবরদার—মুখ সামলে কথা বলো—

(ত্বরিতে শরতের হাত হইতে চাবুকখানা কাড়িয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন ও বলিলেন)

"আমার বাবার কি"—! জান তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে কাকে কি বলছ!

শরৎ। কে তুই উল্লুক—এই পাঁড়ে—পাঁড়ে—জমাদার সিং—জমাদার সিং—(নেপথ্যে মহারাজ) এখনও এখান থেকে বেরিয়ে যা—নইলে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব—

জমাদার সিংহের প্রবেশ

জমাদার সিং। ক্যা হুয়া মহারাজ—

শরৎ। জমাদার সিং, এই উল্লুকটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও ত—

জমা। এই চল শা—হ্যাঁ—আরে এ কেয়া—ছোটবাবু—কসুর মাপ কিজিয়ে হুজুর—(অভিবাদন)

(নির্ম্মল এতক্ষণে শান্ত হইয়াছে ও মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে)

শরৎ। কোথায় যাস বেটা ছাতুখোর—কি বললাম—শুনতে পাস নি শুয়ার—

জমা। গালি মত দিজিয়ে বাবু, দেখতা নেই ছোট্টা বাবু!

(ব্যস্ত ভাবে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মুক্তকচ্ছ দেওয়ান জগন্নাথ দত্তের প্রবেশ)

জগন্নাথ। কি! কি! ব্যাপার কি! ব্যাপার কি! গোলমাল কিসের?

শরৎ। এখনই বুঝিয়ে দেব কিসের গোলমাল—সব শালা নেমকহারামকে আজই তাড়াব—

জগন্নাথ। ওকে? খোকা বাবু! এ্যাঁ—তাইত—স্বপ্ন দেখছি না ত—

নির্ম্মল। না দেওয়ান কাকা, সত্যিই আমি।

(জগন্নাথকে প্রণাম, শরত মুখ ফিরাইল)

জগন্নাথ। এসেছ—এসেছ বাবা—এতদিনে তবে এই বুড়োকে মনে পড়েছে—আঃ—যদি আর ছ'টা মাস আগে কর্ত্তাবাবু বেঁচে থাকতে ফিরে আসতে বাবা—

নির্ম্মল। সে আমারই দুর্ভাগ্য—কাকাবাবুর চরণ দর্শন করা অদৃষ্টে ঘট্‌ল না—

জগন্নাথ। দুর্ভাগ্য—সত্যি দুর্ভাগ্য বাবা—যাক্ যা হবার হয়েছে—আমার ছোট মার সঙ্গে দেখা হয়েছে—

বিজলী। আমি ত ওঁকে চিনতে পারছি না দেওয়ান কাকা—

জগন্নাথ। হাঁ—হাঁ—না চিনবারই কথা—খোকাবাবু দেশ ছেড়ে চলে গেল—মনের দুঃখে কর্ত্তাবাবুও পশ্চিমে বেরিয়ে পড়লেন—সেইখানেই ত তুমি জন্মেছিলে মা—কেউ ত কাউকে দেখনি—চিন্‌বে কি করে। তিন পুরুষ তোমাদের অন্নে প্রতিপালিত আমরা, আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ ভ্রাতা ভগ্নীকে পরিচিত করে দিয়ে সেই ঋণের কতক পরিশোধ করব—এদিকে এস্ত ছোট মা—এই তোমার স্বর্গগত জ্যেঠামহাশয়ের পুত্র—খোকাবাবু—নামটা বাবাজি

নির্ম্মল। (হাসিতে হাসিতে) নির্ম্মলকুমার—

জগন্নাথ। হাঁ—হাঁ—নির্ম্মলকুমার—নির্ম্মলকুমার—বুড়ো মানুষ বাবা কিছু মনে ক'রনা—বাবু নির্ম্মলকুমার রায় চৌধুরী। আর খোকাবাবু, এটি তোমার কাকাবাবুর কন্যা—আমার ছোট মা—বিজলী প্রভা—

বিজলী। ইনি আমার দাদা?

জগ। হ্যাঁ মা, কর্ত্তাবাবু যার কথা বলতেন—ইনিই তোমার সেই দাদা—তা হলে বাবা তোমরা এখন সুস্থ টুস্থ হও—আমি একবার কাছারীতে যাই—গোলমাল শুনে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসেছি—কাগজপত্র-গুলো বেসামাল অবস্থায় সব ফেলে এসেছি—

বলিতে বলিতে প্রস্থান

শরৎ। জগন্নাথ দত্ত ত খুব এক Scene করে গেলেন—ভাইকে বোন দিলেন—বোনকে ভাই দিলেন—তারপর এই শালা—ভজা—

নির্ম্মল। আপনি ব্যস্ত হবেন না আমি দেখছি। হ্যাঁরে ভজন কি করেছিস—

ভজ। দোহাই কর্ত্তাবাবুর, দোহাই ছোট বাবুর—আমি কিছু করি নি—আমি কিছু জানি না—

শরৎ। কিছু জাননা—তুই ওকে বলেছিস যে এ ঘরে বসে আমি মদ খেয়েছি—

ভজ। না বাবু আমি কখনও বলিনি—ঐ দিদিমণি আছেন জিজ্ঞাসা করে দেখুন—

শরৎ জিজ্ঞাসুনেত্রে বিজলীর দিকে তাকাইল

বিজলী। কেন ভজহরি! তুমি আমাকে বলেছত যে ছোটবাবু এখানে বসে বোতল থেকে ওষুধ খেয়েছেন—

ভজ। আমি মিথ্যা বলিনি দিদিমণি। খেয়েছেন কিনা জিজ্ঞাসা করে দেখুন—ঐ ছোটবাবু আছেন।

নির্ম্মলকে দেখাইল

নির্ম্মল। ওহো—আমি এখন বুঝতে পেরেছি—আপনাকে কি এরা "ছোটবাবু" বলে ডাকে—

শরৎ। যাও যাও আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইনা—ওরকম ঢের ঢের young pritender আমার দেখা আছে—

নির্ম্মলের চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল কি বলিতে যাইয়া মুহূর্ত্তে তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন

নির্ম্মল। যাক্ ব্যাপারটা বুঝেছ বিজলী—একদিন আমাকে সবাই এবাড়ীতে ছোট বাবু বলে ডাকত—ভজন ঠিকই বলেছে—আমিই

এখানে বসে মদ খেয়েছিলাম—তুমিত আমাকে জানতেনা—তুমি "ছোটবাবু" অর্থে—ঐ বাবুকে মনে করেছ—তাতেই এ comedy of error হয়েছে চাবুক পড়ে ভজার পিঠে tragedy না হয়ে যে comedy হয়েছে—সেই রক্ষে—তুমি এখন ভাই বাবুকে থামাও—ওঁর রাগ এখনও পড়েনি—

বিজলী। সত্যিই একটা comedy of errors হয়েছে। শরৎবাবু! আমি ভুল করে আপনাকে অকারণ তিরস্কার করেছি—আমায় ক্ষমা করুন—

শরৎ। ক্ষমা! আমি কি fool? আমি কি বুঝতে পারছিনা যে আমাকে insult করার জন্য দস্তুর মত একটা conspiracy হয়েছে। না হলে ভজা শালার এত বড় স্পর্দ্ধা যে আমার খাবার নিয়ে কোথাকার কে একটা তাকে খাওয়ায়—

বিজলী। সেকি! ভজহরি!

ভজহরি। আজ্ঞে আপনি ত ছোটবাবুকে দিতে বলেছেন—

নির্ম্মল। ও হরি! বিলকুল comedy of errors—তা ভায়া, গয়লা ভূতটার বোকামিতে তোমার খাবারটা যদি আমিই খেয়ে থাকি—আমার বোন না হয় সুদ সমেত আমার ঋণ পরিশোধ করবে—সেজন্য তুমি কিছু ভেব না—আমারও একটু সন্দেহ হয়েছিল—

বিজলী। থাক থাক, সে ত ভজহরি ভালই করেছে—আমি ত জানতুম না দাদা, যে আপনি এসেছেন। মা—ছোটবাবুর জন্য খাবার নিয়ে এস—

দয়ার প্রস্থানোদ্যত

শরৎ। না না কিছু প্রয়োজন নেই। আমার এখনই যেতে হবে—

বিজলী। না খেয়ে—তা কি হয়?

শরৎ। ঢের আত্মীয়তা হয়েছে—আর চাই না—

প্রস্থানোদ্যত

নির্ম্মল। ওহে ভায়া, আমি এখনই যাচ্ছি, তুমি যে ভয় করছ তার কিছুই নয়, দেখলেই ত তোমার রাজকন্যা আমার ভগ্নি, সুতরাং তোমার কোনই ভাবনা নেই, আর রাজ্য; সে ত বহুদিন পূর্ব্বে কবালা করে দিয়েছি, Young pretenderই বল আর upstartই বল আমি তোমার পথের কণ্টক নই, এতক্ষণ ত আমি চলেই যেতাম; শুধু গোলমালটার জন্য, যা হ'ক হয়ত এ জীবনে আর দেখা হবে না,—তুমি আমার ভগ্নিকে বিবাহ করতে চাচ্ছ,—Let us start as friends—

(করকম্পন জন্য হস্তপ্রসারণ করিলেন)

শরৎ। কোথাকার ideot! আমি মাতালের সঙ্গে hand shake করি না—

(নির্ম্মলের হাত সরাইয়া দিয়া প্রস্থান। নির্ম্মল কিয়ৎক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিল)

বিজলী। (স্বগত) কি অভদ্রতা! আমার মরতে ইচ্ছা হচ্ছে—

নির্ম্মল। (ক্ষণপরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) যাক্। এই কি বেণীবাবুর ভাগ্নে—

বিজলী। (নতমস্তকে) হাঁ—

নির্ম্মল। এরই সঙ্গে—আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখী হও—বিজলী—আমি তবে আসি ভাই—

বিজলী। সে কি দাদা! এখন কোথায় যাবে?

নির্ম্মল। আমার যে বড় দরকার—

বিজলী। হ'ক দরকার, আমি তোমায় কিছুতে আজ যেতে দেব না—

নির্ম্মল। কিন্তু—

বিজলী। নিজের দিকটাই কেবল দেখছ দাদা—আমার কথা একবার

ভাব দেখি—ঘণ্টা দেড়েক পূর্ব্বে এসে যদি তুমি এখনই যাও—তবে লোকে আমাকে কি বলবে একবার মনে কর দেখি—

নির্ম্মল। আমি যে মাতাল—আমার কি এখানে থাকা উচিৎ!

বিজলী। দাদা, এ বংশের কারও কি—

নির্ম্মল। না ভাই—এ বংশের কারও এতদূর অধঃপতন হয়নি—

বিজলী। তবে?

নির্ম্মল। কুসংসর্গে মিশে—সটান নীচের দিকেই নেমে গিয়েছি—তোলবার চেষ্টা কেউ করেনি—তবে আজ আমার অনুতাপ হচ্ছে—আমি কোথায় গিয়ে পৌঁছেছি, আজ বুঝতে পেরেছি—

বিজলী। যদি বুঝে থাক তবে এইবার তোমার বংশের যোগ্য হও—

নির্ম্মল। বড় অসময়ে বিজলী! এ ভাঙ্গা বজরা কি আর কূলে পৌঁছিবে?—

বিজলী। নিশ্চয়, তোমার স্বর্গগত পিতৃপুরুষের আশীর্ব্বাদ তোমার সহায়—

নির্ম্মল। ভগবান! আমায় শক্তি দাও—বেশ আমি চেষ্টা করব—প্রাণপণে চেষ্টা করব—

বিজলী। এই ত আমার দাদা—

প্রণাম করিয়া পদধূলা লইল

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাল-সন্ধ্যা

জমিদারবাবু গৌরিদাস রায়ের কুসুমোদ্যান, উদ্যান মধ্যে একটী ঝিল রহিয়াছে—তাহার উপর ব্রীজ—ব্রীজের একপারে দূরে জমিদার বাটীর অট্টালিকা দেখা যাইতেছে। তাহার ঝুল বারান্দায় দাঁড়াইয়া দয়া ঝিলের দিকে চাহিয়া আছে। অপর পারে একটী কৃত্রিম পাহাড়—পার্শ্বে বাঁধা ঘাট। জমিদার বাটী হইতে শরৎবাবু বাহির হইয়া আসিয়া বৃক্ষসারির মধ্য দিয়া ব্রীজে আসিয়া উঠিলেন। ব্রীজের মধ্যস্থানে আসিয়া ঝিলের দুই পার্শ্বে কাহাদের যেন খোঁজ করিলেন তার পর ধীরে ধীরে আসিয়া অপর পারে পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়াইলেন তাহার মুখে ক্রোধের চিহ্ন সুস্পষ্ট প্রকটিত। অন্যমনস্কভাবে একটী গোলাপ ফুল ছিঁড়িয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন—

শরৎ। নাঃ আর সহ্য হয় না—একটা মাতালের সঙ্গে সকালে ঘোড়ায় চড়বে—বিকালে ব্যা'চ খেলবে, রাত্রে গান বাজনা—হাসি ঠাট্টা। মাতালটা যাবার একটা ধূয়া রেখে তার আদর বাড়াচ্ছে আর বেহায়া ছুঁড়ি আরও বেশী মজ্‌ছে। মাতালটা যেন ওকে যাদু করেছে। অন্যে অনুরক্তা রমণীকে আমার বিবাহ করতে হবে! কোনমতে একবার বিয়েটা হয়ে যেত—তার পর চাবুকের আগায় সব ঠিক করতাম্—ঐ বুঝি আসছেন—

গীত

হালকা হাওয়ার কাঁপন জাগে
মোদের সোণার তরীর কোল দিয়ে।
সন্ধ্যা তারা দেয় পাহারা,
চন্দ্র ছড়ায় রজত ধারা,
উতল পবন পাগলপারা
ভিন্‌দেশী সে শ্যামার শীষে
অন্তরে যায় দোল দিয়ে॥

দূর হইতে সেই গীতধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল—ক্রমে সেই সঙ্গীত ধ্বনি নিকট হইতে লাগিল—পরে দেখা গেল নির্ম্মলকুমার ও বিজলী একখানি সুদৃশ্য প্রমোদ তরণীতে বাইচ খেলিতেছেন। বিজলী তালে তালে গীত গাহিতেছে। তরণী দয়ার দৃষ্টিপথে আসিলে বিজলী তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া রুমাল উড়াইতে লাগিল—দয়ার মুখে আনন্দ চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে নৌকা অদৃশ্য হইল—গীতধ্বনিও ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইতে লাগিল—পরে আর গীত শোনা গেল না—

শরৎ। নাঃ আর সহ্য হয় না—ওঃ—আট-ঘাট বেঁধে সব ঠিকঠাক করে রেখেছিলাম—কোথা থেকে ধূমকেতুর মত শালা উদয় হয়ে সব ওলট-পালট করে দিলে—যাক আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করব—হয় এস্পার নয় ওস্পার—চাই না আমি জমিদারী—

ক্ষিপ্তের ন্যায় উদ্যানের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলেন।

মামাকে লিখ্‌লাম—মামাও আসছেন না—ওকালতি কচ্ছেন—এদিকে আমার যে সর্ব্বনাশ হয়—ঐ আবার আসছে—[illegible] আড়ালে লুকিয়ে দেখি কি করে—

আকাশে চাঁদ উঠিল—তাহার কিরণে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইল নৌকা পুনরায় আসিল বিজলীকে নির্ম্মল বলিল।

নির্ম্মল। এইবার নামি চল বিজু—

বিজলী। না না চল আরও একটু ঘুরি—কি চমৎকার লাগ্‌ছে—এত আনন্দ আমি জীবনে কখনও পাইনি—

নির্ম্মল। ঐ দেখ চাঁদ উঠেছে—রা'ত হয়ে গেছে—

বিজলী। ওঃ তাই নাকি? চাঁদ উঠেছে! তাই বল নির্ম্মলদা, আমি মনে ক'রেছিলাম বুঝি তোমার গা থেকে জ্যোছ্‌না বেরুচ্ছে! (সহসা) রাগ করলে নির্ম্মলদা'—আমি তোমাকে ঠাট্টা করছিলুম—কি করি বল নির্ম্মলদা'—বাবা মারা যাবার পর থেকে আমি একটা

দিনও প্রাণ খুলে হাসতে পাইনি। এরা সব সেলামের চাবুক মেরে আমাকে দিন রাত সজাগ করে রেখেছে যে আমি এই মস্তবড় জমিদারীর মালেক। এ যেন আমার একটা শাস্তি নির্ম্মলদা'—

নির্ম্মল। আর এই ক'টা দিন যাক্‌না বিজু, তখন আর আমার কথা তোর মনেই পড়বে না—তখন—

বিজলী। তুমি ক্ষেপেছ নির্ম্মলদা', (সহসা) যাক্ গে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি—আচ্ছা নির্ম্মলদা'। ভুলেও কি একবার খোঁজ নিতে হয়না! মানুষ মানুষের সন্ধান নেয়—আর—আত্মীয় হয়ে তুমি আত্মীয়ের খোঁজ নিতে না—

নির্ম্মল। খোঁজ নেবার কি মুখ ছিল বোন? আমাব এ কলঙ্কিত মুখ যে আর জনসমাজে দেখাবার উপায় ছিলনা বিজু! জাননাত' তুমি কতগুলি কলঙ্কের ছাপ উপর্য্যুপরি আমার ললাটের উপর দেগে রয়েছে—যদি জানতে, তুমিও বোধহয় আমার সঙ্গে কথা কইতে সাহস করতে না—

বিজলী। সাহস করতুম না—কথা কইতে—তোমার সঙ্গে! কেন তুমি বাঘ না ভাল্লুক?

নির্ম্মল। বাঘ, ভাল্লুক ত' অনেক ভাল বিজু। তারা ত' বনে থাকে—লোকালয়ের বাঘ আমরা—আমরা অধিকতর হিংস্র, কিশোর বয়সে—পিতৃ-মাতৃহীন শাসন গণ্ডীর বাইরে প্রথম পদস্খলন কারো চোখে পড়ল না—তারপর যখন এগিয়ে গেলাম—তখন কাকাবাবু অনেক চেষ্টা করলেন—কিন্তু আমি তাঁর নাগালের বাইরে বুঝে তিনি মুখ ফিরিয়ে রইলেন—আমার মুখ দর্শন করা বন্ধ করলেন—ভাবলেন তাতে আমি সংশোধিত হব—আমি সেটা সুযোগ মনে করে ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিয়ে সটান নীচের দিকে ছুটলাম—যখন কাকাবাবু বুঝলেন—তখন আমি এত দূরে গিয়ে পড়েছি যে আর তিনি নাগাল পেলেন

না। কেউ ছিলনা বিজু দুটো মিষ্টি কথায় এ হতভাগ্যকে, এ অধঃপতিতকে কাছে টেনে নেবার। তখন যদি তুই থাকতিস্ তবে আমি কি না হতে পারতেম—ওঃ আজ আমার বেণীবোসের ভাগ্নে মাতাল বলে' ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যায়—

বিজলী। নির্ম্মলদা—অনেক দেখেছ তুমি অনেক পড়েছ—অনেক শুনেছ—কিন্তু কখনও কি দেখেছ—কখনও কি শুনেছ যে একটা অপরিচিত নগণ্যা রমণীর একটা মুখের কথায় এক মুহূর্ত্তে যোল বছরের অভ্যস্ত মদ্যপায়ী—মদ ছেড়েছে! মদ খাওয়াটা তত দোষের নয় নির্ম্মল দা, যত দোষের মদের গোলাম হওয়া, তুমি যে তার প্রভু, সেত তোমায় আয়ত্ব করতে পারেনি, যতই অধঃপতিত তুমি হওনা কেন—আজ তুমি আগুনে পোড়া খাঁটী সোনা এখনও তোমার মধ্যে যে মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট আছে তাতে সহস্র শরৎবাবুও তোমার পদস্পর্শের যোগ্য নয়—কোন দুঃখ করনা ভাই—

নির্ম্মল। আজ আমার ইচ্ছা হচ্ছে এই রায় বংশের সন্তানের মত মাথা উঁচু করে একবার পৃথিবীর দিকে তাকাতে পারতেম বিজু—

বিজলী। পারবে—পারবে তুমি নির্ম্মলদা—নিশ্চয় পারবে. আমার প্রাণ-ভরা ভক্তির অর্ঘ্য তোমায় স্বর্গের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে—

নির্ম্মল। এ হতভাগ্যের জীবনে তেমন দিন কি আর কখনও হবে!

বিজলী। দেখে নিও তুমি, আর তোমার সাধ্য কি যে তুমি বিপথে যাও—এবার বড় কড়া পাহারা—

নির্ম্মলা। কে আমার বোন বিজুরাণী—

বিজলী। হাঁ তোমার বিজুরাণী! বিজুরাণীর প্রতাপের পরিচয় যে একেবারে পাওনি তাত নয় নির্ম্মল-দা—

নির্ম্মল। শ্বশুরবাড়ী বসে আমায় পাহারা দিবি নাকি?

বিজলী। শ্বশুরবাড়ী! বিয়ে করলেত! আর তা হয়না নির্ম্মল-দা'—

নির্ম্মল। আচ্ছা, বোশেখ মাসটা আসুক আগে তারপর দেখা যাবে—

বিজলী। দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে প্রাণ ভরে দেখ নির্ম্মলদা—যেমন ভাই তার তেমনি বোন—তুমিও চিরকুমার—আমিও চিরকুমারী বুঝলে? ওঃ কথায় কথায় তোমাকে ত অনেকটা পথ নিয়ে এসেছি তুমি শ্রান্ত হয়েছ নির্ম্মলদা', যাও ঘাটে ব'সে বিশ্রাম করগে'—

নির্ম্মল। একা যেতে পারবি?

বিজলী। কেন পারবনা—তুমিত আমায় কোলে করে নিয়ে যাচ্ছ না—

নির্ম্মল। আরে তা নয় পাগলী—তোর ভয় করবেনা?

বিজলী। ভয়! আমার ভয়—

হাসিয়া উঠিল

তুমি বলনা নির্ম্মলদা' আমি সারাটা গ্রাম একা ঘুরে আসছি—

নির্ম্মল। এতটা পথ এগিয়ে দিয়েছি কিনা—এখনও সে বড়াই করবিই—সঙ্গে না এলে দেখতাম ভয় করত কিনা—

বিজলী। এতদিন তুমি আমার সঙ্গে থাকতে কিনা—তা নয় মশায় ভয়ের জন্য তোমার সঙ্গে আসিনি—এই দেখ—

পিস্তল দেখাইল

নির্ম্মল। পিস্তল!

বিজলী। আর এ হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ—একজন retired হাবিলদারের কাছে আমার অস্ত্র শিক্ষা—ঘোড়ায় চড়া দেখেত কিছু কিছু বুঝতে পেরেছ—

নির্ম্মল। অদ্ভুত!

বিজলী। কি ভাবছ? কেন তোমায় সঙ্গে আনলাম—না? ঘাটে বসে তুমি তাই ভাবগে—আমি কাপড় ছেড়ে চায়ের যোগাড় করিগে—বড় অদ্ভুত—না? হাঃ হাঃ হাঃ—

অট্টালিকার দিকে যাইতে লাগিল—নির্ম্মল মুগ্ধ বিস্ময়ে সেইদিকে চাহিয়া রহিল বিজলী কয়েকপদ গিয়া গান ধরিল

হঠাৎ ফিরিয়া বলিল

"বেশী দেরি করনা' নির্ম্মলদা'—তুমি না এলে কিন্তু আমি চা খাবনা"—

গীত গাহিতে গাহিতে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল—কিছুক্ষণ নেপথ্যে গীত শোনা যাইতে লাগিল—পরে গীতধ্বনি অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইল—পরে আর গীত শোনা গেলনা—

নির্ম্মল। কে এই রহস্যময়ী! কখনও চপলা বালিকা—কখনও গম্ভীরা নারী—কখনও কুসুম কোমলা—কখনও তেজ-দৃপ্তা—যত দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি—

বিজলী চলিয়া গেল শরৎ পাহাড়ের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিল ও পা টিপিয়া নির্ম্মলের নিকট গিয়া তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিল—

শরৎ। ইস্, প্রেমে যে একেবারে জ্বর জ্বর - চোখ যে আর ফেরে না—

প্রকাশ্যে

বলি ব্যাপারখানা কি মশায়?

নির্ম্মল। (চমকিয়া) কে—কে? ওঃ আপনি—কি বলছিলেন—

শরৎ। যাক্ তবু ভাল যে মশায়ের সমাধি ভঙ্গ হয়েছে—

নির্ম্মল। তার অর্থ?

শরৎ। শুনতে পারি কি মশাই এবার কি মতলব নিয়ে এ গ্রামে শুভ পদার্পণ করেছেন?

নির্ম্মল। আমাকে এ রকম প্রশ্ন করবার আপনার অধিকার আছে কি?

শরৎ। নিশ্চয় আছে, যেহেতু প্রজা সাধারণের ইষ্টানিষ্ট আমাদের দেখতে হয়—

নির্ম্মল। প্রজা সাধারণের ইষ্টানিষ্টের সঙ্গে আমার এ গ্রামে শুভ পদার্পণের কি সম্বন্ধ দেখছেন আপনি ?

শরৎ। যথেষ্ট দেখ্ছি, মহাশয়ত যে সে লোক নন-কীর্ত্তি কলাপ আপনার ত জান্তে কারও বাকী নেই—ধূমকেতুর মত মহাশয়ের শুভ আবির্ভাবে মেয়ে ছেলেরা যে পুকুরে পর্য্যন্ত জল আনতে যেতে সাহস পাচ্ছেনা—

নির্ম্মল। কেন ?

শরৎ। পরস্ত্রী হরণ বিদ্যায় মহাশয়ের একটা সুনাম আছে কিনা ?

নির্ম্মল। ওঃ সেই কথা, হাঁ হারাণ দাসের বিধবা বোনকে বের করে নেবার সুনামটা আমার রটে'ছিল বটে কিন্তু কীর্ত্তিটা তোমার কাকা রাম-বাবুর। সে সংবাদ বোধ হয় তোমার অবিদিত নাই—

শরৎ। মোকদ্দমাটা বোধ হয় মহাশয়ের বিরুদ্ধে হয়েছিল ?

নির্ম্মল। সেটা তোমার বাবা চন্দ্রবাবুর কীর্ত্তি—

শরৎ। বাঃ চমৎকার কৈফিয়ত, এসব কৈফিয়তে মেয়েলোককে ভোলান যায়, আমার বাবার কীর্ত্তি—বাবা কি মোকদ্দমা করেছিলেন নাকি ?

নির্ম্মল। অনেকটা তাই বটে আমার বয়স তখন মাত্র আঠার বৎসর। রামের কুপরামর্শে আমি সেদিন তার সঙ্গে ছিলাম সত্য। হারাণ দাস মোকদ্দমা করল—অপরিণত বুদ্ধি আমার তোমার বাবাকে আপন জেনে তার শরণাপন্ন হলেম। আর তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে আমার টাকায় investigating officer কে বাধ্য করে নিজের ভাইকে সাফাই রেখে সমস্ত দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে মিথ্যা report দেওয়ালেন আর ভুল বুঝিয়ে আমাকে কাকা বাবুর চক্ষুশূল করলেন।

শরৎ। মুখ সামলে কথা ব'ল বল্ছি—

নির্ম্মল। মুখ আমার খুব সামলান আছে শরৎবাবু—তোমাকে আর কি

বলব—আজ যদি তোমার বাবা জীবিত থাকতেন তবে তাঁকে বলতাম, আমার এ অধঃপতনের যদি কেউ কারণ থাকেন তবে সে একমাত্র তিনি। আর আমার বাবার টাকায় এম, এ, বিএল পর্য্যন্ত পড়ে আজ তোমার মামা গণ্যমান্য পদস্থ উকীল! আর সেই পরিচয়ে তুমি মস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—

শরৎ। ওঃ খুব যে Lecture দিচ্ছেন—বুঝলেম আপনি খুব সাধু। জিজ্ঞাসা করি সেই দণ্ডেই ত কলকাতায় না গোল্লায় কোথায় যাচ্ছিলেন তবে আজ এ ছয় ছয় দিন এখানে কেন পড়ে আছেন?

নির্ম্মল। এঁ্যা, ছয়দিন! ছয়দিন আমি এখানে!

শরৎ। আজ্ঞে হাঁ—হিসেব করে দেখুন না, মধুচক্রে ডুবে থাকলে কি আর সময়ের জ্ঞান থাকে!

নির্ম্মল। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! কাল বেলা এগারটার মধ্যে যে হয় টাকা দিতে হবে নয় আমায় হাজির হয়ে জেলে যেতে হবে। নইলে যে উপকার করে বিজন আমার জন্য বিপদে পড়বে। সে চর্ম্মপিশাচ ছাতুখোর ত বিজনকে ছাড়বেনা এখন উপায়!

শরৎ। নিজে ত গোল্লায় গিয়েছ—বোনটার কেন মাথা খাচ্ছ বাবু—

নির্ম্মল। পাগলের মত কি আবল-তাবল বকছ?

শরৎ। তুমি বোনের সঙ্গে পিরীত করতে পারবে আর আমি বল্লেই দোষ—

নির্ম্মল। দেখ আমার মনের অবস্থা—

শরৎ। বিলক্ষণ খারাপ! তাত হবারই কথা! সোমত্ত সুন্দরী ভগ্নি প্রাণের অধিশ্বরী সারাজীবন ধরে চোখে চোখে পাহারা দেবে, এ শুনলে কি মাথা ঠিক রাখা যায়—

নির্ম্মল। কি! তুমি কি আড়ি পেতে শুনছিলে নাকি! ইতর—অসভ্য—অভদ্র!—

শরৎ। বটে! তুমি আমার বাগদত্তা স্ত্রীর সঙ্গে গুপ্তপ্রেমের অভিনয় করে তার মস্তকটী চর্ব্বণ করবার উদ্যোগ করছ আর আমি আড়ি পেতে হলেম ইতর অভদ্র অসভ্য! লজ্জা করেনা তোমার যে বড় মুখ করে কথা বলছ! তোমাকে পাহারা দেবার জন্য কেন তোমার বোন চিরকুমারী থাকবে নির্ম্মল বাবু—

নির্ম্মল। দেখ শরৎ বাবু! আমার মনের অবস্থা ভাল নয়—এখান থেকে চলে যাও—যাও বলছি—

শরৎ। যাব ছাড়া তোমার সঙ্গে এখানে সারারাত্রি বসে প্রেমালাপ করতে আমি আসিনি তবে আমি যাবার সময় বলে যাই মশায়—যদি ভগ্নির মঙ্গল চাও—যদি কেলেঙ্কারী না বাড়াতে চাও—তবে এখনও সরে পড়—নইলে এর ফল কিন্তু বড় বিষময় হবে—

প্রস্থানোদ্যত

নির্ম্মল। আচ্ছা—আচ্ছা—সে আমি বুঝব।

শরৎ। তাই বলে গেলাম—

প্রস্থান

নির্ম্মল। (নির্ম্মল উঠিয়া কিয়ৎক্ষণ উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন শেষে বলিলেন—) কি ইতর স্বভাব! কি নীচ প্রকৃতি এদের! সংসারটাকে সাদা চোখে দেখবার শক্তিও কি এদের নেই। মুর্খ, যদি জানতিস এক বিন্দু স্নেহ পাবার জন্য কি দারুণ পিপাসায় জর্জ্জরিত এ প্রাণ—যাক, আর দু দিন বাদে বিজু যখন এর গৃহিণী হবে—আর আমার এই মেলা মেশাটা এ যখন খারাপ ভাবেই দেখেছে তখন আমার এখান থেকে যাওয়াই উচিৎ। কেন বৃথা একটা অশান্তির সৃষ্টি করব। কে! দেওয়ান কাকা!

জগন্নাথের প্রবেশ

জগন্নাথ। হ্যাঁ, তোমাকে খুঁজতে এসেছি বাবা। মার আমার সবুর সয় না, বল্লাম একটু হাওয়ায় বেড়াচ্ছে—বেড়াক, তা কি মা শোনেন—

বল্লেন "ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে—আপনি এখনই গিয়ে আমার নাম করে' ডেকে নিয়ে আসুন—আমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে"—চল বাবা—

নির্ম্মল। দেওয়ান কাকা, আমাকে এখনই যে যেতে হবে—আমি যে আর দেরি করতে পারব না—

জগন্নাথ। সেকি! কোথায় যাবে বাবা? মাকে আমার না বলে কয়ে—না—না—সে হতেই পারে না—কর্ত্তাবাবু মারা যাওয়ার পরে আজ এই কটী দিনমাত্র মার মুখে হাসি ফুটে উঠেছে সে হাসিটুকু চো'খের জলে ভিজিয়ে দিয়ে না বলে তোমার যাওয়া—এ হতেই পারে না—

নির্ম্মল। না দেওয়ান কাকা, আপনি বুঝতে পারছেন না—বিজুর সঙ্গে দেখা হলে সে আমাকে কোন ক্রমেই যেতে দেবে না। কিন্তু আমাকে যেতে হবে, যে কোন রকমে হউক কালি প্রাতে আমার ক'লকাতা পৌঁছিতেই হবে—

জগন্নাথ। সে কাল ভোরে একটা টেলিগ্রাম করে দিলেই চলবে বাবা। তার জন্য অত ব্যস্ত হয়ে পড়ছ কেন? এখন রওয়ানা হলেও তুমি যে কাল গিয়ে কলকাতায় পৌছিবার ট্রেন ধরতে পারবে তা আমার মনে হচ্ছে না, তার চাইতে কাল দুপুরের পর খাওয়া দাওয়া করে বেয়োয়ার হলে যদি রওনা হও তবে পরশু প্রাতে সাড়ে দশটার যে ট্রেন কলকাতা পৌছিবে সেই ট্রেন ধরতে পারবে। তার জন্য এত তাড়া কেন বাবা—চল—বাড়ী চল।

নির্ম্মল। তাড়া কেন? আমার পাকা লাল ইমারৎ যে তৈরি হয়ে আছে দেওয়ান কাকা। সব আপনাকে খুলে তাহলে বলি। কাকাবাবুর নামে সম্পত্তি লিখে দিয়ে সেই পঁচিশ হাজার টাকা আমি মিথ্যা মোকদ্দমায় খুইয়ে ফেলি। সেই সময় কয়েকজন কু-সঙ্গির কুমন্ত্রণায়

চালিত হয়ে আমি race খেলা আরম্ভ করি। কয়েক দিনের মধ্যে আমি নিঃসম্বল হলেম—কিন্তু raceএর নেশায় আমি ভরপুর, সেই সময়,—আমার বাল্যবন্ধু বিজনকে ত আপনি চেনেন—

জগন্নাথ। হাঁ খুব চিনি—বড় ভাল ছেলে—ক'লকাতায় দেখা-টেখা হলে ছুটে এসে আগে পায়ের ধূলাটী নেয়—আর কি যত্ন—

নির্ম্মল। আজ্ঞে হাঁ, সেই বিজনকে গিয়ে টাকার জন্য ধরি। আমি যে জমিদারী বিক্রী করেছি—বা race খেলব তা বিজন জানত না—কি একটা মিথ্যা কারণ দেখিয়ে ছিলাম—সে তার এক মাড়োয়ারী মক্কেল নাগরলাল যমুনালালের কাছ থেকে আমায় পাঁচ হাজার টাকা এনে দেয়। আজ মাসখানেক মাত্র বর্ম্মা থেকে ফিরে এসেছি। নাগরলাল যে এর মধ্যে আরজি করে আমার বিরুদ্ধে ডিক্রী করে রেখেছে আমি তা জানতাম না—তারা সন্ধানে ছিল—খোঁজ পেয়েই body warrant বের করে আমায় arrest করে—

জগন্নাথ। সর্ব্বনাশ! বল কি—

নির্ম্মল। আমায় জেলে দিতে যাচ্ছিল—বিজন সেই সংবাদ পেয়ে সাতদিন সময় নিয়ে নিজে জামিন হয়ে আমায় ছাড়িয়ে দেয়। কাল সেই সাতদিন—হয় আমার ধরা দিতে হবে—নয় টাকা দিতে হবে। বিজন আমায় বলেছিল যে কাকাবাবু কয়েক মাস পূর্ব্বে আমাকে খোঁজ করতে কয়েকখানা দৈনিক কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন তাই এখানে এসেছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে—

জগন্নাথ। বিজনবাবু তোমায় ঠিকই বলেছিল বাবা—সময়মত এলে তোমার কাজও হত। কিন্তু ভবিতব্য—ভবিতব্য!

নির্ম্মল। কাল আমার courtএ হাজির হতেই হবে—নইলে আমার জন্য বিজন মারা যাবে—বেচারি ছা-পোষা মানুষ—তার সর্ব্বনাশ হবে—

জগন্নাথ। কর্ত্তাবাবু তোমার যথেষ্ট খোঁজ করেছিলেন বাবাজি—তখন

যদি আসতে পারতে,—আজ দশ হাজার টাকার জন্য তোমার জেলে যেতে হচ্ছে। অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! তুমি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলে—সম্পত্তি হাতে থাকলে উড়িয়ে দেবে তাই কর্ত্তাবাবু কৌশলে একটা কবালা করে নিয়েছিলেন মাত্র। নইলে বিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তির কি মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা মূল্য হয়—সম্পত্তি নেবার মতলব তাঁর কোন দিনই ছিল না। তিনি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। বরাবর তাঁর সঙ্কল্প ছিল তোমার মতিগতি একটু ফিরলেই তোমাকে তোমার সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবেন। সেইজন্য বরাবর দুই প্রস্ত হিসাবও তৈরি হয়ে এসেছে—তোমার অংশের মুনাফা থেকে সেই পঁচিশ হাজার টাকা কেটে নিয়ে বাকী টাকা ফি বছর তিনি ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আসছেন। সময়মত যদি আসতে পারতে—উঃ আজ লাখ টাকা তোমার ব্যাঙ্কে মজুত, আর সামান্য দশ হাজার টাকার জন্য তুমি জেলে যাবে!—নিয়তি—নিয়তি—থাক, এ সব আমার ছোট মাকে বলেছ?

নির্ম্মল। না দেওয়ান কাকা তাকে বলিওনি—আর বলতেও চাই না—

জগন্নাথ। আচ্ছা তুমি বস বাবাজি—আমি আসছি—

নির্ম্মল। কোথায় যাবেন?

জগন্নাথ। একবার ছোট মার সঙ্গে দেখা করে আসি—

নির্ম্মল। না কাকাবাবু, আপনি প্রতিশ্রুত হন যে এ সব কাকেও বলবেন না—

জগন্নাথ। তা বলে কি দশ হাজার টাকার জন্য তুমি জেলে যাবে—তুমি ধর্ম্মদাস রায়ের ছেলে বল কি বাবাজি?

নির্ম্মল। দেওয়ান কাকা, বংশের কুলাঙ্গার আমি—জেলই আমার উপযুক্ত স্থান—

জগন্নাথ। আমি বেঁচে থাকতে তা কি হতে পারে বাবাজি—আমার

ছোট মাকে তুমি চেননা বাবাজি কর্ত্তাবাবু এ সব তাকে কিছু বলে যাবার সময় না পেলেও—আমি বুঝিয়ে বল্লে সে সব বুঝবে আর আমার কথা বিশ্বাসও করবে—আর বিশ্বাস না করলেও তোমার জন্য দশ হাজার টাকা দিতে সে কাতর বা কুণ্ঠিত হবে না।

নির্ম্মল। তা কি আমি জানিনা দেওয়ান কাকা। দশ হাজার টাকা ত অতি ছোট কথা—আমি মুখ ফুটে বল্লে সে আমায় সমস্ত জমিদারীটে এখনই লিখে দেবে তা আমি জানি—

জগন্নাথ। ঠিক—ঠিক—বাবাজি তুমি আমার মাকে ঠিকই চিনেছ—

নির্ম্মল। সেইজন্যই ত কাকা এ সব তাকে বলতে চাই না—এ সব তাকে বলা অর্থ—তাকে কষ্ট দেওয়া বিবাহের একটা সম্বন্ধ হয়েছে—এই টাকা দিতে বেণী বোসের পক্ষ থেকে ভয়ঙ্কর আপত্তি উঠবে—নানা রকম কথা উঠবে—সেই সব উপেক্ষা করে যদিও সে আমায় টাকা দিতে পারে—তারা বলবে যে নির্ম্মল রায় তার অনভিজ্ঞা ভগ্নাকে ঠকিয়ে দশ হাজার টাকা নিয়ে গেছে। সে কথা শোনার চেয়ে কি আমার জেলে যাওয়া ভাল নয় কাকা—।

জগন্নাথ। তা বটে—তা বটে—আমিও ত তোমার কথাটা ছোট মাকে বলব বলব মনে করেও সাত পাঁচ ভেবে বলতে পারিনি। কিন্তু—কিন্তু—উপায়ই বা কি! দশ হাজার টাকা ত সোজা কথা নয় বাবাজি—অত টাকা তাই ত—হাঁ বাবাজি পাঁচ সাতশ' টাকা দিয়ে কাল হপ্তা দুয়ের সময় নেওয়া যায় না—তা যদি যায় তাহলে বরং হাওলাত বরাত কর্জ-ধার করে যোগাড় করে দি—আর গিন্নীর গায়ে—মেয়েদের গায়ে যা দু'চা'রখানা সোনা-রূপা আছে—বশত বাড়ীখানা আছে দশ বিঘের; ধানী জমিও পঞ্চাশ ষাট বিঘে আছে কষ্টে-সৃষ্টে একটা ব্যবস্থা করতে পারি, কাল কি আর হপ্তা দুয়ের সময় নেওয়া যায় না বাবাজি—বিজনবাবুকে ধরে—কোন রকমে—

নির্ম্মল। এ যে দেখছি আর এক বিপদ। শেষকালে কি এই বৃদ্ধকে সর্ব্বস্বান্ত করব! স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে যাওয়া ভিন্ন আর উপায় নেই—(প্রকাশ্যে) আজ্ঞে তা পারা যেতে পারে মাড়োয়ারীর টাকা পাওয়াই উদ্দেশ্য—আমাকে জেলে দিয়ে ত তার কোন লাভ নেই—বরং আরও কিছু খরচ। বিজন যদি তাকে বুঝিয়ে বলে যে আর দুই হপ্তা সময় পেলে আমি টাকা যোগাড় করে দিতে পারব, সে নিশ্চয় সময় দেবে।

জগন্নাথ। বেশ—বেশ—তাহলে গিয়ে সেই চেষ্টাই কর। দেখ' বাবা বুড়োকে মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিয়ে রেখে যেও না—

নির্ম্মল। আজ্ঞে না।

জগন্নাথ। তবে রাহা খরচ, সময় নেওয়ার খরচ এ সবেও ত বিশ-পঁচিশ টাকা চাই—হয়ত রাজনগর ষ্টেশনে তোমাকে একটা দিন দেরিও করতে হতে পারে যদি ট্রেন না পাও। গোটা কুড়িক টাকা ত অন্তত চাই—

নির্ম্মল। অত দরকার হবে না—গোটা দশেক টাকা হলেই হবে—

জগন্নাথ। না না বিদেশ বিভুঁই যায়গা—ও দুচা'র টাকা বেশী কাছে থাকা ভাল—বিশেষ এ সব গোলমেলে কাজ—দু'চার টাকা বাজে ব্যয়ও ত হবে—যাক্ তার কি ব্যবস্থা ?

নির্ম্মল। আজ্ঞে এই আংটীটী আছে, stationএ গিয়ে এইটী বেচব মনে করেছি—

জগন্নাথ। পাগল আর কি গোলমেলে কাজ মাথার উপর যদি stationএ খরিদ্দার না পাও যদি তারা কম টাকা দাম বলে—ঐ ভরসায় কি যাওয়া চলে—হ্যাঁ বাবা আমরা তিন পুরুষ তোমাদের খেয়ে মানুষ—আর তুমি কুড়িটী টাকার সাহায্য আমার কাছ থেকে নিতে কুণ্ঠিত হচ্ছ! চল. ডা'ল ভাত যা রান্না হয়েছে তাই দুটী খেয়ে দুর্গা বলে রওনা দাও।

নির্ম্মল। এত রাত্রে নৌকার কি করা যাবে দেওয়ান কাকা—

জগন্নাথ। সেজন্য তোমার ভাবতে হবে না। নৌকা একখানা আমার ঘাটেই বাঁধা আছে যদি একান্তই যাও বাবা—তবে আর দেরি করা চলবে না, খুব তাড়াতাড়ি গেলেও যে ট্রেন পাওয়া যাবে তা আমার মনেই হচ্ছে না—তবু দেখ—কিন্তু একথা বাবা—আমি ত একটা প্রতিশ্রুতি হয়েছি—তুমিও একটা প্রতিজ্ঞা কর যে কাল যা হয় তা কালকের ডাকেই একখানা পত্রে আমাকে জানাবে—

নির্ম্মল। যে আজ্ঞে সুবিধা হলেই জানাব—

জগন্নাথ। তবে চল আর দেরি করা নয় গোল-মেলে কাজ মাথার উপর —এই ফুল বাগানের ভিতর দিয়ে সোজা রাস্তায়ই যাই—

উভয়ের প্রস্থান

শরৎ অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া

শরৎ। ওরে ব্যাটা জগন্নাথ—তোমার পেটে এত বজ্জাতী! বিজলীকে ফুসলিয়ে অর্দ্ধেকটা জমিদারী বের করে দিতে চাও—ব্যাঙ্কের টাকাগুলোর হরির লুঠ দিতে চাও—ও নেবেন্দা টাকা তোমার প্রেম সিন্দ উথলে উঠছে ইটে ভিটে গয়না বেচে জেল থেকে রক্ষা তোমার করতেই হবে—রসো ব্যাটা—করাচ্চি রঙ্গে—নিকাশে আগে হাজার কুড়ি টাকা তোমাকে দায়িক করে নি—তারপর এর শাস্তি হবে ভেবেছ কি যাদু! জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ, যাক্ এত দিনে নিশ্চিন্ত, পাপ এখুনই বিদেয় হবে—যমুনালাল সময়টা দেবে—শালাকে আজীবন জেলে বন্ধ করে রাখে—দেখা যাবে কলকাতায় গিয়ে—যমুনালাল ব্রাদারদের সঙ্গে দেখা করে—দরকার হয় কিছু দিয়ে, হাঃ সেও ভাল, এইবার দেখা যাবে বিজলী সুন্দরী নাগর বিহনে কেমন বিরহিনীর hart play করেন, বিয়ের মন্ত্র কয়টা একবার কোন

মতে আউড়ে শালীকে একবার বেঁধে নিতে পারলে হয়—তারপর উঠতে চাবুক—বসতে চাবুক। এতদিনে প্রাণটা আজ শীতল হল—একটু হাওয়া খাওয়া যাক্—

খাটের উপর বসিল

নির্ম্মলের খোঁজে আসিয়া দূর হইতে শরৎকে উপবিষ্ট দেখিয়া নির্ম্মল ভ্রমে পেছন হইতে আসিয়া দুই হাতে তাহার চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—

বিজলী। বলত আমি কে?—আমি তিন তিনবার চায়ের জল গরম করালেম—বাবুর শ্রান্তি আর দূরই হয়না—

বিজলীর হাত ধরিয়া বলিল

শরৎ। চল যাচ্ছি—

বিজলী। কে—কে?

শরৎ। আমি শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র চিন্‌তে পারছ না?

বিজলী। এ্যাঁ আপনি—তবে নির্ম্মল-দা কোথায়? এখানেইত ছিল—

শরৎ। দিবা-রাত্রইত এ কয়দিন সেই বদ্‌মায়েসটাকে নিয়ে আছ—

বিজলী। হাত ছাড়ুন আমার—

শরৎ। যখন দয়া করে এসে ধরা দিয়েছ—একটু আমার কাছে বসনা—

বিজলী। হাত ছাড়ুন বলছি—

শরৎ। ভাই হাত ধরলে বড় মধুর লাগে—আর আমি ছুঁলেই আজকাল তোমার গায়ে ফোস্কা পড়ে না?

বিজলী। ছাড় বলছি এখনও—নইলে?

শরৎ। নইলে?

বিজলী। আমি তোমায় গুলি করে মারব—

মুহূর্ত্তে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পিস্তল বাহির করিয়া গুলি করিতে উদ্যত—দয়া
যেন হঠাৎ মাটি ফুঁড়িয়া উঠিয়া তাহার হাত ধরিল

কে—কে ? মা—মা—দেখছ—দেখছ মা—অধম ইতরটার ব্যবহার—

দয়া তাহাকে টানিয়া বুকের মধ্যে লইলেন, তাহার নয়নে হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ
নির্গত হইতে লাগিল, তিনি অঙ্গুলী নির্দ্দেশে শরৎকে স্থান
ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন—বেগতিক দেখিয়া
শরৎ ইতিমধ্যেই সরিয়া পড়িয়াছে

তৃতীয় দৃশ্য

পিয়ানো সহযোগে বিজলী গাহিতেছে আঁখি-পল্লব অশ্রুসিক্ত

গীত

ওগো, উদাস পথিক—

আমার অশ্রু তোমার পিছন থেকে টানে।

ওগো আপন হারা

ওগো বাঁধন ছাড়া—(পাগল পারা)

আজ—পথটী তোমার পিছন্ আমার—কাঁদন ভরা গানে,

পথিক তোমার পথের পাশের—

ধূল-মাখা ফুল বুনো ঘাসের—

(তোমার) অসাবধানী আঘাতে তার হৃদয়ে-শেল হানে।

ঝড়ের বেগ দাও থামিয়ে, চাও গো বারেক ফিরে—

ধীরে ওগো ধীরে—

ফের ওগো ঘূর্ণী হাওয়া

চমক তোলা আসা-যাওয়া

তুমি 'চেনায়' ছেড়ে ছুটেছ আজ কোন অচেনার পানে?

ভজনের প্রবেশ

ভজন। দিদিমণি—একটী পণ্ডিত আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, ছোটবাবু বল্লেন আপনাকে খবর দিতে—

ত্বরিতে চক্ষু মুছিয়া

বিজলী। আমার সঙ্গে দেখা করতে! আচ্ছা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আয়—

ভজার প্রস্থান

বিজলী। না বলে চলে গেল, যাবার সময় একটী মুখের কথাও বলে গেল না—অথচ আমি তার জন্য—

দয়া চা লইয়া প্রবেশ করিল

বিজলী। কে? মা, আর চা আমি খাবনা—আমি চা খাওয়া ছেড়ে দিছি—

দয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিল—কেন ছাড়িয়াছে

বিজলী। নির্ম্মলদাকে কথা দিয়েছিলাম যে সে না এলে আমি চা খাবনা—কাল তিন তিনবার চায়ের জল গরম করে ঢেলে ফেলে দিয়েছি—চা খাইনি—আজও খাবনা, নির্ম্মল-দা না আসা পর্য্যন্ত আমি আর চা খাবনা—আমার কথার মূল্য আছে—আমি নির্ম্মলদা' নই—

ব্যথিত হৃদয়ে দয়ার প্রস্থান

বিজলী। চলে' যাবে তা আগে জানতেই দিলেনা! কি কপট এই পুরুষ জাত!

অন্যমনস্ক ভাবে পিয়ানো বাজাইতে লাগিল

কাল শরৎবাবুর পরে বড় বেশী রূঢ় হয়েছিলাম—অতটা রূঢ় হওয়া উচিত হয়নি—

উঠিয়া

এই যে আসুন প্রণাম—

প্রণাম করিলেন

কেশব চক্রবর্ত্তী ও শরৎবাবুর প্রবেশ

কেশব। চির সুখিনী হও মা—আহাঃ—দেখুন সুবোধ বাবু—

শরৎ। আজ্ঞে আমার নাম শরৎবাবু—

কেশব। হ্যাঁঃ শরৎবাবু দেখুন শরৎবাবু ঠিক স্বর্গগত কর্ত্তারই মুখ যেন

কর্ত্তাবাবুর বদন মণ্ডল খানিকে শ্মশ্রুগুম্ফ মুণ্ডিত করতঃ কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রী করণান্তর এই বালিকা কণ্ঠে আরোপ করা হয়েছে, আহা—হাঃ জয়যুক্তা হও মা— কিশোরী

কেশবের প্রতি

বিজলী। বসুন—

শরতের প্রতি

দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলেন কেন—? বসুন—

কেশব। হ্যাঁ বসুন সুবোধ বাবু—নাঃ—

শরৎ। আজ্ঞে দাসের নাম শরৎ—

কেশব। হ্যাঁ শরৎবাবু। অতি শৈশবে তোমাকে দেখেছি কিনা—তখন তোমাকে খোকা খোকা বলেই অভিহিত করতুম। প্রথমতঃ তোমাকে দর্শন করেত আমি চিনতেই পারিনি—কি নাম না? হ্যাঁ শরৎবাবু—বেশ নাম—দিব্য নামটী—হ্যাঁ মায়ের আমার নামটী কি?

শরৎ। ওর নাম কুমারী বিজলী প্রভা রায়—

কেশব। বেশ—বেশ—নাম নির্ব্বাচন সমীচিনই হয়েছে,—বিজলীর মতই বিদ্যুৎবরণা—বেশ—বেশ—

শরৎ। (জনান্তিকে) বেশী নয় সন্দেহ ক'রবে—

কেশব। যে ব্যপদেশে আমার এখানে আসা। স্বর্গীয় কর্ত্তাবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে, গত রাত্রে রাজনগর রেলষ্টেশনে আমার সঙ্গে দেখা হওয়াতে—তারই নির্দ্দেশমত আমি কয়েকটী কথা বহন করে এখানে নিয়ে এসেছি—

বিজলী। নির্ম্মলদার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে? কি বল্লেন তিনি? হঠাৎ চলে যাওয়ার কথা কিছু বল্লেন? কোনও বিশেষ বিপদ হয়েছে কি তার?

কেশব। বলছি ক্রমে ক্রমে বলছি—হ্যাঁ—সুবোধ—না, শরৎ বাবু একটু তাম্রকুট সেবনের ব্যবস্থা করা যায় ?—

বিজলী। ভজন—

ভজার প্রবেশ

শরৎ। ব্রাহ্মণের হুঁকায় তামাক দিয়ে যাওত'

ভজহরির প্রস্থান

(জনান্তিকে) খুব হুঁসিয়ার—বেজায় ধূর্ত্ত ! (প্রকাশ্যে) হাঁ নির্ম্মল বাবুর সঙ্গে আপনার কোথায় দেখা হ'ল চক্রবর্ত্তীমশায়।

কেশব। তীর্থপর্য্যটনের বাসনাটা এবার বড়ই প্রবলা হ'ল—সঙ্গে সঙ্গেই গৃহিণীকে নিয়ে "ত্বয়া হৃষিকেশ" বলে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তারপর বদরিক্ষেত্র, লছমোনঝোলা, হৃষিকেশ ত্রিবেণী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে মাস ছয়েক কাটিয়ে গৃহে প্রত্যাগমন বাসনায় যাত্রা করে ক'লকাতায় এসে উপনীত হলেম। তথা হইতে এই গণ্ড গ্রামে আগমনের উদ্দেশ্যে পথিমধ্যে রাজনগর ষ্টেশনে অপেক্ষা করছি যদি পরিচিত কারুকেও পাই—দেশের সংবাদটা আহরণ করব, এমন সময় দেখি আমাদের নির্ম্মল বাবু—সঙ্গে একটী কামিনী—

শরৎ। কামিনী ! এঁ্যা বলেন কি—স্ত্রীলোক ?

কেশব। হাঁ—কামিনী শব্দের অর্থ স্ত্রীলোকই বটে—স্ত্রীয়াংঈপ্।

শরৎ। ব্যাটা বিদ্যার জাহাজ ! (প্রকাশ্যে) স্ত্রীলোক ! বলেন কি, কে সে ?

কেশব। পরিধানে পট্টবস্ত্র—সীমন্তে সিন্দুররেখাশূন্য বিধবার বেশ—অথচ সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা—বয়ক্রমও ত্রিংশতের কিঞ্চিৎন্যূন বলে বোধ হ'ল—পদদ্বয়ে সুদৃশ্য পাদুকা—কৌতুহলী হয়ে রমণীর দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করতেই বোধহল যেন পরিচিত মুখশ্রী !

শরৎ। পরিচিত মুখশ্রী? কে—কে বলুন ত—

কেশব। ভাবছি কে এ নারী—কে এ নারী! এমন সময় মনে পড়ল—এ যে সেই পটলমনি।

শবৎ। পটলমনি! সে আবার কে—

কেশব। আহাহা—ঐ যে—ঐ বিজনপুরের হারানের বিধবা ভগ্নি—যাকে কুলত্যাগিণী করে নির্ম্মলবাবু অভিযুক্ত হয়েছিলেন—তারপর বংশের কলঙ্ক অপনোদন জন্য স্বর্গগত কর্ত্তাবাবু অজস্র অর্থ বৃষ্টি করে নির্ম্মলবাবুকে রাজদণ্ড হ'তে মুক্ত করেন—কেন সে বৃত্তান্ত কি তুমি অবগত নও শরৎ বাবু?—

বিজলী কাঠ হইয়া শুনিতেছেন—তাহার চোখের পলকটী পর্য্যন্ত পড়িতেছেনা

শরৎ। আজ্ঞে না—সে অনেক দিনেব কথা—তখন আমরা খুব ছোট—

কেশব। হাঁ—হাঁ—সত্য বটে—তখন তোমরা নিতান্ত শিশু—কিন্তু একটা বিবয় লক্ষ্য করলেম শরৎবাবু—এই বংশের সংস্কারটা পিতৃ-পিতামহের শোণিতের পবিত্রতা—বুঝেছ শরৎবাবু এটা একেবারে উপেক্ষার বিষয় নহে। নির্ম্মলবাবুকে এবং পটলমণিকে দর্শন করে জনতা সাগর অতিক্রম পূর্ব্বক আমি তাদের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতেই নির্ম্মলবাবু আমাকে দেখে ভয়ঙ্কর অপ্রতিভ হ'ল—যেন একটু অনুতপ্ত হয়ে মনে মনে বল্লে—"পৃথিবী, তুমি দ্বিধা হও—আমি তোমার গর্ভে বদন মণ্ডল লুক্কাইত করি—" কিন্তু সেই কুলত্যাগিণী রমণী সহাস্য-বদনে আমাকে বললে—"চিনতে পারেন চক্রবর্ত্তীমশায়"—আমি বল্লুম—"তুমি পটলমণি না?" সে আবার সহাস্যবদনে উত্তর করলে—"তবু যাহ'ক চিনেছেন দেখছি!" আমি তখন মনে মনে ভাবলেম যে এদের গন্তব্য স্থানটা জেনে যাই। আমি প্রশ্ন করলেম "কোথায় গিয়েছিলে এদিকে?" পটল কি বলতে যাচ্ছিল—নির্ম্মলবাবু ইঙ্গিতে তাকে নিষেধ করতেই সে থেমে গেল আর কিছু বললে না,—

শরৎ। তা হ'লে কোথায় গেল জানতে পারলেনা ?

কেশব। না জেনে কি আর এসেছি শরৎবাবু! লোক বলে বটে যে কেশব চক্রবর্ত্তী একটা বলীবর্দ্ধ শাস্ত্র আউড়ে আউড়ে তার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হয়েছে কিন্তু তা নয়। ওরা গিয়ে বাষ্পযানে আরোহণ করতেই—আমিও কৌতুহলী হয়ে একটু অন্তরালে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ক্ষণপরে নির্ম্মল টিকিট সংগ্রহ করবার জন্য টিকিট গৃহাভিমুখে প্রস্থান করলে আমি ধীরে ধীরে পটলমণির নিকট উপস্থিত হলেম— তারপর কথায় কথায় যা শুনলুম তাতে স্তম্ভিত হলেম শরৎবাবু।

শরৎ। কি—কি—

কেশব। সে সব শুনবার আর প্রয়োজন কি শরৎবাবু—থাক্—যেতে দাও—তারা আর শীঘ্র বঙ্গদেশে পদার্পণ করছেনা—বর্ম্মায় যাবে—

শরৎ। বর্ম্মায় চলে যাবে—দুজনেই ?

কেশব। হাঁ কলিকাতা গিয়ে তারা আর দেরী কর্ব্বেনা এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞাত হয়ে এসেছি। বঙ্গদেশ হতে তারা এককালীন যাতায়তের টিকিট ক্রয় করে এসেছে, সে টিকিটের নাকি আর দুই দিনের বেশী মেয়াদ নেই। পটলকে রাজনগরে জনৈকা পতিতা গৃহে রেখে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় কুলপাংশুল এই সপ্তগ্রামে এসেছিল—এখন আবার উক্ত পটল সমভিব্যাহারে ব্রহ্ম দেশে চলে যাচ্ছে—

শরৎ। বলেন কি! বর্ম্মা চলে যাবে! বর্ম্মা!

কেশব। আমার বাক্য কি তুমি অবিশ্বাস করছ শরৎ বাবু—

শরৎ। না—না—সে কি! নিজেকে আমি অবিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আপনার কথা—আপনার ন্যায় সত্যবাদী সদ্ব্রাহ্মণ এ অঞ্চলে আছে বলেত আমি জানি না—

কেশব। ব্রহ্মদেশেইত তারা ছিল কর্ত্তাবাবুর মৃত্যুর পর তোমাদের দেওয়ান জগন্নাথ দত্তই সংবাদ দিয়ে আনিয়েছিল—

শরৎ। জগন্নাথ তাদের সংবাদ দিয়ে আনিয়েছিল! বলেন কি?

কেশব। এই দেখলে কথাটা বলবনা ভেবেছিলেম—বলবার প্রয়োজনও ছিলনা—তুমি আমায় অবিশ্বাস করলে শরৎবাবু—তাতে আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হ'ল আর অনবধান মুহূর্ত্তে মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেল, এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বলেছেন "ষড়দোষাঃ পুরুষে হাতব্যা ভূতি মিচ্ছতা, নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়ং, ক্রোধ, আলস্যং দীর্ঘ সুত্রতা—

শরৎ। জগন্নাথ সংবাদ দিয়ে নির্ম্মলবাবুকে আনিয়েছিল! এ কথাটা যে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না চক্রবর্ত্তী মশায়—

কেশব। এই দেখত শরৎবাবু পুনর্ব্বার তুমি আমার বাক্য অবিশ্বাস করছ! তা হলেত এখনই আমার আদ্যোপান্ত সমস্ত সবিস্তারে বর্ণনা করতে হবে। যাক্ "যথা নিযুক্তোস্মি—তথা করোমি—হৃয়া হৃষিকেশ" যা করাচ্ছ তাই করছি। শোন হে, তোমাদের এই দেওয়ানজীর ইচ্ছা ছিল মা ঠাকরুণ দ্বারা জমিদারীর অর্দ্ধাংশ নির্ম্মল বাবুকে কবালা পত্র লিখিয়ে দেবে—

শরৎ। সে কি! অর্দ্ধেক জমিদারী কবালা—কেন—কেন?

কেশব। এই দেখত, তুমি স্বনামধন্য উকীলের ভাগিনেয়—নরাণাং মাতুলক্রম—জেরা করা আরম্ভ করলে, তবে ভায়া পরাস্ত করতে পারবেনা—আমি সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত হয়ে এসেছি—স্বর্গীয় কর্ত্তাবাবু নাকি মাত্র পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রায় নির্ম্মলবাবুর অর্দ্ধাংশ ক্রয় করেছিলেন যার বাৎসরিক মুনাফা বিংশ সহস্র মুদ্রা, দেওয়ানজী মা ঠাকুরুণকে বুঝিয়ে দিত যে স্বর্গীয় কর্ত্তাবাবুর নির্ম্মলবাবুর স্বত্তাংশ গ্রহণের কোনই অভিলাষ ছিলনা—মাত্র তার উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের জন্যই এইরূপ কোবালা সম্পাদন করিয়ে নেওয়া হয়েছিল—

শরৎ। দেওয়ানজী বল্লেই কি উনি বিশ্বাস করতেন?

অলক্ষিতভাবে দয়া আসিয়া বিজলীর নিকট দাঁড়াইল

কেশব। শুধু বাক্য কেন শরৎবাবু—প্রমাণও বর্ত্তমান।

শরৎ। কি প্রমাণ ?

কেশব। পৃথক একপ্রস্ত হিসাব পূর্ব্বেই প্রস্তুত হয়েছে—

শরৎ। পৃথক হিসাব! বলেন কি!

কেশব। যা বলছি শ্রবণ কর—বিস্মিত বা চমৎকৃত পশ্চাদ্ভব, দেওয়ানজী আরও দেখিয়ে দিতেন যে ব্যাঙ্কে যে টাকা আছে তা নির্ম্মল বাবুর, কর্ত্তাবাবু ঋণ স্বরূপ যে পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা দিয়েছিলেন তাহা গ্রহণ করে নির্ম্মল বাবুর অংশের এই কয়বৎসরের যাবতীয় মুনাফার টাকা তারই জন্য গচ্ছিত রেখেছেন।

বিজলী দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া নতনেত্রে বসিয়া রহিলেন—শরৎ ও কেশবের অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময়—দয়ার দৃষ্টি তাহা এড়াইল না

শরৎ। বলেন কি চক্রবর্ত্তী মশায়! তাহলে শুধু জমিদারী অর্দ্ধেক নয়—ব্যাঙ্কের লাখটাকাত উঃ কি ভয়ঙ্কর! জগন্নাথ দত্ত এত নীচ—কর্ত্তাবাবু দুধ কলা দিয়ে কি কাল সাপই পুষেছেন! উঃ কি ভয়ঙ্কর! এতে জগন্নাথের লাভ ?

কেশব। লক্ষ মুদ্রা!

শরৎ। লক্ষ মুদ্রা! অর্থাৎ Bank এর টাকা গুলি। ও তা হলে বখরা হয়েছে যে Bank এর টাকা জগন্নাথ নেবে—আর জমিদারীর অর্দ্ধাংশ নির্ম্মল নেবেন, এইত ?

কেশব। সরলার্থ এইরূপই বটে।

শরৎ। উঃ কি ভীষণ ষড়যন্ত্র! তা এটা কার্য্যে পরিণত করা হলনা কেন ?

কেশব। অন্তরায় ঘটেছে—

শরৎ। কিরূপ ?

কেশব। মতামতের জন্য সম্পাদক কিন্তু মোটেই দায়ী নহেন, দেখো শরৎবাবু—আবার মানহানীর মোকদ্দমা করনা—"দ্বারে জাগে হনু" ইতি পটলমণি।

শরৎ। তার অর্থ ?

কেশব। আত সহজ—সরল—স্বচ্ছ—জলবৎ তরলং—তোমার কথাই হচ্ছিল—তুমি পর্ব্বতের ন্যায় অটল—প্রস্তরের মত কঠোর—মরুর ন্যায় রসহীন—হনুর ন্যায় সজাগ প্রহরী! পূর্ব্বাহ্ণেই সন্দেহ করে তোমার মামাকে খবর দিয়ে কাগজপত্র সহ জগন্নাথকে তলব করিয়াছিলে—সুতরাং সুযোগের একান্ত অভাব—

শরৎ। ওঃ জগন্নাথ দত্তটা কি নেমকহারাম—যার খাচ্ছে—তারই সর্ব্বনাশের চেষ্টা করছে! দুঃখের কথা বলব কি চক্রবর্ত্তী মশায়! প্রজারা ঐ জগন্নাথের যোগে কতকগুলো জমি নাম মাত্র খাজনায় ফাঁকি দিয়ে খাচ্ছে—আমি তাই জানতে পেরে মামাকে দিয়ে সেই সমস্ত প্রজার নামে কতকগুলি কর বৃদ্ধির মোকদ্দমা করিয়েছিলেম—জ্বর হয়ে দুদিন মামা courtএ যেতে পারেন নি, সেই সুযোগে letate ঘর junior উকীল গিরীশবাবুর দ্বারা জগন্নাথ প্রজাদের বহতা খাজনায় মকররী স্বত্ব দিয়ে—ছোলে করিয়ে দিয়েছে—আমি তাই ওকে বলতে এলাম আর উনি আমার কথা শুনলেনই না—পরন্তু আমাকে অপমানিত করে দিলেন, যার জন্যে করি চুরি সেই যদি চোর বলে গাল দেয় তবে অন্তরে কি বিষম দুঃখ হয়—আপনিই একবার বিবেচনা করে দেখুন—এতে কি আর কাজে উৎসাহ থাকে। এই নির্ম্মলবাবু—মামার পত্রে কিছু কিছু আভাস পেয়ে গোড়া থেকেই আমি সন্দেহ করেছি—ওঁকেও সাবধান করছি—তা কি ক'রব? স্বাধীন ভাবেত কিছু করবারও আমার অধিকার নেই—যার জিনিষ সেই যদি লুটিয়ে দেয় আমরা কি কয়তে পারি—ওঃ কর

বৃদ্ধির মোকদ্দমাগুলো চালাতে পারলে দুশটা হাজার টাকা আয় বেড়ে যেত—

পুনরায় দৃষ্টি বিনিময়, এবারও দয়া তাহা দেখিল

কেশব। বুঝেছ শরৎবাবু, জগন্নাথের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিছু হয়েছে।

শরৎ। কি রকম?

কেশব। নির্ম্মল বাবুর ত আজকাল উপজীবিকা একরূপ ভিক্ষা, যাবার খরচ জগন্নাথের দিতে হযেছে—

শরৎ। বটে—বটে—

কেশব। তবে আর বলছি কি—! আরে নির্ম্মলেব পয়সা থাকলে কি এসব পটল আমায় বলত! পটলও চটে গিয়েছে কিনা? সে আমায় চুপি চুপি বল্লে শবৎবাবু,—যে, কুলত্যাগ করেছি একটু সুখে স্বচ্ছন্দে থাকব ব'লে, ব্রহ্মদেশে একবার পৌছতে পারলে ওকে আমি ত্যাগ করব, যাক্, কথায় কথায় বেলাও প্রায় শেষ হল'—এখন গাত্রোত্থান করা যাক—হাঁ শরৎবাবু—মা ঠাক্রুণকে আমার কিছু গোপনে বলবার আছে—নির্ম্মলবাবু আমায় নিভৃতে ডেকে একটা কথা ব'লে গিয়েছিল কিনা—তুমি ভায়া একবার একটু বাইরে যাও—(দয়াকে) আপনারও—ছুটী কন্যা—

শরৎ। তা বেশ আমি যাচ্ছি—

প্রস্থান

দয়া বিজলীর দিকে চাহিল ক্ষণকাল ভাবিয়া জনান্তিকে

বিজলী। আচ্ছা, কাছে থেক; যেন ডাকলে পাই—

দয়ার প্রস্থান

কেশব। নির্ম্মলবাবু ট্রেণে আরোহণ কালীন, আপনাকে দুটী কথা বলতে আমায় বিশেষ অনুরোধ ক'রে গিয়েছেন, তাই আজ প্রথমেই এখানে এসেছি, তিনি বলে দিয়েছেন যে সেদিন সন্ধ্যা বেলায় নৌকায় বেড়িয়ে

ঘাটে এসে তাঁর সঙ্গে আপনার যে কথা হয়েছিল—তা রক্ষা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব—তাঁর ফিরবার উপায় নেই—আপনার ন্যায় সহস্র প্রহরীও তাঁকে রক্ষা করতে পারবেনা—তিনি আর এ জন্মে বাঙ্গলায় ফিরবেন না—ফিরতে পারবেন না সুতরাং আপনারও চিরকুমারী থাকার প্রয়োজন নেই—

(বিজলী অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

এইমাত্র। আপনারা আসতে পারেন।

(শরৎ ও দয়ার প্রবেশ)

আমার কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে—এইবার শরৎবাবু—পথ প্রদর্শন কর—

শরৎ। আসুন—আসুন—

কেশব। ~~(যাইতে যাইতে)~~ কেমন শরৎ!

শরৎ। (যাইতে যাইতে) ওঃ চমৎকার! আমার তোমাকে মাথায় করে নাচতে ইচ্ছা হচ্ছে—আমি আড়ি পেতে সব শুনেছি—আমি সব দেখেছি—আমি সব জানি—কিন্তু আমিও এমন করে গুছিয়ে জুড়িয়ে তাড়িয়ে বলতে পারতেম না—তোমার ক্ষমতা বটে।

কেশব। আমাকে ত মোটে তুমি একবার বলেছ'—দেখ আমি কিছুই ভুলিনি—একটী নামেরও গোলমাল করিনি—আর শেষকালে যে খট্‌কা ধরিয়ে দিয়ে এসেছি তাতে আমি যা বলেছি তার একবর্ণও ওর অবিশ্বাস করবার যো নেই—আমি বাবা উকীলের মুহুরী—আমি কাঠ গোড়ায় উঠলে জাঁদ্‌রেল সব হাকিমদের মাথা ঘুরে যায়—ও ত একটা ছুট্‌কে ছুঁড়ী—

শরৎ। শেষে কি বল্লে হে?

কেশব। ঐ যেদিন নির্ম্মলেতে আর ওতে যে প্রহরী থাকা, চিরকুমার, চিরকুমারী থাকার কথা গোপনে হয়েছিল না—

শরৎ। হাঁ হয়েছিল—সেত আমি তোমায় সবই বলেছি—

কেশব। আমিও যে সব ঠিক মনে রেখেছি—এক বর্ণও ভুলিনি—এখন সুযোগ বুঝে সেই সমস্ত গোপন কথার দু একটা মর্ম্মচ্ছেদী শরক্ষেপ করে এলাম—সাধ্য কি যে ও আমাকে আর অবিশ্বাস করে? তুমি নিশ্চিন্ত থাক—এ দাঁও মেরেছ—রাজকন্যা সমেত রাজ্য নির্ঘাত তোমার মুঠোর ভেতর। তারপর জগন্নাথকে যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে তবেত প্যাঁচ আরও আঁটবে ভাল। এইবার আমার বিদায়টা—

শরৎ। চল—চল—ঐ শালী চাকরাণীটে আমাদের লক্ষ্য করছে—আচ্ছা শালী, একবার দিন পেয়ে নি—দেখব তোমাকে—

শরৎ ও কেশবের প্রস্থান

বিজলী সেই ভাবেই বসিয়া রহিল—তাহার যেন বাহ্য চেতনা নাই। দয়া তাহার নিকট আসিল—তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া চক্ষু মুদিয়া ক্ষণকাল যেন ভগবানকে ডাকিল তাহাকে রক্ষা করিতে—শেষে ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে বিজলী দয়ার মুখের দিকে ও পর মুহূর্ত্তেই উঠিয়া উদাস নেত্রে তাকাইল—দাঁড়াইল ও বলিয়া উঠিল—

বিজলী। আচ্ছা তাই হবে—

গবাক্ষের নিকট গিয়া ক্ষণকাল বাহিরে আলোকিত প্রান্তরের দিকে তাকাইয়া রহিল পরে নত নেত্রে ধীরে ধীরে কক্ষের মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল ও বলিল

অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই—আর কেউইত সে সব জানতনা—সে না বললে এ ব্রাহ্মণ কি করে জানল—সে যে পরস্ত্রী হরণ করেছিল

সেত নিজেই আমাকে বলেছে—সব জাল, সব প্রতারণা—সব জোচ্চুরি—উঃ পেতাম আজ একবার তাকে—

বুকের ভিতর হইতে পিস্তলটা বাহির করিল—
দয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল

দয়া কাকুতি মিনতি করিল—বিজলী সহসা হাসিয়া উঠিল উচ্চহাসি

কি? তুমি ভাবছ মা—আমি আত্মহত্যা করব! কেন মা—কিসের জন্য কার জন্য—সেই উচ্ছৃঙ্খল মাতাল পরনারী লুব্ধ কুল-কলঙ্কের জন্য—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—এত ছোট কি এখনও আমি আছি। তা নয় মা—পেতাম একবার সেই মিথ্যাবাদী প্রতারককে সম্মুখে—যাক—

পিস্তলটী টেবিলের উপর রাখিলেন

কিন্তু এও কি সম্ভব! বংশের সুসন্তান হবার জন্য সেই আকুল আকাঙ্ক্ষা—গত জীবনের দুষ্কার্য্যের জন্য সেই তীব্র অনুশোচনা—সেই সরল উদার—মনুষ্যত্বব্যঞ্জক মুখশ্রী কিন্তু কেমন করে এ ব্রাহ্মণকে অবিশ্বাস করব! হায় নির্ম্মলদা', কেন তুমি আমার নয়ন পথে এসেছিলে—কেন তুমি আমরণ আমার অপরিচিত থাকলে না—একি! আবার ভাবছি—সেই অপদার্থ মাতাল পরনারী আশক্ত বংশের কুসন্তানের কথা—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

অতি সন্তর্পণে চোরের মতন দেওয়ান জগন্নাথের প্রবেশ

একি! কে—কে? আপনি—এভাবে—এমন—

জগন্নাথ। চুপ—চুপ ছোট মা—

বিজলী। কেন—কেন? কি হয়েছে?

জগন্নাথ। শরৎ বাবুর প্ররোচনায় জেলায় বেণী বাবু নিকাশের জন্য

তলব দিয়েছিলেন, আমার যেতে দেরী হওয়াতে তিনি কাল রাত্রে নিজে এসেছিলেন—সেই কাল রাত্রেই তিনি আমার কাছে নিকাশ তলব করেন, নিকাশ নিয়ে শরৎ বাবুর পরামর্শ মত তিনি আমায় বরখাস্ত করেছেন, মালখানার বড় সিন্ধুকে নোটে টাকায় বিশহাজার টাকা জমা আছে। ব্যাঙ্কে রেখে আসার সময় পাইনি। শরৎবাবু তাই জানতে পেরে মালখানার চাবীর জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন—তোমার কাছে গোপন করবনা মা—বিশেষ লাঞ্ছিতও হয়েছি—যাক, সে কথা বলবার সময় এখন নয়—তাঁর ইচ্ছা টাকাগুলি হাত করে তোমাকে একেবারে মুঠোর ভিতর আনা—তাই আমি তাকে চাবী দেইনি—শরৎবাবু চাবীর জন্য আমায় কাল থেকে একরকম নজরবন্দী করে রেখেছে—তাই খিড়কির দোর দিয়ে পালিয়ে এসেছি—শরৎবাবু বেণীবাবুকে দিয়ে এই চাবী নিজের হাতে নেবার চেষ্টা করছেন, সরল প্রকৃতি বেণী বাবু, শরৎ বাবুর অভিসন্ধি কিছুই বুঝতে পারেন নি। এই নাও মা এই চাবী, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তোমার পিতা, আমার স্বর্গগত মনীব—আমার হাতে দিয়েছিলেন—আজ তাঁর কন্যা তুমি—তোমার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই—নাও মা—নাও—

বিজলী। এর অর্থ?

জগন্নাথ। আগে চাবী নাও, তারপর সব বলছি—ধর মা—ধর তারা এলো বলে—

বিজলী। রাখুন ঐ টেবিলের উপর—

জগন্নাথ। খুব সাবধানে রেখ মা কর্ত্তা সাহেব-বাড়ী থেকে ফরমাইজ দিয়ে তালা আনিয়েছিলেন—কা'র সাধ্য নেই যে সে তালা ভাঙ্গে—খুব সাবধানে চাবী রেখ—সিন্ধুকে বিশহাজার টাকা—

বিজলী। আচ্ছা আমি সাবধানে রাখব—কিন্তু এ-সবের অর্থ কি দেওয়ান

কাকা—কথা বলছেন না যে—বলুন শরৎ বাবুর উদ্দেশ্য কি ? বলুন—

জগন্নাথ। বলা আমার উচিৎ নয় মা—হাজার হলেও আমি তোমাদের চাকর বইত না—তবে যখন তুমি পীড়াপীড়ি করছ, এর উদ্দেশ্য তোমাকে এমনভাবে মুঠোর মধ্যে আনা যাতে তুমি কোন ক্রমে তার হাতছাড়া হতে না পার, নিকাশের জন্য কাগজ পত্র সব তাঁর মামার বাসায় নিয়ে পরীক্ষা করাবেন বলে সেগুলি সব নৌকায় নিয়ে রেখেছেন। সেগুলি হস্তগত হ'ল—এখন মালখানার চাবী হলেই সব হয়।

বিজলী। এসব করবার দরকার কি তাঁর ? আমি ত জমিদারী দেখার সম্পূর্ণ ভার তাদের হাতেই দিযেছি—

জগন্নাথ। তা দিয়েছ সত্য কিন্তু এই ব্যবস্থা যাতে স্থায়ী হয়ে থাকে তাই করা তাঁর উদ্দেশ্য—

বিজলী। আপনার কথা আমি বুঝতে পারলেম না—

জগন্নাথ। শরৎ বাবুর সঙ্গে যদি ভগবানের ইচ্ছায় তোমার বিয়ে হয় তবে ত সব দিকেই মঙ্গল হয়। আর যদি তা না হয় তবে এ ব্যবস্থাত আর টিকবেনা। তাই তিনি এমন ভাবে সব আট ঘাট বেঁধে অগ্রসর হতে চান যাতে এ ব্যবস্থার আর অদল বদল না হয়।

বিজলী। অদল বদল হতে পারে এমন সন্দেহ কিসে তাদের মনে হ'ল—

জগন্নাথ। তা ঠিক বলতে পারিনা তবে বেণী বাবুর কথায় যা বুঝলেম তাতে তাঁর এ ধ্রুব বিশ্বাস জন্মেছে যে এ বিবাহ যাতে না হয় আমি তার চেষ্টা করছি—তাঁদের বিরুদ্ধে আমি তোমাকে উত্তেজিত করছি—ইদানিং কয়েকদিন শরৎ বাবুর সম্বন্ধে তুমি নাকি আমারই প্ররোচনায় খুব উদাসীন ভাব দেখাচ্ছ—এই আমার উপর তার আক্রোশের কারণ—

বিজলী। এই কারণ?

জগন্নাথ। হাঁ ছোট মা—

বিজলী। এই কারণ! শুধু এই জন্য বেণী বাবু আপনাকে কার্য্য থেকে বরখাস্ত করেছেন—

জগন্নাথ। মা, এই তিন পুরুষ তোমাদের নিমক খেয়ে বেঁচে আছি—আমার স্বর্গগত মনীব আমাকে জানতেন—এ ভিন্ন বরখাস্ত হবার মত কোন অপরাধইত তোমার এ বুড়ো ছেলে করেনি মা!

বিজলী। কিন্তু—

জগন্নাথ। বল মা কিন্তু কি—বল মা—প্রকাশ করে বল—মনে যদি কোন দ্বিধা এসে থাকে আমাকে বল—আমি প্রাণপণে তা দূর করতে চেষ্টা করব—তিন পুরুষের চাকরী হারিয়ে আজ আমার যে দুঃখ হয়েছে তা আমি অবলীলাক্রমে সহ্য করতে পারছি—ভেবেছিলাম এই ভাবেই বুঝি দিন কাটবে—তাই কখনও ভবিষ্যতের চিন্তা করিনি—বৃদ্ধ বয়সের কোন সংস্থানই রাখিনি—নেহাৎ দুরদৃষ্ট আমার—নইলে অমন মনীব আমার কেন অকালে চলে যাবেন? যাক, তার জন্য কোন দুঃখ নেই—আগে দুধ ভাত খেয়েছি—এখন না হয় শাক ভাতই খাব, উপবাস করব—তার জন্য আমার কোন দুঃখ নেই—কিন্তু মা আমার সম্বন্ধে কোন কারণে যদি তোমাদের মনে কোন দ্বিধার ভাব থাকে তবে সে দুঃখ আমার মরণাধিক হবে—আমি সহ্য করতে পারব না—

বিজলী। হুঃ—(স্বগত) কাকে বিশ্বাস করব—কেমন করে মনে করব যে এই সরল উদার চিরবিশ্বাসী কর্ম্মচারী যাকে অকপটে আমার বাবা বিশ্বাস করে এসেছেন—সহোদরাধিক স্নেহ করে এসেছেন—সে আজ আমার স্বার্থের বিরোধি কোন হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত—কিন্তু—নাঃ—একটা সমস্যা—নির্ম্মলদা' যদি না বলবে তবে আমাদের মধ্যে

সেদিন যে কথা হয়েছিল তা কি করে ঐ চক্রবর্ত্তী জানল—প্রাণ চায় না—তার সেই জঘন্য উপন্যাস বিশ্বাস করতে—কিন্তু এই সমস্যার ত কোনই মীমাংসা পাই না—বেশ কথা দেওয়ান কাকাকে জিজ্ঞাসা করলে ত কতকটা বোঝা যাবে—(প্রকাশ্যে) দেওয়ান কাকা আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে—

জগন্নাথ। বেশ ত মা জিজ্ঞাসা কর—

বিজলী। কেশব চক্রবর্ত্তীকে আপনি চেনেন ?

জগন্নাথ। কেশব চক্রবর্ত্তী! কেশব চক্রবর্ত্তী! কই না—আমি ত চিন্‌তে পারছি না—

বিজলী। এ অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বড় শাস্ত্রজ্ঞ আচারবান পণ্ডিত—

জগন্নাথ। এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শাস্ত্রজ্ঞ আচারবান পণ্ডিত—কি নামটা বল্লে মা—

বিজলী। কেশব চক্রবর্ত্তী—

জগন্নাথ। শাস্ত্রজ্ঞ আচারবান পণ্ডিত কেশব চক্রবর্ত্তী! না—মা—ও নামের কোন পণ্ডিত এতদ্দেশে নেই।

বিজলী। বেশ করে ভেবে উত্তর দিন—

জগন্নাথ। মা, তোমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের আশীর্ব্বাদে ও অনুগ্রহে এ অঞ্চলের মূর্খই হউন আর পণ্ডিতই হউন—ধনীই হউন আর নির্ধনীই হউন—জগন্নাথ দত্তের অপরিচিত কেউ নেই। পণ্ডিত এদেশে মাত্র দুজন আছেন—এক ভারতী মহাশয়, আর ব্রজকাণ্ড স্মৃতিরত্ন তাঁরা তোমার জমিদারী থেকে বাৎসরিক বৃত্তি পান।

বিজলী। তবে, আচ্ছা, নির্ম্মলদা—হাঁ দেওয়ান কাকা, এই জমিদারীর অর্দ্ধেক নির্ম্মলদা'র— কি বলেন ?

জগন্নাথ। হাঁ একটা কথা মা, কথাটা ছোট বাবু এখানে থাকতে থাকতে

কয়দিন আমি তোমাকে বলব বলব মনে করেছিলেম, কিন্তু নানা কারণে বলা হয়নি—আজ আমি যখন চাকরী ছেড়ে যাচ্ছি তখন আমার কর্ত্তব্য স্বর্গগত কর্ত্তা মহাশয়ের ইচ্ছাটা তোমায় জানিয়ে যাওয়া—

বিজলী তাহার দিকে চাহিলেন—জগন্নাথ বসিলেন—কয়েকবার ইতস্তত করিলেন, তারপর বলিলেন।

শোন মা ছোট বাবুর জমিদারীর অংশ কর্ত্তাবাবু কবলা করে নিয়েছিলেন সত্য কিন্তু জমিদারী নেবার তাঁর ইচ্ছা ছিল না—তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করাই কর্ত্তাবাবুর উদ্দেশ্য ছিল—

বিজলীর ললাট কুঞ্চিত হইল

কর্ত্তাবাবু বেঁচে থাকতে যদি ছোট বাবু ফিরে আসতেন তবে ছোট বাবুর অংশ তিনি ফিরিয়ে দিতেন—

বিজলীর বদমণ্ডল আরও কুঞ্চিত হইল

সেইজন্যই কর্ত্তাবাবু দুই প্রস্ত হিসাব বরাবর প্রস্তুত করিয়ে এসেছেন—

বিজলী। (স্বগত) ঠিক অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে!

জগন্নাথ। সেইজন্যই নির্ম্মল বাবুর অংশের আয় থেকে ধার দেওয়া পঁচিশ হাজার টাকা কেটে নিয়ে, বাকী টাকা কর্ত্তাবাবু বরাবর ব্যাঙ্কে জমিয়ে এসেছেন—তাঁর ইচ্ছা ছিল এই টাকাও তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া—

বিজলী। উঃ বর্ণে বর্ণে মিল—একেবারে বর্ণে বর্ণে মিল—আর অবিশ্বাস নেই—কেশব চক্রবর্ত্তী সত্য কথাই বলেছে। উঃ এত নীচ সেই নির্ম্মল। আর এত বড় ভণ্ড বিশ্বাসঘাত এই বৃদ্ধ! আচ্ছা তাকে

না পেলেও এই বৃদ্ধকে ত পেয়েছি—ছাড়ব না—হাতে হাতে আমি একে শিক্ষা দেব (প্রকাশ্যে) দেওয়ানজী !—

জগন্নাথ অবাক হইয়া বিজলীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, বিজলীর নাসারন্ধ্র ক্রোধে ক্ষোভে কম্পিত হইতেছে—শোণিত লোলুপ শার্দ্দুলের মত তাহার চক্ষু দুইটী জ্বলিতেছে।

কোথায় নির্ম্মল বাবু ? (জগন্নাথ নিরুত্তর)—আমার কথা শুনতে পাননি—উত্তর দিন কোথায় নির্ম্মল বাবু ? চুপ করে থাকলে আজ আমার হাত থেকে নিস্তার পাবেন তা মনে করবেন না। বলুন—আমি জানি—কোথায় নির্ম্মল বাবু, আপনি জানেন—

জগন্নাথ। সঠিক বলতে পারি না মা—

বিজলী। যতটুকু জানেন তাই বলুন—

জগন্নাথ। আমাকে তার পত্র লেখার কথা ছিল—কিন্তু কোন সংবাদই তিনি আমাকে দেন নি—

বিজলী। কোথায় গিয়াছেন তিনি ? বলুন—জবাব দিন—কোথায় গিয়েছেন তিনি ?

জগন্নাথ। মা—

বিজলী। বৃথা চেষ্টা, আমাকে ভুলাতে পারবেন না—উত্তর দিন—কোথায় গিয়েছেন নির্ম্মল বাবু—

জগন্নাথ। আমি তার কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছি সে কথা গোপন রাখতে—

বিজলী। হুঃ, প্রতিশ্রুত হয়েছ তুমি সে কথা গোপন রাখতে ! পাকা চুল মাথায় করে খাসা চা'ল চালতে গিয়েছিলে ! উঃ এখনও তুমি আমার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছ ? তোমাকে না বৃদ্ধ, আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব সহোদরের অধিক স্নেহ করতেন--তোমাকে না অকপট বিশ্বাস করতেন—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—কেন তুমি ব্যাঙ্কের

এক লাখ টাকা আমার কাছে চাইলে না—আমি ত হাস্‌তে হাস্‌তে তোমাকে তা দিতাম, কেন চেয়ে নিলে না! কেন নির্ম্মলবাবুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে গেলে- জমিদারীর অর্দ্ধেক কি—নির্ম্মলদা'কে যে আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব দিতাম—তার চাইতেও হত না—এমনি দিতাম—এত ভাল আমি তাকে বেসেছিলাম—কেন, কেন তোমরা এই প্রতারণা করলে—কেন শরৎ মিত্রের কাছে আমার উঁচু মাথা হেঁট করালে—আজ সে আমাকে ব্যঙ্গ করে চ'লে গেল—উঃ—তার চেয়ে তোমরা দুজনে আমাকে গলাটিপে মেরে ফেললে না কেন --

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

জগন্নাথ। মা—মা -- কি বলছ মা—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি মা—

বিজলী। আবার ন্যাকা সাজছ! কিছু বুঝতে পারছ না—কিছু জাননা তুমি! বটে! আচ্ছা নির্ম্মল রায়ের খাবার খরচের টাকা কে দিয়েছে?

জগন্নাথ। তাঁর কাছে টাকা ছিল না তাই আমার কাছ থেকে—

বিজলী। অক্ষরে অক্ষরে বর্ণে বর্ণে মিলে যাচ্ছে—আর দ্বিধা নেই—আর অবিশ্বাস নেই—আর সন্দেহ নেই—নিমকহারাম শয়তান—এই তোর নিমকহারামির শাস্তি!—

ত্বরিতে টেবিলের উপর হইতে পিস্তল তুলিয়া লইয়া গুলি করিতে গেলেন, দয়া ছুটিয়া তাহার হাত ধরিল।

ছাড়—ছাড়—কি ছাড়বি না—নীচ পরিচারিকা তোর এত দূর স্পর্দ্ধা—!

বলিতে বলিতে বিজলী উত্তেজনাবশে মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, হাতের পিস্তলটী মাটীতে পড়িয়া গুড়ুম করিয়া আওয়াজ হইয়া প্রাচীর গাত্রে গুলি প্রবেশ করিল, দয়া বিজলীর নিকট বসিয়া তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল।

জগন্নাথ। একি! একি! ওরে কে আছিস—জল—জল—পাখা, পাখা—

দয়া। চুপ—গোল কর না—ভয় নেই—নির্ম্মল কোথায়?

(জগন্নাথ অবাক হইয়া দয়ার দিকে চাহিয়া রহিল)

শীঘ্র বল—কেউ এসে পড়বে—

জগন্নাথ। তুমি না বোবা—

দয়া। আহম্মক, শীঘ্র বল—নির্ম্মল কোথায়?

জগন্নাথ। ক'লকাতায় এতক্ষণ বোধহয় জেলে।

দয়া। জেলে! কেন?

জগন্নাথ। দশ হাজার টাকার দেনার জন্য—

দয়া। মালখানা থেকে দশ হাজার টাকা নিয়ে যাও—শীঘ্র তাকে নিয়ে এস—

জগন্নাথ। মালখানা থেকে আমি টাকা আনব কি করে? শরৎ বাবু সেখানে আছেন—

দয়া। আচ্ছা, মাঝ রাত্রে ঝিলের পাশের ঐ পাহাড়ের কাছে এস—আমি টাকা এনে দেব।

জগন্নাথ। তুমি? কে তুমি?

দয়া। চুপ।

(জগন্নাথ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়াছে—অবাক হইয়া দয়ার মুখের দিকে চাহিয়া আছে—ব্যস্তভাবে শরৎ মিত্রের প্রবেশ)

শরৎ। কি? কি! পিস্তলের শব্দ শুনলাম যেন—একি! একি! খুন!—খুন!

জগন্নাথ। না—না—মূর্চ্ছা গিয়েছেন—

শরৎ। কে? ওঃ শালা বুড়ো বদমায়েস মালখানার চাবী না দিয়ে তুমি

এখানে এসে পালিয়েছ—মামা তোমাকে খুঁজে হয়রাণ—কোথায় চাবী শুয়ার—

দয়া ত্রস্তে উঠিয়া টেবিলের উপর হইতে চাবী লইল—তাহার হাতে চাবী দেখিয়া শরৎ বলিল

এই যে—এই যে মালখানার চাবী—দাও—

দয়া নির্ব্বিকার ভাবে তাহা তাহার বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকাইল

কি দিলে না—দাও বলছি—তবে রে শালী—চাকরাণীর এত বড় স্পর্দ্ধা—ফেল চাবী হারামজাদী—

দৃপ্তা সিংহিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া দয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশে শরতকে বাহির হইয়া যাইতে দরজা দেখাইল—শরৎ তাহাকে আক্রমণ করিতে যাইয়া—তাহার সেই মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় মধ্যপথে দাঁড়াইয়া রহিল

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিজনের বৈঠকখানা

(সজ্জিত চেয়ার টেবিল, পার্শ্বে আলমারী তাহাতে রক্ষিত আইনের পুস্তক। বাম পার্শ্বে একখানি বেঞ্চ, দক্ষিণ পার্শ্বে একখানি তক্তপোষের উপর মুহুরী নিবিষ্ট মনে কি লিখিতেছে। পিছন দিকে আলমারীর পার্শ্বে অন্দরে যাইবার দরজা। দরজা খোলা একটী সুদৃশ্য পর্দ্দা ঝুলিতেছে, চেয়ারে বিজন উপবিষ্ট—তাহার চিত্ত অস্থির মাঝে মাঝে লিখিতেছে এবং দেওয়াল স্থিত ঘড়ির দিকে চাহিতেছে, বেলা দশটা)

বিজন। নাগোরলাল যমুনালালকে অনেক বলে ক'য়ে কোন মতে টাকা দেবার জন্য মাত্র একটী দিন সময় পেয়েছি, ভরসা—যদি কোন রকমে নির্ম্মল টাকাটা নিয়ে এসে পৌঁছায়, (ঘড়ির দিকে চাহিয়া।) তা হ'লে এ ট্রেণেও এলো না, আর ট্রেণ সে সন্ধ্যা ৫টায় (ক্ষণপরে) বিপদ হয়েছে কিছু নিশ্চয়,—নইলে একটা কিছু খবর পেতামই

(চিন্তিত ভাবে উঠিয়া বাহিরে রাস্তার দিকে চাহিয়া পরে পদচারণা করিতে করিতে)

কি সর্ব্বনাশ! এখন টাকার যোগাড় কোত্থেকে করব?

(অন্দরে পর্দ্দা ঈষৎ উন্মুক্ত হইল—একটী বালিকার মুখ অর্দ্ধেক বাহির হইল—বালিকা ডাকিল—"বাবা বেলা হয়ে গেছে—স্নান করে খাবে এস"—মুখখানি অদৃশ্য হইল)

যাচ্ছি মা, সুস্থ থাকলে নিশ্চয়ই সংবাদ দিত (সহসা) গোপাল, রাস্তার মোড় থেকে সেই কাবুলীটাকে—কি নাম না?—হ্যাঁ—আব্দুল,—আব্দুলকে আমার নাম করে ডেকে নিয়ে এস।

মুহুরী। (লিখিতে লিখিতে) যাচ্ছি—

বিজন। শৈশব সুহৃদ সে আমার—তার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত আমার সুপরিচিত। তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের প্রত্যেক ধাপটী পর্য্যন্ত আমার সুপরিজ্ঞাত, শুধু একটা জেদের—একটা খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে—সে তার সমস্ত জীবন নিষ্ফল করে দিল, কিন্তু এখন উপায়! কি করব?—এক আধ টাকা ত নয়—দশ দশ হাজার টাকা? এ আমি আধ ঘণ্টার ভিতর কোত্থেকে যোগাড় করব?—কই গেলে না?

মুহুরী। (লিখিতে লিখিতে) এই যাই

বিজন। আমার throughতে কাবুলীটা অনেক কারবার করেছে—কয়েকটা দিনের জন্য টাকাটা ধার দেবে না?—নিশ্চয় দেবে, তার পরে এক রকম করে তার টাকাটা শোধ করে দেব—কই, গেলে না তুমি?—

মুহুরি অপ্রতিভভাবে উঠিয়া বিজনের নিকট হাত পাতিল

বিজন। কি চাও?

মুহুরী। আজ্ঞে, টাকা।

বিজন। টাকা! টাকা কি হবে?

মুহুরী। আজ্ঞে কি আনতে হবে বল্লেন না?

বিজন। তোমার মাথা!—গলির মোড় থেকে আব্দুল কাবুলীকে ডেকে আনতে হবে।

মুহুরি। ওঃ—

সপ্রতিভ ভাবে প্রস্থান

বিজন। কিন্তু দশ হাজার টাকা কি সে আমাকে বিশ্বাস করে দেবে? আর অত টাকা তার কাছে আছে কিনা তাই বা কে জানে?

নেপথ্যে—"বাবা"

যাই, যাবে আর আসবে বলে গেল—অথচ কোন সংবাদ নেই, এরই বা কারণ কি? যাই দেখি সুধার হাতে যদি কিছু থাকে।

অন্দরে প্রস্থান।

নেপথ্যে—মোটরে হর্ণ শোনা গেল

বিজনের ব্যস্ত পুনঃ প্রবেশ—সম্মুখ দিক হইতে শরতের প্রবেশ

বিজন। ওঃ আপনি! নমস্কার, কি সংবাদ?

শরৎ। নমস্কার! এই যাচ্ছিলাম এই পথে—একটু দেখা করতে এলাম।

বিজন। (হতাশভাবে) বসুন—আসছি এক্ষুণি।

অন্দরে প্রস্থান

শরৎ। (স্বগত) মণিহারা ফণির মত ছট্‌ফটাচ্ছ কেন চাঁদ? টাকা যোগাড় করার চেষ্টায় আছ বুঝি! দেখ—ঘুরে ফিরে দেখ—ভিক্ষের ঝোলা কাঁধে নাও, শালা Petty উকীল! দশ হাজার টাকা যোগাড় করবে তুমি—করো—একটু দেখে যাই—জগন্নাথ শালাকেও আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছি। এতক্ষণ শালা নিমতলায়, সমস্ত পথ, সমস্ত ট্রেন, শালার সঙ্গে সঙ্গে ডিটেকটিভের মত এসেছি—কোথাও একটু সুযোগ পাই নি, কলকাতায় নেমে শালা হেঁটে পাড়ি দিয়ে পয়সা বাঁচাবে মনে করেছিল, আমিও ট্যাক্সিওয়ালাকে নগদ ঝক্‌ঝকে দশখানি নোট দিয়ে ধীরে ধীরে পেছন পেছন আসছিলাম -যাই শালা রাস্তা cross করতে গেল, অমনি ফস্ করে মোটরের motion বাড়িয়ে দিয়েছি শালার উপর দিয়ে চালিয়ে, এতক্ষণ বুড়োর গঙ্গা-

প্রাপ্তি হয়েছে। আহা শালা—মা গঙ্গার কোলে তোকে আমিই বুড়ো বয়সে আশ্রয়টা দেওয়ালাম—আশীর্ব্বাদ করিস—যেন বিয়েটা শীঘ্র শীঘ্র হয়ে যায়। তার পর দেখ্‌ব বিজলী—দেমাক কতখানি! বুড়োটার দশ হাজার টাকা ছিল—টাকাটা পাওয়া গেল না এই যা। তা আর কি করব? নেমে টাকা আনতে গেলে তখনই ধরে পুলিশে দিত। গাড়ীর নম্বরটা যদি টুকে নিয়ে থাকে কেউ—তবে সোফেয়ার বেটার কিছু জরিমানা হবে, তা ত হবেই। দশ দশ খানা নোট গিলেছ—খান পাঁচেক তার ওগরাও শিখ বাবাজী,—নইলে বদ্‌হজম হবে যে।

বিজনের প্রবেশ হাতে একটী গহনার বাক্স

বিজন। বসিয়ে রেখেছি শরৎবাবু, মাপ করবেন, আমি বড় বিপদে পড়েছি। একটু বাইরে যাব—যাব আর আসব।

শরৎ। আহাহা! বিপদে পড়েছেন! আচ্ছা তা আসুন না (স্বগত) শালা গহনা বন্ধক রাখতে যাচ্ছে, কেমন মজা, (প্রকাশ্যে) ওটা কি? দলিলের বাক্স? মক্কেলের দলিল বুঝি?

বিজন। হ্যাঁ।

বাহিরে প্রস্থান

শরৎ। (স্বগত) ও দলিলগুলি বুঝি তোমার স্ত্রীর গায়ের দলিল। চুড়ি, হার, তাগা ইত্যাদি সব পাট্টা কবুলিয়ত?

মৃদু মৃদু হাস্য

মুহুরীর প্রবেশ

মুহুরী। আস্‌ছে—বলে "যাতা হায়"

শরৎ। কে?

মুহুরী। (নমস্কার করিয়া) আজ্ঞে আমি মনে করেছিলাম বাবু।

শরৎ। কেন, আমি কি বাবু নই?

মুহুরী। আজ্ঞে, আমি মনে করেছিলাম আমাদের বাবু। আপনি?

শরৎ। আমি—এই কয়েকটা মামলা আছে আমার, তাই—

মুহুরী। বসুন,—বাবু ভিতরেই আছেন—এই যাচ্ছি—

শরৎ। বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে, বাইরে গেছেন—আস্‌ছেন।

মুহুরি। তামাক-টামাক?—

শরৎ। না, সিগারেট আছে।

নিজে একটা ধরাইলেন ও মুহুরিকে একটা দিলেন, মুহুরি সিগারেটটী কপালে ঠেকাইয়া শরতের দিকে পিছন ফিরিয়া সজোরে টানিতে লাগিল দুই-চার টানেই সিগারেটটী পুড়িয়া গেল

মুহুরি। আজ্ঞে, এগুলো বড় ছোট—টান পোষায় না। কল্কি না হলে কি—

কাবুলীওয়ালার প্রবেশ

কাবুলী। (ভাঙ্গা হিন্দিতে) বাবু কাঁহা?

মুহুরি। থোড়া একটু বৈঠ—বাবু আসছেন হায়।

শরৎ। কিসিকো ওয়াস্তে আয়া খাঁ সাহেব?

কাবুলী। বাবু বোলায়া কিসিকো ওয়াস্তে হাম নেই জান্‌তা—

শরৎ। তোম্ রূপেয়া দাদন দেতা হায়—নেই?—

কাবুলী। হ্যাঁ বাবু, লেকিন—

শরৎ। তোম আভি যাও—আউর দো ঘণ্টা বাদ্ ফিন্ আও। বাবুকো সাত্ মুলাকাত হোগা, (স্বগত) এসে বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিস বেটা কাবুলী—বাবু ততক্ষণ Courtএ—

কাবুলী। বহুৎ আচ্ছা বাবু। সেলাম।

প্রস্থান

মুহুরি। বাবু ডেকে আন্‌তে বলেছিলেন—আপনি বিদায় করে দিলেন। বাবু আমাকে বক্‌বেন।

শরৎ। তা হলে ওকে ডেকে বসাও আমি উঠি।

মুহুরি। আজ্ঞে সে কি কথা!

শরৎ। ঐ কথা, কাবলীর গায়ে কি বিশ্রী গন্ধ! তেষ্ঠানই দায় হয়ে উঠেছিল। বেশ বলছিলাম তোমার সঙ্গে দুটো সুখ দুঃখের কথা—মাঝখানে এসে উপস্থিত এক ষণ্ডামার্ক কাবুলী। হ্যাঁ, তারপর কি কথা হচ্ছিল, সিগারেট আর একটু লম্বা না হলে তোমার মানায় না—না? আচ্ছা আমি London W. D. & H. O. wills Companyর কাছে লিখে পাঠাব, সাম্‌নের চালান থেকে তোমার জন্য special আর একটু লম্বা করে পাঠাতে,—এই ইঞ্চি খানেক—কি বল? আর একটু ঈষৎ মোটা—

মুহুরি। আজ্ঞে আপনি বোধহয় ঠাট্টা করছেন?

শরৎ। (স্বগত) সেটাও বোধ হয়? (হাসিয়া) তুমি বুঝি বাবুর মুহুরী?

মুহুরি। আজ্ঞে।

শরৎ। নামটি?

মুহুরি। আজ্ঞে শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ।

শরৎ। বেশ, বেশ। তা এতে কি রকম হয় টয়?

মুহুরি। আজ্ঞে, তা হয় একরকম।

শরৎ। বাবু শুনেছি, তোমার দিকে মোটেই তাকান না।

মুহুরি। আজ্ঞে, তাকানও আবার তাকানও না—

শরৎ। তাকানও—আবার তাকানও না সে কি রকম?

মুহুরি। আজ্ঞে তাই, এই আমার মাঝে মাঝে দুই একটী ভুলচুক হয় কি/না—তাই বাবু মাঝে মাঝে আমার দিকে চোখ দুটো মোটা করে

তাকান তখন আমার বুক শুকিয়ে যায়। আর যদি মক্কেলের খরচের হিসাব টিসাব ধরেন তখন আমার দিকে মোটেই তাকান না—সেইজন্য বলছিলাম।

শরৎ। সে দিন ও জামিনটায় কত পেলেন ?

মুহুরি। আজ্ঞে কোন জামিনটায় ?

শরৎ। ঐ যে সে—সেদিন দেখলুম—নির্ম্মল না কি একটা ছেলের জামিন হচ্ছ।

মুহুরি। ওঃ। তিনি বাবুর বন্ধু,—পয়সা কড়ি কিছু পেলামই না কেবল খাটুনি সার। সে case এর তারিখ কাল ছিল আবার আজকে আছে, তা সে warrant এর দায়িক ত পগার পার, এখন বাবুরই হাতে দড়ি পড়ার অবস্থা হয়েছে।

শরৎ। সে কি! কেন, কেন? এইত সেদিন তাঁর কাকার বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা—তাঁর কাকা মারা গিয়েছেন—তাই টাকা সংগ্রহ করতে না পেরে অনেক দিন আগে ফিরে এসেছেন। এসে দেখা করেন নি! সে কি! বন্ধুকে এই বিপদে ফেলে—না—না তিনি এসেছেন—তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি—। সে কি হতে পারে—ভদ্র-লোকের ছেলে—

মুহুরি। কি জানি মশায়, ভদ্রলোকের না কি লোকের ছেলে, বিলিতি গঙ্গাজল কিনে আন্‌তে আন্‌তে আমার জুতোর ত হাফ্‌সোল দুখানি খয়ে গেছে—

শরৎ। আহাহা, তাইত গরীব মানুষ! ঐ জুতো জোড়াটা বুঝি? বেশী পুরানো হয়নিত'—

মুহুরি। না বেশী দিন হয়নি, যেবার প্রথম কলকাতায় আসি সেইবার কিনেছি। এই বছর তিনেক—না চারেক। না—চা'র বছর ত বাবুর মেয়েরই বয়স—এই বছর পাঁচেক হবে—

শরৎ। (স্বগত) তা হলে নাগর নির্ম্মলকুমার এখানে আসেন নি—তবে গেল কোথায়? মদ্‌টদ্ খেয়ে হয়ত কোথায় পড়ে আছে। একবার নাগরলাল যমুনালালের কাছে যাবার প্রয়োজন—সে আবার ধরা পাকড়ায় কিছু টাকা পেয়ে সময় টময় না দেব—যদিও সে তেমন চিজ্ নয়—তবুও বলা যায় কি? আগে থেকে সাবধান করে রাখাই ভাল, (প্রকাশ্যে) এই যে বেলা সাড়ে এগারটা courtএ যাবার সময় হয়েছে, উঠি তাহলে—

মুহুরি। (বিস্মিতভাবে) আজ্ঞে সে কি! বাবুর সঙ্গে দেখা না করে' উঠবেন?

শরৎ। কি আর করি বল? তোমার বাবু যে সেই একটী দলিলের গহনার বাক্স নিয়ে বেরিয়েছেন—আজ যে কোর্টে যান তাত মনে হচ্ছেনা, আমাকেও একবার বিশেষ কাজে একবার কোর্টে যেতে হবে—সেখানে বাবুর সঙ্গে দেখা হবে,—

প্রস্থান

মুহুরি। আমি বাবুকে বারন ক'রেছিলাম—তাকি শোনেন? একে বন্ধু—তাতে ফ্রেণ্ড—তাতে আবার গোপনে গোপনে এক গ্লাস নাকি তাই-ই বা কে জানে? বিলিতী জল জিনিষটী ভাল—সেদিন খেয়েছিলাম এক ঢোক, দেরাজে বোতল গ্লাস রেখে যাই ভিতরে বন্ধু বাবুর গমন—অমনি উঠে এক গ্লাস মেরে দিলাম, ভারী আমেজ লেগেছিল সেদিন আবার এলে আর এক গ্লাস খাব বেশ জিনিস—

বিজনের প্রবেশ

বিজন। কই সে কাবুলীটা কোথায়?—পাওনি তাকে?

মুহুরি। (থতমত খাইয়া) আজ্ঞে—না—

বিজন। তবে এখনও বসে কচ্ছ কি? চা'ন করে খেয়ে নাওনি কেন?

মুহুরি। আজ্ঞে—একটী বাবু এসেছিলেন—তার সঙ্গে কথায় কথায়

বিজন। হ্যাঁ—হ্যাঁ—শরৎবাবু—কোথায় গেলেন তিনি ?

মুহুরি। আজ্ঞে খানিকক্ষণ দেরি করে এই খানিকক্ষণ আগে গেলেন, বল্লেন কোর্টে দেখা করবেন—(বলিতে বলিতে প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া) আর বল্লেন যে আপনার বন্ধু ঐ নির্ম্মলবাবু টাকার জন্য তাঁর কাকার কাছে গিয়েছিলেন সেখানে তাঁর কাকা মারা যাওয়ায় টাকার যোগাড় করতে পারেন নি, তিনি ত অনেকদিন আগে ক'লকাতায় ফিরেছেন

বিজন। ফিরেছেন ! বল্লেন শরৎবাবু !

মুহুরি। (যাইতে যাইতে) আজ্ঞে হ্যাঁ—তিনি তাই বল্লেন—

ভিতরে প্রস্থান

বিজন। সাবাস্ দুনিয়া ! শেষে নির্ম্মলটাও এই করলে ! (সহসা) হয়ত সব সংবাদ শুনে বহু চেষ্টা করেও টাকা সংগ্রহ করতে না পেরে সে কোর্টে অপেক্ষা করছে। তাই সম্ভব—লজ্জায় সে আমার সঙ্গে দেখা করেনি, তাই—ঠিক তাই ! কিন্তু কি করব ? সুধার সমস্ত গহনা বন্ধক রেখেও পাঁচ হাজার টাকার বেশী সংগ্রহ করতে পারলেম না, তাও সে ভদ্রলোক বাড়ী নেই—তাঁর ছেলের কাছ থেকে এক রকম জোর করেই এনেছি।

কাবুলীওয়ালার প্রবেশ

কাবুলী। সেলাম বাবু সাহেব ! আপ্ হামকো বোলায়াৎ হা ?

বিজন। হাঁ খাঁ সাহেব ! হামারা আদমী কো সাত্ আপকো মুলাকাত নেহি হুয়া ?

কাবুলী। নেহি মুলাকাত হুয়া ! হামতো এক দফে আ গিয়া।

বিজন। বহুৎ আচ্ছা, আপ হামকো পাঁচ হাজার রূপেয়া দো তিন রোজকা ওয়াস্তে ধার দেনে চুকে গে ?

কাবুলী। আলবৎ ছকে গা—মক্কেল কাঁহা ?

বিজন। হাম লোক আপনা ওয়াস্তে মাঙ্গতা হ্যায়,

কাবুলী। আভিত রূপেয়া নেহি বাবু—দু এক রোজ বাদ—

বিজন। (হাসিয়া) হাম লোক সুদ দেগা জরুর।—

কাবুলী। রূপেয়ামে দো আনা কি মাহিনা বাবু আপ্ লোকত সুদ্‌কা রেট জানতেহে।

বিজন। হাঁ ওসব ঠিক হোগা—তম রূপেয়া লেকে আও—

কাবুলী। পাঁচ হাজার ?

বিজন। হাঁ পাঁচ হাজার। (কাবুলীর প্রস্থান) শেষকালে এই ছোট-লোকের কাছেও হাত পাততে হ'ল—গোপাল—গোপাল—

গামছা কাঁধে তেল মাখিতে মাখিতে গোপালের প্রবেশ

গোপাল। ডাক্‌ছেন ?

বিজন। কাবুলীওয়ালার সঙ্গে নাকি তোমার দেখা হয়নি ? সে যে বল্লে দেখা হয়েছে—আর একবার এসেও গিয়েছে।

গোপাল। আজ্ঞে, আমার অতটা খেয়াল ছিলনা।

বিজন। তুমি একটী idiot—

গোপাল। আজ্ঞে। (ভিতরে প্রস্থান)

বিজন। একটা আস্ত গো-মূর্খ—(সহসা ঝন ঝন করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল (বিজন Receiver লইয়া) Hallo—ye Bijan mitter. House Surgeon! Medical College!—accident ? motor accident ? motor accident জগন্নাথ দত্ত ?—কত নম্বর বেড্ বল্লেন ? আচ্ছা এক্ষুনি আসছি—জগন্নাথ কে ? Medical College, 2end floor bed. 13, সে কে ? আমাকে টেলিফোয় ডাকল কেন ? (ভাবিয়া) ও জগন্নাথ আর কেউ নয় ও নির্ম্মল,—

নিশ্চয় নির্ম্মল—নৈলে courtএ যাবার আগে যেতে বল্লে কেন ?
গোপাল—গোপাল—

ভিজে কাপড় হাতে সদ্য স্নাত গোপালের প্রবেশ

গোপাল। ডাকছেন ?

বিজন। হ্যাঁ ; চট্ ক'রে একখানি ট্যাক্সি ডাক'ত—চট্ করে।

গোপাল। আজ্ঞে ভিজে কাপড়টা শুকুতে দিয়ে আসি—

বিজন। একটু পরে শুকুতে দিও—(কাপড় রাখিয়া গোপালের বাহিরে প্রস্থান) কী সর্ব্বনাশ। Medical College এ কেন ? Sericusly wounded হয়েছে নিশ্চয় —নইলে ক'লকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করেনা নির্ম্মল ? এও কি সম্ভব ?

নেপথ্যে—"বাবা বেলা যে বারটা বাজে"

~~যাই বাবা,~~ Medical College থেকে ফিরে এসে কি আর Courtএ যাবার time থাকবে ? কিন্তু যেতে যে হবেই, Court timeএর আগেই—দেখা করতে বলেছে।

গোপালের প্রবেশ

গোপাল। আজ্ঞে পেলুম না।

বিজন। বড় রাস্তায় একটাও ট্যাক্সি পেলে না ! কোথাকার বর্ব্বর ! একটাও ট্যাক্সি পেলে না ?

গোপাল। আজ্ঞে পেয়েছিলুম একটা—

বিজন। ডাকলে না কেন ?

গোপাল। আজ্ঞে গাড়ীর ভিতর সুন্দর সুন্দর তিন চার জন মা-ঠাকুরুণ রয়েছেন।

বিজন। Rascal কোথাকার—

দ্রুত বাহিরে প্রস্থান

গোপাল। (মাথা নীচু করিয়া) আজ্ঞে তবু আমি হাত ইসারা করে ডেকেছিলুম। তা' গাড়ী থামিয়ে তাঁরা সবাই হেসে উঠলেন—আর যাচ্ছেতাই ঠাট্টা করতে লাগ্‌লেন—তাই লজ্জায় পালিয়ে এসেছি—

মুখ তুলিয়া দেখিল বিজন নাই—ভিজে কাপড় লইয়া অন্দরে প্রস্থান

কাবুলী ওয়ালার প্রবেশ

কাবুলী। বাবু কাঁহা গিয়া। বাবু, বাবু—

গোপাল। (নেপথ্যে) একটু বৈঠিয়ে কর খাঁ সাহেব। বাবু বাহির মে গেছেন,—আতাহায়—খানিক পরে।

কাবুলী। কেৎনা দেরী হোবে?

গোপাল। (নেপথ্যে) তোম্ বৈঠ্ করকে বিড়ি উড়ি ধোঁয়া কর—বাবু আত হায়।

কাবুলী টাকা ও নোট গুণিয়া থাকে থাকে সাজাইতে লাগিল

নির্ম্মলের দ্রুত প্রবেশ

নির্ম্মল। বিজন, বিজন—বিজন কি courtএ গেছে ~~গুরুজী~~?

গোপাল। (নেপথ্যে) বসুন,—

পরদা সরাইয়া গোপাল উঁকি দিল তাহার হাত উচ্ছিষ্ট

বাবু একটু বাইরে গেছেন—বসুন, এলেন বলে।

ভিতরে প্রবেশ

~~(নেপথ্যে। কাকাবাবু, ভিতরে আসুন—চা'র করবেন।)~~

নির্ম্মল। নাঃ—আমি বিজনের সঙ্গে একটু দেখা করেই যাব, অনেক কাজ। (স্বগত) এতক্ষণ courtএ বিজনের জন্য অপেক্ষা করলুম—দেখা পেলুমনা। তাই কোন অসুখ ক'রেছে মনে ক'রে তাড়াতাড়ি আবার চ'লে এলুম। এই বেলা বারটার সময় বিজন আবার গেল

কোথায়? কা'ল বিকেল চা'রটায় এসে কলকাতায় পৌঁছিছি। courtএ খোঁজ নিয়ে জানলাম বিজন একদিনের time নিয়েছে। টাকার যোগাড় কর্ত্তে পারিনি বলে লজ্জায় আর তার সঙ্গে দেখা করিনি—আজ সোজা courtএ গিয়ে হাজির ছিলুম। বিজনের এই অনর্থক বিলম্ব দেখে আমার বড় ভয় হয়েছিল—যাক্ বিজনও ভাল আছে। কিন্তু—আজ থেকে বহির্জগতের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্বন্ধ লোপ হবে। নাগরলাল যমুনালাল courtএ ঘুরছে দেখে গিয়েছিলাম তাকে কয়েকটা দিন timeএর জন্য ব'লতে;—গিয়ে দেখি পার্শ্বে আমার চির মিত্র—চির বান্ধব শরৎ চন্দ্র!—আর এগুলাম না। জেলে যাই যাব, তা বলে মনুষ্যত্ব বিক্রয় করতে পারব না।

প্রস্থানোদ্যত

কাবুলী। বাবু, দেখিয়ে বাবু এ নোটকা দো নম্বর হ্যায় কি নেহি?

নির্ম্মল। (দেখিয়া) ওঃ—এ দুটো কাটা অর্দ্ধেক জুড়িয়েছে—নম্বর মেলেনা।

কাবুলী। নেহি চলে গা?

নির্ম্মল। Currency officeএ নিয়ে যাও—চলবে. এত নোট টাকা কি হবে হে?

কাবুলী। উকীল বাবু পাঁচহাজার রূপেয়া মাংতা।

নির্ম্মল। কে বিজন—বিজনবাবু!

কাবুলি নিজ মনে নোট গুণিতে লাগিল

(স্বগত) এ বন্দবস্ত আমারই জন্য, বিজন ভেবেছে আমি পালিয়েছি।

বাক্স হাতে জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ

ভদ্রলোক। বিজন বাবু,—

নির্ম্মল। তিনি বাসায় নেই।

ভদ্রলোক। (অমরের কাছে গিয়া) খুকুমণি, তোমার মাকে এদিকে একটু ডেকে দাওত'—আমার কথা বল—

নেপথ্যে চুড়ির শব্দ হইল খুকী বলিল

"মা এসেছেন—বলুন"

ভদ্রলোক। (পরদার ওপাশে বাক্সটী রাখিয়া) বৌমা, বাক্সটী তুলে রাখুন। বিজন বাবুর কি মাথা খারাপ হ'য়েছে। কত লোকে তাকে বিশ্বাস ক'রে লাখ লাখ টাকার দলিল তার কাছে রেখে যাচ্ছে। আর আমার কাছ থেকে পাঁচহাজার টাকা হাওলাত এনেছেন তার জন্য আবার গহনা বন্ধক! ছিঃ—ছিঃ – আমি বাড়ীতে ছিলামনা। ছেলেটা একটা গণ্ড মূর্খ। আমি বড়ই দুঃখিত হয়েছি বৌমা; বিজনের এই পর পর ব্যবহারে।

নেপথ্যে। ওটা আপনার কাছে থাক জ্যেঠামণি—বাবা গিয়ে আনবেন।

ভদ্রলোক। (যাইতে যাইতে) হয়ে'ছে—তোমার আর ডেঁপোমী করতে হবে না—

নেপথ্যে। বাঃ আমি কি করলুম—মা বলতে বললেন—

কে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল

ভদ্রলোক। আমিও তোমার মাকেই বলেছি—

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান

নির্ম্মল। (স্বগত) এইভাবে তুমি টাকার যোগাড় কর'ছো বিজন! হা অদৃষ্ট! যদি কখনও সুদিন হয় বিজন—যাক্ এ জীবনে ত' নয়—পারিত' পর জীবনে তোমার ঋণ শুধ্‌ব।

কাবুলী। ব্যস্;—দশ রূপেয়া কম পাঁচ হাজার—

গোপালের প্রবেশ

গোপাল। বাবুর ব্যাগ ট্যাগ—

নির্ম্মল। সে সব আনিনি, court থেকেই বরাবর আস্‌ছি। আপনারা যে এখনও courtএ যান নি—

গোপাল। একটু দেরী হ'য়ে গেছে—এখুনি যাব।

ইতস্ততঃ করিতে লাগিল

নির্ম্মল। কি?

গোপাল। তাই—কিনতে হবে নাকি? তা হ'লে চট্ করে কিনে দিয়ে যাই।

নির্ম্মল। (হাসিয়া) পয়সা কাছে নেই—court থেকে সোজা হেঁটে এসেছি, ট্রামের পয়সাও নেই—

গোপাল। তা' আমি আন্‌ছি—বাবু এলে দামটা চেয়ে দেবেন।

নির্ম্মল। (হাসিয়া) তার জন্যেও নয়—ওটা ছেড়ে দিয়েছি কি না?

গোপাল। (বিমর্ষ ভাবে) ওঃ—

খাতা পত্র গুছাইতে লাগিল

নেপথ্যে ট্যাক্সির হর্ণ—দ্রুত বিজনের প্রবেশ

বিজন। যাক্, বাঁচা গেল—(নির্ম্মলকে দেখিয়া) আরে কে ও? মাই ডিয়ার—ডুমুরের ফুল! কি মনে করে হে? গিয়ে অবধি একখানা চিঠিও লিখলে না—আমি মনে করলাম—কোনো অসুখ বিসুখ হয়েছে। কি হে মুখে যে হাসি নেই। একেবারে যে স্পিকটী নট্? ব্যাপার কি? টাকার যোগাড় হয় নি বুঝি।

নির্ম্মল। টাকার যোগাড় না হ'ক্—মানুষের যোগাড়ও হয়েছে।

বিজন। তা' হ'লে মানুষটা একটু তাজা হ'য়ে নাও। ও কে? খাঁসাহেব, বহু তক্‌লীফ হুয়া আপলোক কো।

কাবুলী। কুছ নেই বাবু সাহেব।

বিজন। হামকো আভি রূপেয়াকো কুছ জরুরৎ নেহি—হোনেসে আপ্‌কো খবর দেগা—

কাবুলী। বহুত তকলীফ্ হুযা বাবু—

বিজন। (একটা টাকা দিয়া) আপ্‌কো বহুত তকলীফ হুয়া। এই লিজিয়ে আপ্‌কো নজর,—

কাবুলী। (টাকাটা নিয়া) নেহি তকলীফ্ কুছ্ নেহি হুয়া।

প্রস্থান

বিজন। কি হে, ঠায় ব'সে রইলে যে! নেয়ে খেয়ে নাও—

নির্ম্মল। আর ভাই,—একেবারে রাজ অতিথি হ'য়ে রাত্রে সেই রাজ ভোগই খাওয়া যাবে। কা'ল থেকেই আমার নিমন্ত্রণ ছিল—একটা দিন তুমিই অনর্থক পিছিয়ে দিলে—যাক্‌গে। এখন আর খাবনা—গুরু ভোজনের আগে একটু লঙ্ঘন দেওয়া ভাল।

বিজন। রাজ অতিথি হওয়াটা আর তোমার ভাগ্যে এবার ঘটে উঠলো না ভাই;—সুতরাং এই দীনের আতিথ্যই তোমাকে গ্রহণ কর'তে হবে!

নির্ম্মল। বিজন—চিরকাল আমায় তুমি দেখে আসছ—আজও আমায় চিন্‌লে না;—তোমার স্ত্রীর গহনা বন্ধকের টাকায় কাবুলীর কাছে কর্জ্জ করা টাকায় আমি নিজেকে বাঁচাব! তোমাকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে আমি নির্ঝঞ্ঝাট হব!—নাঃ—এত অধঃপতন এখনও হয় নি।

বিজন। এসব খবর তোমায় কে দিলে? কাবুলীকেও' তোমার সাম্‌নেই বিদায় দিলাম। আমার অত মাথা ব্যথা হয়নি—হ্যাঁ—

নির্ম্মল। সে ত' তোমার মুখ চোখের অবস্থা দেখেই বুঝতে পারছি। এই কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে না-খাওয়া না নাওয়া—court এর time নষ্ট ক'রে খামখা ঘুরে বেড়াচ্ছ! যাক্, তুমি চট্ করে নেয়ে খেয়ে নাও,—

বিজন। নাও ভাই,—ওঠো। গোপাল!

ভয়ের কারণ নেই—তোমার উপর ভগবানের কৃপাদৃষ্টি আছে।

নির্ম্মল। নাগরলাল যমুনালালের কৃপাদৃষ্টির ফলটাত' আগে ফলুক—তারপর সে পরে দেখা যাবে।

বিজন। না হে, না—তোমার রাজ অতিথি হওয়ায় একটা প্রবল আপত্তি দাঁড়িয়েছে—তোমার ভগ্নি তা'তে কিছুতেই রাজী নন্।

নির্ম্মল। আমার ভগ্নি! কে, এ্যাঃ—বিজলী!—বিজু! সে এসেছে?

বিজন। হ্যাঃ। বিজলী প্রভা। তিনি আসেননি—তবে তিনি দশ হাজার টাকা দিয়ে তার এক কর্ম্মচারী—কি নাম না—

নির্ম্মল। এ সেই জগন্নাথেরই কাজ—বিশ্বাসঘাতক!

বিজন। হ্যা—জগন্নাথ, জগন্নাথবাবু,। তাঁকে দিয়েই তোমার ভগ্নি দশহাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই ট্রেনেই তিনি আসছিলেন—পথে মোটর চাপা প'ড়ে যেতে হ'ল তাকে Medecal collegeএ—

নির্ম্মল। মোটর্ চাপা প'ড়েছেন! সর্ব্বনাশ! কোথায় আঘাত লেগেছে? বাঁচবেন ত'?

বিজন। বেঁচেছেন—তবে একখানা পা amputate কর্‌তে হবে। ডান পা খানার উপর দিয়ে মোটরের চাকা চ'লে গিয়েছিল। (নির্ম্মল উঠিল) ওকি উঠ্‌লে যে—

নির্ম্মল। বল কি বিজন,—সর্ব্বনাশ। আমি Medical college-এ যাচ্ছি।

বিজন। আগে court-এ যেতে হবেত'। আর Medical college-এ গেলেত' এখন তোমায় দেখতে দেবেনা;—আবার সেই বিকাল—চা'রটায়—

নির্ম্মল। বিকাল চা'রটায় আমি কি করে দেখতে যাব বিজন? তুমি কি মনে করেছ অপরিণত বুদ্ধি বালিকাকে ফাঁকি দিয়ে তার টাকায়—তার দয়ার দানে আমি আত্মরক্ষা ক'রব? যে সম্পত্তি আমি একদিন ন্যায্য অধিকারী স্বরূপে বিক্রয় করে ফেলেছি—আজ সেই সম্পত্তির উদ্‌বৃত্ত ভিক্ষার অর্থে আমার স্বাধীনতা ক্রয় ক'রতে হবে। মুখভার ক'রোনা বিজন—তোমার সদা প্রফুল্ল মুখ বিষণ্ণ দেখ্‌লে আমার চোখে জল আসে। আমায় দুর্ব্বল ক'রোনা—আমায় মানুষের মত, বংশের সন্তানের মত সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে দাও। আসুক বিপদ—সে আমার কি ক'র্‌বে? এক একটা ক'রে মনে ক'রে দেখ দেখি বিজন—কোন অমানুষিক লজ্জাস্কর ব্যাপারের নায়কত্ব আমি না করেছি?—তার চাইতে কি civil jail টাই আমার বেশী লজ্জার কথা ভাই। দুঃখ ক'রোনা বিজন—একটা অশুভ উল্কার মতই আমি তোমাদের চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠেছিলাম—সেই ভাবেই আজ স'রে যাচ্ছি। আমি জেলে যাবই বিজন—তুমি কিছুতেই আমায় ঠেকাতে পারবে না। আমার গোঁ ত' তুমি জান—বৃথা কেন এ হতভাগার সঙ্গে তুমিও কষ্ট পাচ্ছ?—ও টাকা Medical college-এ গিয়ে চ'ল তাঁ'কে ফিরিয়ে দিয়ে

আসি—ন্যায্য দাবী—মূল্য নিয়ে বিক্রয় করেছি—সেখান থেকে ভিক্ষা অসম্ভব—

নেপথ্যে । কাকাবাবু, একটু এগিয়ে শুনুন ।

নির্ম্মল পর্দ্দার নিকটে যাইতেই শুধু এক গাছি শাঁখা পরা—সুগোল সুগৌর একখানি হাত নির্ম্মলের হাত ধরিয়া ফেলিল

নির্ম্মল । আঃ—ছাড়ুন ছাড়ুন বৌ'দি, আস্‌ছি আস্‌ছি—এই একটু কথা বলেই আস্‌ছি—

নেপথ্যে । মা বল্‌ছেন—(নিম্নস্বরে) এ্যাঃ কি ? (প্রকাশ্যে) কথাটথা এখন থাক্, আগে নেয়ে খেয়ে নিন—নৈলে তিনি হাত ছাড়্‌বেন না ।

বিজন । (উচ্চ হাস্য করিয়া) হাঃ—হাঃ—হাঃ—কি হে—খুব যে কথার আতসবাজী ছুঁড়্‌ছিলে—বারুদ ফুরিয়ে গেল নাকি ?

নির্ম্মল । এই সুন্দর হাতখানাকে তুমি শাঁখাসার ক'রে গহনা বন্ধক দিচ্ছিলে বেশ যাহোক্—

ভিতরে গমন

বিজন । ঐ রকম আর দু'খানি হাতেও শীগ গীরই শাঁখা পরাবার ব্যবস্থা কর্চ্ছি—

হাস্য

ভিতরে নির্ম্মল । তুমিও এসে নেয়ে খেয়ে নাও ।

বিজন । (নির্ম্মলকে শুনাইয়া উচ্চৈঃস্বরে) কি চাই আপনার ? আজ্ঞে হাঁ আমারই নাম বিজনবাবু । মোকদ্দমা ? Partition suit ? দেখি আপনার কাগজপত্র—নির্ম্মল, তুমি চট্ ক'রে নেয়ে খেয়ে নাও, আমি এই ভদ্দর লোকের case-টা একটু দেখেই আস্‌ছি—

ভিতরে নির্ম্মল । শীঘ্র এস—

বিজন । যাচ্ছি—

দ্রুতপদে বাহিরে প্রস্থান

ভিখারীর গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

গান

ওরে পথ ভোলা মন—
কেন বিপথে কুপথে গিয়ে কর নিতে জ্বালাতন ?
চাহ—পিছু পানে চাহ—
শ্যাম ছায়া বীথি তেয়াগিয়া কেন—
বরিলে রৌদ্র দাহ—
এ পথে তপ্ত মরুভূর বালি—
রোদে ঝলসিয়া ধাঁধা দেয় খালি
মায়া দীঘিকা—মৃগ তৃষ্ণিকা
দূরে সরে অনুখন।

ভিখারী। জয় হো'ক দুটী ভিক্ষা পাই মা—(ইতঃস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ), জয় হোক দুটি ভিক্ষা পাই মা—কেউ নেই যে—(একটী হুঁকা লইয়া) বাঃ বেশ বাধান হুঁকাটীত' !

বাহিরে গমনোদ্যত

ভিতর হইতে নির্ম্মলের প্রবেশ

নির্ম্মল। কই হে, বাবু কোথায় ?

ভিখারী। (হুঁকাটী রাখিয়া) একটু বাইরে গেছেন।

নির্ম্মল। তোমার মোকদ্দমা নাকি হে ?

ভিখারী। (স্বগতঃ) কি বলি ? (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

নির্ম্মল। কি মোকদ্দমা ?

ভিখারী। আজ্ঞে তা' আমার দাদা জানেন—তিনি বাবুর সঙ্গে গিয়েছেন কিনা—দেখি এখনও আসছেন না কেন ?

দ্রুত প্রস্থান

মোটরের হর্ণ, বিজনের প্রবেশ

বিজন। এই যে তোমার খাওয়া হয়েছে। ভাই, একটা সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

নির্ম্মল। কি?—কি হ'য়েছে ভাই? এই মাত্র তোমার সেই মক্কেলটা তোমাকে খুঁজতে ছুটে গেল—তুমি আবার হাঁপিয়ে আস্‌ছ! কি হয়েছে বিজন—

বিজন। ভাই, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!

চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া হতাশার অভিনয়

নির্ম্মল। (কাছে দাঁড়াইয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) অমন ক'রছ কেন ভাই? কি হ'য়েছে?

বিজন। (মুখ তুলিল—মুখে উদ্বেগ ও আশঙ্কার চিহ্ন) ভাই, আমি সর্ব্বনাশ ক'রেছি। আর উপায় নেই—

নির্ম্মল। আমায় বল ভাই, কি হ'য়েছে,—কেন তুমি এমন কর্চ্ছ? তোমার এই অবস্থা দেখে যে আমার নিষ্ঠুর চোখেও জল আসছে ভাই। নীরব থেকোনা—বল—উত্তর দাও—আর আমাকে সংশয়ে রেখোনা—

বিজন। তুমি কি ক'রবে—তুমি কি কর্‌বে নির্ম্মল—তোমার কোনও সাধ্য নেই—আমার রক্ষা পাবার কোনও উপায় নেই।

নির্ম্মল। তোমার উপায় নেই! তোমার রক্ষা নেই! এ হ'তেই পারেনা। চির পরহিতব্রত সন্ন্যাসী সংসারি, তোমার রক্ষা নেই—এ আমি বিশ্বাস ক'রতে পারিনা। নিশ্চয় আছে—আমাকে খুলে বল আমি তোমার উপায় ক'রব।

বিজন। (সহসা উঠিয়া হাত ধরিয়া) কর্‌বে?—উপায় ক'রবে—সত্য বল,—উপায় আছে তোমার হাতে—বল উপায় কর্‌বে, ব'ল যা বল্‌ব—ক'রবে?

নির্ম্মল। ক'রবো, আমি বুঝেছি কি হয়েছে, তার জন্য ভা'বছ কেন ভাই। তোমার কোন চিন্তা নেই, আমিও' জেলে যেতে প্রস্তুতই, তোমার লজ্জা কি ভাই? চেষ্টা তুমি যথেষ্টই করেছ—আমিও ক'রেছি, কিন্তু প্রাক্তন! প্রাক্তন! লোকটাকে ছুটে পালাতে দেখেই আমার সন্দেহ হ'য়েছিল—থাক; ব'লো আমাকে কি করতে হবে, আমি প্রতিজ্ঞা করছি স্বর্গগত পিতৃদেবের নামে—

বিজন। যথেষ্ট, তোমার মুখের কথাই যথেষ্ট, নির্ম্মল, ভাই, প্রতিজ্ঞা করেছ—আমার কথা রাখ্‌বে, ভাই এইবার ফেরো—আর ছন্নছাড়া জীবনের পথে ছুটোনা, (নির্ম্মলের দুটী হাত ধরিয়া) রাখ্‌বে ভাই—বল রাখ্‌বে (নির্ম্মল নতশির হইয়া ঈষৎ ঘাড় নাড়িল) আঃ কিন্তু ভাই, আমি যে একটা বড় অন্যায় ক'রে ফেলেছি—আমি তোমার অকৃত্রিম বন্ধুত্বের অমর্য্যাদা ক'রেছি—তোমার সরল বিশ্বাসের সম্মান নষ্ট করেছি;—তোমাকে ফাঁকি দিয়ে আমি সেই টাকা কোর্টে জমা দিয়ে এসেছি, আমি অন্যায় ক'রেছি—আমি জান্‌তাম, তুমি আমার এ ধৃষ্টতা ক্ষমা ক'রবে না—তাই এতক্ষণ তোমার সঙ্গে মিথ্যা অভিনয় ক'রেছি, অভিন্নহৃদয় বন্ধু, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মহামানব, আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা কর—আবার আগের মত প্রসন্ন হাসিতে আমার বুকের গ্লানি—মনের কুণ্ঠা দূর ক'রে দাও আবার তেমনি বিজন ব'লে ডাক ভাই!—

নির্ম্মল। বিজন, সাবাস ভাই, এই খেঁই হারা জীবনের সমষ্টি করা অপচয় রাশির মধ্যে তুই আমার একমাত্র হারান মাণিক, ভাই,—তোর অকৃত্রিম স্নেহের আঘাতে আজ আমার ঔদ্ধত্য একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে ধূলির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। তোকে ক্ষমা করব আমি! পাগল! তবে হাঁ, তোর কথা রাখব—আর জীবনে পাপ পথে পা' দেবোনা—যেমন তার মুখের একদিনকার একটী কথায়—আমি আমার চিরসঙ্গী মদকে ছেড়ে ছিলুম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিজলীর বাটী

টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছে—বই পড়িতে পড়িতে বিজলীর তন্দ্রা আসিয়াছে, দয়া সন্তর্পণে আসিয়া টেবিলের উপরের চিঠিগুলি এক একখানা করিয়া দেখিয়া একখানা বাছিয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল,—

ক্ষণপরে বেণীবাবু প্রবেশ করিলেন

বেণী। বিজলীর মুখখানির দিকে চাইলেই বুকের মধ্যে জেগে ওঠে একটা ঘুমন্ত স্বপ্ন,—বহুদিনের বিস্মৃত এক কিশোরীর করুণ কাহিনী, আমার প্রথম যৌবনের সেই মাদক আকর্ষণ যা আমাকে উন্মাদ ক'রে তুলেছিল' সেই কিশোরী রেবতীর জন্য। এমনই ছিল তার নিটোল মুখের ছাঁচ —এমনই সরল সুন্দর নাসা—এমনিই আপন ভোলা সরল চাউনি এমনিই ঘিয়ের মত উজ্জ্বল সুগৌর বর্ণ! সেই আমার জীবনের একমাত্র উপাস্য দেবীকে যখন পাষণ্ডেরা নিয়ে তার কপালে এঁকে দিল অক্ষয় কলঙ্কের দাগ। সেই কালিমাখা মুখে বিশ্বে সবার উপেক্ষিত হ'য়ে—সবার ঘৃণিতা—সমাজের পরিত্যক্তা সে যখন এসে অনন্ত নির্ভরতার সঙ্গে আমার দুয়ারে এসে দাঁড়াল—কেন—কেন—কেন তখন তুচ্ছ লোক লজ্জার ভয়ে আমি তাকে আশ্রয় দিলাম না—? কেন দিলাম না? যে আজীবন এই চিরকুমারের বুক জুড়ে উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলছে—আজও এত দিনের অদর্শনেও যার ছবি এতটুকুও ম্লান হয়নি—কেন তখন সমাজ-শাসনের ভয়ে তার ব্যাকুল ভীত হরিণ চোখের ধারা দু'হাতে মুছিয়ে দিইনি! ওঃ—হে দেবী, আজ তুমি কোথায় জানিনা হয়ত' তুমি স্বর্গে থেকে আমার এই অন্তর্দ্দাহ দেখে

মনে মনে হাস্‌ছ !—কিন্তু মৃত্যুর পর যদি জন্ম থাকে—রেবতী—রেবতী —সেবার তোমাকে দেখাব' আমি কত ভালবাসতাম—! যতদিন না আস্‌বে এ বুকের সিংহাসন আমার এমনি শূন্য প'ড়ে থাক্‌বে— আজীবন—জন্ম জন্ম—

সহসা বিজলী স্বপ্নঘোরে বলিয়া উঠিল—"নির্ম্মলদা"

বেণী। নির্ম্মল নই মা, আমি !—

জাগিয়া চক্ষু মুছিয়া

বিজলী। কে ? কাকাবাবু ! আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম।

বেণী। এমন অসময়ে ঘুমুচ্ছিলে যে মা ?

বিজলী। এই বইটা প'ড়তে প'ড়তে কখন যে ঘুমিয়ে প'ড়েছি টের পাইনি —আমি নির্ম্মলদা'কে স্বপ্নে দেখছিলাম।

বেণী। নির্ম্মল কি ফিরে এসেছে মা ?

বিজলী। না কাকাবাবু—সেই যে না ব'লে চ'লে গিয়েছে—আর সে আসেনি—একখানা চিঠিও লেখেনি—

বেণী। মা, আমি শরতের কাছে নির্ম্মলের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি— তাই আমি তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছি, আজ তোমার বাবা নেই—সমস্ত ব্যথার—সমস্ত ভাবনার বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে আমার ব্যথার দরদী, বিপদের আশ্রয় দাতা প্রাণের বন্ধু চলে গিয়েছে —তার একমাত্র স্মৃতি তুমি—এক বিন্দু চিহ্ন মাত্র, তোমার সুখ দুঃখ ভাবনা চিন্তা সব যে আমার মা, আর থাকতে পারলাম না মা—তাই তোমার এ বুড়ো ছেলে তোমার কাছে ছুটে এসেছে,—

বিজলী। কি জন্য এসেছেন কাকাবাবু ? কি শুনেছেন শরৎবাবুর কাছে ?

বেণী। বল্‌ছি মা ক্রমে ক্রমে, মা আজ তোমাকে আমি সবই খুলে বল্‌ব। তুমি ছোট হলেও বুদ্ধিমতী, সবগুলি কথা বেশ ক'রে ভেবে দেখবে, বেশ বুঝে উত্তর দেবে, তোমার কথার বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার বুড়ো ছেলে কোনও কাজ ক'রবেনা মা, অবশ্য শরতের সব কথা আমি বিশ্বাস করিনি—কিন্তু দু'একটা কথা যে বিশ্বাস করিনি তাও নয়, সেই জন্যই এসেছি, তোমার বাবাকে তুমি জান্‌তে—তোমার জ্যেঠা-মশাই নির্ম্মলের বাবাকে জানতেনা। দু'জন ছিলেন চরিত্রে ও ব্যবহারে ঠিক বিপরীত। তোমার বাবা কোনও দিন তোমার জ্যেঠামশায়ের কোন দোষ গ্রাহ্য করেন নি—কিন্তু তোমার জ্যেঠা মশাই বরাবর আমাদের শত্রুতাচরণ ক'রে এসেছেন, আমাদের মানে আমার ও তোমার বাবার, আমি তোমার বাবার আবাল্য বন্ধু ছিলাম। আমি দরিদ্রের ঘরের ছেলে, আমার এই উন্নতি, বিদ্যাবুদ্ধি সবই তোমার বাবার কৃপায়! এই আমার অপরাধ, কিন্তু তোমার বাবা। কোনও দিনও তা গ্রাহ্য করেন নি, এমন কি তাঁর নিজের অর্জ্জিত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ তাঁর দাদাকে দিয়েছেন—

বিজলী। জানি কাকাবাবু।

বেণী। শেষ কালে নষ্ট হবার ভয়ে সে অর্দ্ধাংশও নিজে কিনে রাখেন নৈলে এতদিন কোন মগের মুল্লুকের কে এসে তোমার সঙ্গে স্বরিকী ক'রত তা' কে জানে মা! তারই ছেলে তোমার নির্ম্মলদা, অবশ্য তার সঙ্গেই তোমার রক্তের সম্পর্ক;—কিন্তু চিরমৎলব বাজ দুশ্চরিত্রের ছেলে সে—সে বিনা উদ্দেশ্যে এসেছিল বলে আমার বিশ্বাস হয়না—

বিজলী। উদ্দেশ্যত' কিছু বোঝা গেল না কাকাবাবু! ঘূর্ণী বাতাসের মত এল' আর চ'লে গেল—শুধু বলেছিল "কাকার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছিলাম"—

বেণী। মিথ্যা বলেনি—সেই জন্যই এসেছিল, দেখা করার উদ্দেশ্য দশ

হাজার টাকা নেওয়া। কদর্য্য মোকদ্দমায় আসামী হ'য়ে—রেস্ খেলে সর্ব্বস্ব খুইয়ে শেষে দশহাজার টাকার body warrant ঘাড়ে নিয়ে টাকার খোঁজে বেরিয়ে ছিল—

বিজলী। কিন্তু কই, চায়নি ত' ?—

বেণী। পেয়েছে তাই চায়নি—

ওকে—ওকে—রেবতী—রেবতী—

পিছন ফিরিয়া কাহাকেও না দেখিয়া

এঁ্যাঃ—

বিজলী। ওকি—ওকি—কাকাবাবু—অমন কচ্ছেন কেন ?

বেণী। (বহুক্ষণ পরে) দেখা দিলে—এতকাল পরে দেখা দিলে ? কেন দেখা দিলে ? কেন আমায় আজও তেম্‌নি চোখে চোখে রাখছ—আমায় নিস্তার দাও, স্মৃতির দাহতে জ্বলে মর্‌ছি—আর তোমার আগুন ভরা চোখের চাহনিতে আমায় ভস্ম করে দিওনা।

বিজলী। রেবতী ! রেবতী কে কাকাবাবু ?

বেণী। কে মা ! মা, একটু চা' দিতে বলোত'—

বিজলী। ভজহরি—(নেপথ্যে "যাই মা—") অমন কর্চ্ছিলেন কেন কাকাবাবু ?

বেণী। ওমা, আমার একটা কি রকম দুর্ব্বলতা ! বহুকাল পরে এসেছে —এবার বোধ হয় না নিয়ে যাবে না,—আর কতকাল একা থাক্‌বে ? অভিমানের একটা সীমা আছে ত' মা।

বিজলী। কা'র কথা বল্‌ছেন কাকাবাবু—কাকীমার ?

বেণী। হ্যাঁ মা, হ্যাঁ, তোমার কাকীমার, (স্বগতঃ) সে বেঁচে থাকতে যে সম্পর্কের কথাটা শুনে বলতে পারতেম না আজ সে কথা স্বীকার ক'রতে এ কী তীব্র আনন্দ—

ভজহরির প্রবেশ

বিজলী। মাসিমা কোথায় ?—

ভজ। তাঁর দুপুরের পর হ'তে মাথা ধরেছে—তিনি ঘরে দরোজা দিয়ে শুয়েছেন—কাউকে ডাকতে বারন ক'রে দিয়েছেন।

বিজলী। তবে তুই কাকাবাবুকে এক কাপ চা দিয়ে যা'—

ভজহরির প্রস্থান

টাকা চাইলেনা তবে কোথায় পেলে কাকাবাবু ?

বেণী। পেয়েছে কিনা তা জানি না—তবে না পেয়ে থাক্‌লে সে এতক্ষণ জেলে, শরৎ বল্‌লে তুমি নাকি তার জন্য দশহাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছ—হাঁ মা, একথা কি সত্যি ?

বিজলী। টাকা না পেলে জেল হবে ?

বেণী। কাল যদি টাকা না পেয়ে থাকে তবে এতক্ষণ সে জেলকে ফাঁকি দেবে মা ? ভগবানের সুক্ষ্ম বিচার! একবার অজস্র অর্থব্যয় ক'রে খালাস পেয়েছিল—

বিজলী। না কাকা, আমি টাকা পাঠাই নি।

বেণী। কিন্তু মা, টাকাটা পাঠালে পার্‌তে। তোমাদের বংশের ছেলে জেলে গেল—সেটা কি ভাল দেখায়। তোমার বাবা থাক্‌লে টাকাটা তিনি অবশ্য দিতেন, কিন্তু তাকে ভবিষ্যতে আর কখনও এ বাড়ীতে আস্‌তে চিরদিনের মত নিষেধ ক'রে দিতেন, টাকাটা পাঠালেই পারতে মা—

বিজলী। আমাকে ত' কাকা নির্ম্মলদা'—মুখ ফুটে কোনও কথা কখনও

বলেন নি, টাকা চাইলে আমি নিশ্চয় দিতাম, আমি আমার বাবার মেয়ে কাকা।

বেণী। শরৎ কিন্তু বলেছিল মা, যে তুমি কোন কর্ম্মচারীকে দিয়ে নাকি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছ—

বিজলী। মিথ্যা কথা—(সহসা) ভজহরি!

ভজহরি। (নেপথ্যে) যাই মা, হ'য়েছে—

বেণী। মা, একটা কথার আমি তোমার কাছে পরিষ্কার উত্তর চাই। বুড়োছেলেকে লজ্জা ক'রনা মা, আমি সেই কথাটার জন্যই ব্যস্ত হয়ে এসেছি—হাঁ মা, লজ্জা করোনা—শরৎ সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা মা?

বিজলীর কর্ণমূল পর্য্যন্ত লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল

লজ্জা কি মা? দুনিয়ায় শরৎ ভিন্ন লক্ষ পাত্র আছে—আমার বিজলী মা ছাড়াও লক্ষ পাত্রী আছে—কারও মনের এতটুকু অনিচ্ছায় আমি বিবাহ দিতে চাই না—আর দেবও না, শুধু এই বুড়ো ছেলের মন রাখতে যে সমস্ত জীবন তুমি অশান্তিতে কাটাবে—তা' আমি কিছুতেই হ'তে দেবনা। আমি দু'জনার কাছে পরিষ্কার শুন্‌ব—হ্যাঃ পরিষ্কার শুন্‌ব—

চা লইয়া ভজহরির প্রবেশ

বিজলী। কাকাবাবুকে দে, (ভজহরির তথা করন) হ্যাঁরে শোন্ জেনে আয়ত',—দেওয়ানজী কোথায়?—এখানে আছেন কিনা? না থাকলে কোথায় গিয়েছেন—কেন গিয়েছেন জেনে আস্‌বি—বুঝেছিস্—

ভজহরির প্রস্থান

বেণী। শরৎকে ত' জান মা। বিদ্বান, সচ্চরিত্র ছেলে। দোষের মধ্যে বড় রূঢ়ভাষী—কি বল মা?

বিজলী। (নিরুত্তর)

বেণী। ভেবোনা মা, তার সম্বন্ধে কোনও অপ্রিয় কথা শুন্‌লে আমি রুষ্ট হব বা কষ্ট পাব। সেও যেমনি আমার ছেলের মত তুমিও তেমনি আমার মেয়ে! তোমাদের দু'জনারই দাবী সমান, তবে—(ক্ষণ পরে) সে যদি নির্ম্মলের সঙ্গে তোমার কোন বিসদৃশ আচরণে—

বিজলী। (উঠিয়া) কাকাবাবু—

বেণী। রাগ করলে মা। আমি বুড়ো ছেলে—গুছিয়ে বলতে পারিনি মা। নির্ম্মল তোমার ভাই হ'লেও তোমার শত্রু—তার সম্বন্ধে তোমার একটু সাবধানে থাকা উচিত।

বিজলী। কাকাবাবু, নির্ম্মলদা' ভাই—আমি বোন। দুষ্ট লোকের চোখ যদি তাকে প্রতারণা করে—তাতে কি ভাই বোনের পবিত্র স্নেহকে আপনি অবজ্ঞা করতে পারেন?

বেণী। আমি বুঝতে পারছিনা মা—আমাকে বুঝিয়ে বল—খুলে বল মা। আমার কাছে লুকিও না লক্ষ্মী মা, শরৎকে। বিবাহ করতে কি তুমি—তোমার ইচ্ছা নেই?—খুলে বল। লজ্জা কি মা? ইচ্ছার উপর মানুষের কোনও দিন হাত থাকে না, ইচ্ছা চিরদিনই একটু বিদ্‌ঘুটে স্বভাবের, আমিই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।—

বিজলী। কাকবাবু, আমি চির কুমারী থাক্‌ব।

মাথা নীচু করিল

নিকটে আসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে

বেণী। চিরকুমারী থাক্‌বে কেন মা—তোমার এই বুড়ো ছেলে তোমার জন্য চিরকুমার খুঁজতে চল্‌ল—সৃষ্টির অন্য প্রান্তেও যদি সে থাকে—

আমি তাকে ধরে আন্‌ব—(চিবুক ধরিয়া) মুখ তোল মা—একি মা—চোখে জল কেন?—শরৎটা মা চিরকাল হতভাগা—নৈলে তোমার স্নেহ হারাবে কেন?—যাক্—মা, বেড়াতে যাবে—এই বুড়োর সঙ্গে পশ্চিমে—যাবে মা।

বিজলী। যাবো—কাকাবাবু কোথায় যাবেন?—

বেণী। প্রয়াগ, কাশী, হরিদ্বার এই সব। হ্যাঁ পথে একবার গয়া হ'য়ে যাব। একজন বড় আপনার লোক বাঁধনের টানে ছুটে এসেছে—গয়ায় পিণ্ড দিয়ে তার আত্মাকে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে কিনা।

চক্ষু মুছিল

বিজলী। ও-সব কথা ছেড়ে দিন কাকাবাবু—

বেণী। ক'দিনই বা আর বলব মা। এত কাল পরে যখন সে এসেছে—একা এবার সে কখনও যাবে না। যাক্—শরৎকে বলে দেব, সে যেন তোমাকে আর বিরক্ত না করে—আর একটা কথা মা। নির্ম্মলকে বিশ্বাস ক'রো না। তার পিতা তোমার পিতার জীবন বিযাক্ত করে দিয়েছিল—সেও তোমার জীবন বিষাক্ত করে দেবে—

প্রস্থান

বিজলী। ক'রে দেবে! দেবে কি দিয়েছে। নৈলে একটা লম্পট মাতালের জন্য আমার এ অকারণ কৌতূহল—এ আকুল আগ্রহ কেন? দিন রাত্রি কারণে অকারণে নির্ম্মলদা'র কথা মনে পড়ে কেন? সেই দিন ক'টী,—আমার জীবনের চিরস্মরণীয় সেই দিন ক'টী—

গান

মোর খুসী ভরা প্রাতে এলে বীণা হাতে
ওগো চিরস্মরণীয়—
ওগো খেয়ালী খেলার সাথী—
পথিক পরাণ প্রিয়—।
তার ছেঁড়া তব ভাঙ্গা বীণাটীতে
তুলিলে মাদক স্বর—
ঝঙ্কারে, তানে, হাসালে কাঁদালে
হে চতুর যাদুকর—,
পলেপলে তব গানে—
হাসি আনে ব্যথা আনে—
মোর চোখের মুকুতা সুরের সুতায় গেঁথে নিও—গলে দিও ॥
মোর হাসির আলোতে গড়িও তোমার উতল উত্তরীয় ॥

ভজহরির প্রবেশ

ভজ। ক'লকাতায়।

বিজলী। (হাসিয়া উঠিল) কি ক'লকাতায়?

ভজ। আজ্ঞে ঐ যে জান্‌তে পাঠালেন।

বিজলী। কি জান্‌তে পাঠিয়েছি?

ভজ। দেওয়ানজী মশাই কোথায়?

বিজলী। কোথায়?

ভজ। ক'লকাতায়।

বিজলী। কেন?

ভজ। কি বিশেষ দরকারী কাজে—আজ ফিরবার কথা ছিল—ফেরেন নি,—

বিজলী। টাকা কড়ি নিয়ে গিয়েছেন কিছু—

ভজ। আট দশ টাকা—এই রকম।

বিজলী। আচ্ছা তুই যা। কাকাবাবুর খাওয়ার যায়গা করে দে গিয়ে।

ভজহরির প্রস্থান

বিজলী। এই বার ঢেউয়ের আরম্ভ। ঢেউ দু'হাতে কেটে পথ করব না ঢেউয়ের দোলনে ভেসে ভেসে চলব?—নাঃ—অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করে লাভ কি! যা হবার তাই হবে।

অতি সন্তর্পণে দয়ার প্রবেশ

এসো মা, আজ সমস্ত দিন একটী বারও তুমি আমার কাছে আসোনি কেন মা? এক্‌লা এক্‌লা আমার মন ভয়ানক খাবাপ হ'য়ে গিয়েছিল—

দয়া ইঙ্গিতে জানাইল তাহার মাথা ধরিয়াছিল
সে দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাইয়া ছিল—

বিজলী। কাকাবাবুর খাওয়া দেখ্‌বে চলো মা।

দয়া ইঙ্গিতে কহিল সে যাইবে না তাহার মাথা ধরা এখনও সারে নাই

বিজলী। তোমার চোখ দুটো আজ ও রকম লাল কেন মা? ও রকম ভয়ে—ভয়ে—তাকাচ্ছ কেন মাসিমা—(জিব্‌ কাটিয়া) দেখ্‌ছ মা, মা কথাটা এখনও এস্তামাল হয়নি, জীবনে কখনও "মা" ডাকিনি কিনা—তাই মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়—(অকস্মাৎ) তুমি যদি কথা বলতে পারতে মা—তবে তোমার কাছে আমি ব'সে ব'সে দিন রাত মায়ের গল্প শুন্‌তাম! বাবার কাছে কখনও ভয়ে জিজ্ঞাসা করিনি, —একদিন যা' গম্ভীর হয়ে পড়েছিলেন—

দয়ার চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল

কেঁদনা মা,—আমি হয়ত শুন্‌লে কষ্ট পাব—তাই ভগবান তোমাকে কথা বল্‌বার ক্ষমতা দেননি! বাবা বুঝি মাকে খুব ভাল-বাস্‌তেন—মা?

দয়া সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িল

হ্যাঁ মা, কাকাবাবুও কাকীমাকে খুব ভালবাস্‌তেন—আজ আমার সাম্‌নেও তিনি সাম্‌লাতে পারেন নি—রেবতী—রেবতী ব'লে কেঁদে উঠেছিলেন—

দয়া অস্থির হইয়া উঠিল

এত বছর পরেও ভুলতে পারেন নি—

দয়া দ্রুত প্রস্থান করিল

ওকি! মা! আহা বুড়ো মানুষ—মাথা ধরায় বড় কষ্ট পাচ্ছে—

ভজহরির প্রবেশ

ভজহরি। তার এসেছে মা,—

বিজলী। কই দেখি,—(পড়িয়া) accepted loan ten thousand trying to repay soon with interest.

—Nirmalda—

সুদ শুদ্ধ শোধ ক'র্‌বে?—দেনা স্বীকার করছ—এসব দেওয়ানজীর কাজ! কে টাকা ধার দিয়েছে? আসুক একবার দেওয়ানজী—নিমকহারাম—বেইমান সব!

পুনরায় টেলিগ্রাম পড়িতে লাগিল

তৃতীয় দৃশ্য

একতালায় সাহারার কক্ষ

গীত

আমার হারানো অতীত—সোণার অতীত,
ফিরে আয়—ফিরে আয়।
কলঙ্কিত এ যৌবনাগমে
জ্বলে মরি যাতনায়।
আয় খেলা ঘর, আর ধূলো কাদা,
হাল্‌কা ফিতায়—আল্‌গোচে বাঁধা
আর কিশোরীর হিয়া।
ব্যাধের বাঁশীর—পথ ভোলা সুরে
আন্‌মনা ছুটে কেন গেলি দূরে
ফিরাব আজি কি দিয়া?
আজ—ছোট ছোট কথা ফুল হ'য়ে ফোটে,
আজ—কৈশোর স্মৃতি কেঁদে কেঁদে ওঠে,
ওরে নিষ্পাপ, অবুঝ, শুভ্র, কালী কেন সারা গায়?
ধুয়ে আয়—মুছে আয়—
একবার ফিরে আয়॥

সাহরা। তা কি আসে? বৃথা—সব বৃথা! আমার সেই কুমারী চোখের সামনে শয়তান যে রঙীন্ মন ভোলানো ছবি এঁকেছিল—তার মোহ কাটাতে না পেরে—আমি এই নরকে নেমে এয়েছি কিন্তু একি! এত কাল পরে আমার মর্ম্মের দুয়ারে আঘাত ক'রে কে

বল্‌ছে এ আমি কোথায় এসে প'ড়েছি! বাপ মা'র আদর হারিয়ে —ভাই বোনের স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে—এ কোন প্রাণহীন আত্মীয় হারা অচিন্‌ রাজ্যে এসে প'ড়্‌লুম! আজ মনে সেই শান্তি শৈশব—সেই কারণে অকারণে হাসি—সেই তর্‌ তরে ঝরণার মত অনাবিল আনন্দ ধারা! আঃ—কী হারিয়েছি!—কী হারিয়েছি—। এ সবার বিনিময় কি পেলাম—মিথ্যা স্তুতি—কদর্য্য ব্যবহার প্রাণহীন স্বার্থপর হাসি! লাল চোখে যে মাতাল আমার পায়ে পায়ে ঘোরে —সাদা চোখে সে আমার দেহে পাদস্পর্শ করতেও ঘৃণা বোধ করে। তবু এই অন্ধকারের মধ্যে আলোক—এই ব্যথার মধ্যে সান্ত্বনা—এই সর্ব্বস্ব হারানো পাশা খেলায় এত কাল পরে আমার লাভ——আমার প্রিয়তম শরৎ। তার প্রত্যেকটী কথায় তার অন্তর এসে সোজা ভঙ্গীতে আমার সাম্‌নে দাঁড়ায়—তার চোখের চাউনি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে তার প্রাণের উন্মাদনা। তার অন্তরের প্রতিদানটী—

শরতের প্রবেশ

শরৎ। সাহারা—

সাহারা। (চকিতে) এস,—এই এখনই তোমার কথাই ভাবছিলাম।

শরৎ। এই ত' ছড়াতে আরম্ভ করেছ সাহারা!

সাহারা। কি?

শরৎ। মোহিনী বিদ্যা, যাদু করার প্রধান অস্ত্রই হচ্ছে ছলনা—সেইটাই আমার উপর নিক্ষেপ করলে!

সাহারা। তার অর্থ?—

শরৎ। অর্থত' খুব সোজা, তুমি এতক্ষণ হয়ত' ব'সে টাকার কথাই ভাবছিলে—অথচ আমি আস্‌তেই আস্‌তেই কেমন চট্‌ ক'রে বলে

ফেল্‌লে "তোমার কথাই ভাবছিলাম"—আমি হয়ত ভাবতেও পারতাম —সত্যিই হয়ত' তুমি আমাকে ভালবাস।

সাহারা। হয়ত ?

শরৎ। তা বৈ কি ?

সাহারা। শরৎ যার হাত পা খোলা আছে—তাকে আঘাত করে রগড় দেখ—ক্ষতি নেই—কিন্তু যার হাত-পা বাঁধা—যে সম্পূর্ণভাবে পর নির্ভর—ফিরে দাঁড়াবার—রুখে দাঁড়াবার—জোর করে কথা কইবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত যার নেই—তাকে নিয়েও তোমার নিষ্ঠুর পরিহাস !

শরৎ। সাহারায় যে মরুদ্যান সৃষ্টি হল যে হে !

সাহারা। জান শরৎ এই কলঙ্কিত জীবনে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে আমি তোমার দেখা পেয়েছি—জান তুমি, এই রসহীন প্রাণহীন জীবনে এক দৃষ্টিতে শুধু তোমার দিকে চেয়ে আছি,—ডুবে মরার পূর্ব্বে সাঁতার দিতে দিতে লোকে যেমন আকাঙ্ক্ষিত চোখে কূলের দিকে চেয়ে থাকে। জানে সে, সে কূল সে পাবেনা—নিয়তি তার ডুবে মরা,—তবুও সে ব্যাকুল চোখে চায় বাঞ্ছিতকে সে জন্মের মত দেখে নেয় আমিও তাই শরৎ—

উদ্গত অশ্রু গোপন করিল

শরৎ। (স্বগতঃ) তুমি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্রহ্মাস্ত্র, তাই তোমাকে একটু ধার দিয়ে নিলাম মাত্র। (প্রকাশ্যে) সাহারা—(সাহারা উত্তর দিল না)—দুঃখ ক'রোনা সাহারা,—চোখের জল মুছে ফেল'—আমি তোমার চোখে জল দেখতে পারিনা—নাও, মুছে ফেল, একটু ঠাট্টাও ক'র্‌ব না সাহারা, ওঠো, চোখ মোছ', আজ আমার বিদায়ের দিনে—আর কেন আমাকে কষ্ট দেবে—

সাহারা। বিদায়ের দিনে !

শরৎ। হাঁ সাহারা, আজ আমাদের শেষ মিলন, আমি কানপুর যাব—চাকুরীর খোঁজ কর্‌তে—সেখানে না পাই—আগ্রা যাব—দিল্লী যাব—এ বাংলা দেশে আর ফির্‌বো না।

সাহারা। চাকুরী খুঁজ্‌তে অতদূরে যাবে! তোমার বাপ মা দুঃখ ক'রবেন না! তোমার ভাই বোন কাঁদবেনা!

শরৎ। কাঁদবার আমার জন্য আর কেউ নেই সাহারা—শুধু তুমি ছাড়া, মা নেই—জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মাকে খেয়েছি। মানুষ হ'য়েছি ঝিয়ের কোলে,—যখন আমার বয়স বছর সাতেক—তখন সে ঝি-ও পালিয়ে গেল, সেই অবধি আমি একাকী। বাবা শাসন কর্‌তেন জানি—ভালবাস্‌তেন কিনা জানিনা,—তা' নইলে সাহারা, জন্মভূমি ছেড়ে জন্মের মত চলে যাবার পূর্ব্বে বিদায় নিতে আসি একমাত্র তোমার কাছে!

সাহারা। নাঃ—তুমি যেওনা—তুমি এখানেই থাক—চাকুরীর চেষ্টা দেখ'—

শরৎ। বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে! তাহ'লে তিনি আমাকে খেতেও দেবেন না—দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবেন। বলেছি ত' সাহারা, জীবনভর—পেয়েছি পিতার শাসন—

সাহারা। নাঃ—তুমি এখানেই থাক—তুমি গেলে আমি বাঁচ্‌বো না,—তুমি উপার্জ্জন ক'র্‌তে না পার—আমি তোমার খরচ চালাব'।—

শরৎ। তুমি! কণ্ঠে তোমার পাপিয়ার ঝঙ্কার—তুমি ইচ্ছা ক'রে গোপন ক'রে রাখ—নয়নে তোমার আগুনের হল্‌কা, তুমি চেষ্টা ক'রে সংযত ক'রে রাখ,—পুরুষ এসে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে—তুমি তেজদৃপ্তার মত রুখে ওঠো। এতকাল তুমি এখানে আছ অথচ তোমার দেহ নিরাভরণ? তুমি উপার্জ্জন ক'রবে! এ আকাশে ইমারৎ কেন গড়্‌ছ সাহারা?

সাহারা। আমি পারব। তুমি আমার কাছে থাক—আমি তোমার কথামত চল্‌ব, আমি আমার সমস্ত দেহ মন দিয়ে তোমার আদেশ পালন ক'রব. সমস্ত শক্তিতে তোমার মনোরঞ্জন করব। পৃথিবীর সব ঘৃণা, সব লাঞ্ছনা, সব কলঙ্ক নিজে বুক পেতে নিয়ে তোমায় আরাম দেব সান্ত্বনা দেব—

শরৎ। (স্বগতঃ) ইস্—হাবুডুবু থাচ্ছেন। আচ্ছা, (প্রকাশ্যে) সাহারা, তুমি দেবী, এ নরককুণ্ড তোমার স্থান নয়—এখানে কেন এলে—

সাহারা। না—না—আর জাগিয়ে তুলোনা, তাকে ঘুমুতে দাও—অসাড়ে ঘুমুতে দাও,—নৈলে সে স্মৃতির দাহ আমাকে পাগল ক'রে দেবে—যতক্ষণ কাছে আছ—যতক্ষণ পাশে আছ—ততক্ষণ আমার আনন্দ। যখনি তুমি চলে যাবে—তখনি আবার দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে উঠ্‌বে—স্মৃতির চিতা! সেই অতীত—আমার মন ভোলান অতীত—

শরৎ। সাহারা, বিধাতা কি তোমাকে শুধু প্রণয়ের একবিন্দু অনুভূতি দিয়ে গ'ড়েছিল? তোমার ভিতর যা কিছু সবটুকুই কি আলো! সবটুকুই কি মধু! সবটুকুই কি প্রেম! ওই আলোভরা রূপ-যৌবনের অর্ঘ্য সাজিয়ে কোন হৃদয়হীনের পিছন-পিছন ছুটেছিলে পথহারা নারী?

সাহারা। সে বাণ—সে বৈচিত্র্যহীন উপন্যাস শুনে আর কি হবে শরৎ যে তীর নিজের অনবধানতায় আমি ছুঁড়ে মেরেছি—আর কখনও সে আমার হাতে ফিরে আস্‌বেনা, তার জন্য বৃথা আক্ষেপে আর ফল কি? রোজকার খবরের কাগজে যে সংবাদ তোমরা পড়—আমার ইতিহাসও তারই একটী, কিন্তু কি আশ্চর্য্য শরৎ—জগতে যার জ্ঞান সবচেয়ে বেশী ভুলও তারই সবচেয়ে বেশী। কখন যে নিজের অজ্ঞাতে আমি এই পাপ-পথের দিকে পা বাড়িয়েছিলাম তা' আমি সহস্র চেষ্টাতেও আজ স্মরণ ক'র্‌তে পারিনা। তন্দ্রাবিষ্টের

ন্যায় সহজ সরল গতিতে ছুটে এসেছি—যখন ধাক্কা খেয়ে জ্ঞান ফিরে এল—তখন আচম্‌কা জেগে উঠে দেখি আমি এই নরককুণ্ডে।

শরৎ। আর সে পাপিষ্ঠ ?

সাহারা। তার কি অপরাধ? সে তার পিতৃগৃহে ফিরে গিয়েছে এতটুকুও কৈফিয়ৎ তার কাছে সমাজ চায়নি, যাবার সময় আমার এতবড় মহৎ উপকারের প্রতিদান স্বরূপ আমার গহনা ক'খানা সে নিয়ে গিয়েছে। সে যে পুরুষ—সে যে সমাজের অঙ্গ—তার অপরাধ কি? অপরাধ আমার, আমি নারী—আমার সমাজে স্থান নেই। সে আমাকে প্রলোভন দেখিয়েছিল? তা ত' দেখাবেই,, সে যে পুরুষ—প্রলোভিত করাই তার রীতি! আমি কেন বুঝলামনা—আমার কেন পদস্খলন হ'ল? সমাজের পুরুষের হাতের তৈরী কবাট সশব্দে আমার ফেরার দরোজা রুদ্ধ হ'য়ে গেল—

শরৎ। এতবড় একটা বন্যা তোমার এই জীবনের উপর দিয়ে ব'য়ে গেছে—অথচ তোমায় দেখ্‌লে ত তা' মনে হয়না,—আজও এতদিন পরেও তাহ'লে তার জন্য তোমার প্রাণ কাঁদে!

সাহারা। না, যে মুহূর্ত্তে তার স্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত দেখলাম—আমাকে এই পচা দুর্গন্ধ গর্ত্তে নিক্ষেপ ক'রে অনায়াসে সে নিজের গৌরবময় আসনে পুনরায় ফিরে গেল, যাবার সময়ে আমার গা থেকে গহনা ক'খানাও নিয়ে গেল—বিস্ময়ে আমি নির্ব্বাক হ'য়ে রইলাম। এ অভিজ্ঞতা জীবনে তখন প্রথম, তারপর সব মাদকতা ছুটে গেল—প্রেমের নেশা ছুটে গেল—চেয়ে দেখলাম—সব ভ্রম—সব মিথ্যা তখন একটা বিজাতীয় ঘৃণা আমার বুকে এসে বাসা বেঁধে রইল,—তার উপর, জগতের উপর আমার আস্থা রইল না।

শরৎ। শেষে আমি তোমায় দেখলুম—একটি ঝরা শিউলী, ম্লান—তবু

মধুর—উচ্ছিষ্ট তবু সুবাসিত। আজ তোমাকে সে কথা বল্‌তে আমার লজ্জা নেই—সাহারা আমি আত্মহারা হ'লেম। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে—তেম্‌নি ক'রে তুমি আমাকে টেনে এনেছ—ফিরবার ফুরসুৎ পাইনি। এতদিন বলিনি—আজ বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে সাহারা,—আজ কুণ্ঠালজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে একটা গোপন সত্য প্রকাশ ক'রে গেলাম—সাহারা, প্রিয়তমে—

সাহারা। না আর কাঁদিও না,—হে প্রিয়, হে আমার ব্যথাভরা জীবনের অহোরাত্র কাঁদনের মাঝে ক্ষণেকের সান্ত্বনা, আর আমায় কাঁদিও না—প্রিয়তম—

শরৎ। চলো সাহারা,—তোমাকে নিয়ে আমি কোনও দূরদেশে চ'লে যাই—যেখানে সমাজ আমাদের বিবাহে চোখ রাঙাতে পারবেনা—যেখানে তোমার আমার অবাধ মিলনের পথে কোনও কাঁটা থাক্‌বে না ;—যেখানে আমি স্বামী, তুমি স্ত্রী, যাবে সাহারা ?

সাহারা। শরৎ, তুমি কি দেবতা,—তা' নৈলে আমার অন্তরের এ গোপন দুরাশা তুমি জান্‌লে কি ক'রে ?

শরৎ। দূরে—বহু দূরে। যেখানে বাঙ্গালী নাই। কিন্তু সাহারা এ যে বহু ব্যয় সাপেক্ষ, অর্থের সংগ্রহ কি ক'রে হবে সাহারা ?

সাহারা। শরৎ, আর একটি সপ্তাহ অপেক্ষা কর। আমি তোমার জন্য আমার নিজের আশাভরা ভবিষ্যতের জন্য—আজ থেকে যেভাবেই হোক্—অর্থের সংস্থান ক'র্‌ব।

শরৎ। তুমি পাগল সাহারা! একি এত সহজ—একি অল্প টাকার কাজ ? সেখানে তুমি থাক্‌বে আমার স্ত্রী,—আমি স্বামী, তুমি কি মুজ্‌রো গেয়ে কি অন্য কোনও উপায়ে টাকা উপার্জ্জন ক'র্‌তে পার্‌বে ? তা' হ'লে কি আমাদের সম্মান থাক্‌বে ?

সাহারা। তবে কি হ'বে ? কি ক'র্‌ব ?

শরৎ। যে পর্য্যন্ত আমি কোন সম্মানিত চাকুরী সংগ্রহ করতে না পার্‌ব—সে পর্য্যন্ত ভদ্রভাবে আমাদের ঘর-সংসার চালাতে হবে,—আমার বিদ্যাও তেমন বেশী নয় সাহারা,—চাকুরী সংগ্রহ ক'র্‌তেও বিলম্ব হবে—ততদিন অজস্র অর্থের আবশ্যক।

সাহারা। তোমার এ চাকুরীর কি হ'ল শরৎ?

শরৎ। (স্বগতঃ) এইবার উপযুক্ত সময়! (প্রকাশ্যে) দেখ সাহারা এক উপায় আছে,—যদি তাই পার, আমরা বহু অর্থ সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌ব! কিন্তু এ সমস্তই তোমার হাতে—

সাহারা। বল শরৎ—কি উপায় আছে! আমি পার্‌বো—নিশ্চয় পারবো—আর আমার দ্বিধা নেই—সঙ্কোচ নেই—যে কোনও কাজ হোক্—যত ঘৃণ্য, যত পৈশাচিক হোক্, আমি চাই টাকা—

শরৎ। পার্‌বে!

সাহারা। নিশ্চয় পার্‌ব।

শরৎ। ওস্‌মান গুণ্ডার সঙ্গে তোমার আলাপ আছে না?

সাহারা। হাঁ আছে। সে আমাকে মা ব'লে ডাকে—

শরৎ। তবে এস, তাকে আস্‌তে খবর দেই—আর সেই সঙ্গে কি ক'র্‌তে হবে তোমাকে বুঝিয়ে বলি—

সাহারা। চ'ল—

উভয়ের বাহিরে প্রস্থান

মদের বোতল লইয়া কেশববাবুর প্রবেশ

কেশব। একি! পিঞ্জর যে করোতি হাহাকারং। পাখীটি কোথায় গেল! যাঃ—আজকার যাত্রাই নিষ্ফল—আজ এত আশা ক'রে এলাম—সে মেয়েটী কোথায় গেল! যাক্—এরই একটু সদ্ব্যবহার করা যাক্—(মদ্যপান)

যাই, সেই পুরানো দলটাকেই ডেকে আনিগে—একটু নাচ্ গান না হ'লে কি এ জমে? তা' হলেত' বাড়ী বসেই চালাতে পার্‌তুম—

প্রস্থান

শরৎ ও সাহারার পুনঃ প্রবেশ

শরৎ। তা' হ'লে আজ থেকে তুমি পটল? কিন্তু খুব সাবধানের সঙ্গে এ কাজ ক'র্‌তে হবে।

সাহারা। কর্‌ব, এ আমার সাধনা—এ আমার প্রায়শ্চিত্ত।

শরৎ। ওসমান আস্‌বে ত'?

সাহারা। নিশ্চয়, বাইরে সে যত বড়ই পাষণ্ড হোক্ না কেন? আমার কাছে সে ছেলের মতই দুর্ব্বল—বাধ্য।

শরৎ। আচ্ছা, কিন্তু তুমি খুব সতর্কভাবে কাজ করো।

সাহারা। আমার জন্য তোমাকে ভাব্‌তে হবে না—কিন্তু তুমিও মনে রেখো—তেমনি পবিত্র—তেমনি নিষ্পাপ—তাকে আবার সেইখানে ফিরিয়ে দিয়ে আস্‌বে।

শরৎ। তুমি আমাকে সন্দেহ কর সাহারা?

সাহারা। না, একবিন্দুও না, আমার নিজের চাইতেও তোমার উপর আমার অগাধ বিশ্বাস কিন্তু তবু নারী—তাই নারীর অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার বুক কেঁপে ওঠে! যাক্ গে—কি নাম বল্লে না?

শরৎ। নির্ম্মল—

সাহারা। হাঁ নির্ম্মল—নির্ম্মল।

কেশববাবুর সহিত পতিতাগণের প্রবেশ

কেশব। এই যে! শরৎবাবুও আছো! তোমরা যে ভানুমতির খেল্ দেখাচ্ছ হে! একটু আগে এসে দেখলাম—সব শূন্য! ব্যস্, মুহূর্ত্তে নন্দনকানন প্রতিষ্ঠা হ'ল! যাক্ এখন চলুক—কি বল শরৎবাবু!

শরৎ। মন্দ কি ?

১মা। শুধু গাইব কেশববাবু !

কেশব। শুধু গাইবে কি হে। তা হলে এত কষ্ট ক'রে তোমাদের ডেকে আনবার কি আবশ্যক ছিল? ঘরে ব'সে একখানা রেকর্ডের গান শুন্‌লেও ত' চল্‌ত !

১মা। নে, ভাই, ওঠ—কেশববাবুর সঙ্গে কথায় পারা দায।

নৃত্যগীত

দোলে যৌবন হেম তরী,—
দেহ তটিনীর নিটোল বাঁধন—
কেঁপে ওঠে থরহরি।
বাহুতলে ঢেউ ধায
অলস আবেশে লুটায়ে পড়ে সে…
মরণের কিনারায।
ওঠে উচ্ছল কলহাসি
করে গুঞ্জন 'ভালবাসি'
রূপের পিয়ালা কূলে কূলে ঢালা—
অধরেতে রা'খ ধরি'।

নৃত্যগীত মধ্যে শরৎ ও সাহারা কথা কহিতেছিল—কেশব মধ্যে মধ্যে—বক্র কটাক্ষে তাহা লক্ষ্য করিতেছিল
—গীতান্তে শরতের নির্দেশানুসারে

সাহারা। (মদের গ্লাস লইয়া) নিন্‌ কেশববাবু—

কেশব। আরে একি ! তুমি নিজে ! শরৎবাবু, ব্যাপারখানা কি ?

শরৎ। আরে কোঁৎ ক'রে গিলে ফেল কেশববাবু,—পটল নিজের হাতে দিচ্ছে—

কেশব। পটল ! এই যে শুন্‌লাম ভ্রেমরো না মাতোয়ারা কি ?

সাহারা। আমার ছেলেবেলার নাম পটলী—

কেশব। শরৎবাবু, তুমিত' আচ্ছা খেলোয়াড় হে! অতটুকু মেয়েটীর ছেলেবেলাটা হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে এরই মধ্যে ঐ পুরানো পচা নামটী টেনে বে'র ক'রে এনেছ? বাঃ—বলিহারী!

১মা। তোমার নাম 'পটল' ভাই! বাঃ বেশ নামটী! তুমিও যেমন ছোট-খাটো গোল গালটী—নামটীও তেম্‌নি হ'য়েছে! আমরা তোমায় পটল ব'লেই ডাক্‌ব, ও সাহাবা—সাহারা ভাই আমাদের মুখ দিয়ে বেরোয় না।

২য়া। শ্বেত-শতদল দিদি, তোমার অত বড় নামও ভাই, আমার মুখ থেকে বেরোয় না তুমিও যেমন আড়ে দীঘে সমান—তোমাকে আমরা বাঁধা কপি বলেই ডাক্‌ব?

১মা। কি করি বল ভাই! ঘি দুধ খেলেই চেহারা এমনি হবে—তোমাদের মত রাতের বেলা দু'পয়সার ফ্লুরী আর এক ঘটী জল খেয়েত' থাক্‌তে পারিনি ভাই—

২য়া। তা' বটেইত', দু'পয়সার ফুলুরীতে তোমার কি হবে! অন্ততঃ আট আনার ত' চাই—যা তোমার পেট—যেন আগ্রার তাজমহল—

কেশব। এই ত, কথা কাটা-কাটি ক'রে তোমরা সময় নষ্ট করে দিচ্ছ—নাও একটু মুখে দিয়ে—আর একখানা নূতন ধরণের ~~গান গাও, ও বিগত যৌবনের যৌবনতরী দোলানোর গানে আর কাজ নেই~~!

সকলের মদ্যপান

১মা। মাইরি কেশববাবু, আমি নাচ্‌তে পার্‌বোনা ভাই, আমি বড় হাঁপিয়ে প'ড়েছি—

কেশব। তবে তুমি ওদের সঙ্গে ধোমা দাও—; নাও হে, তাড়াতাড়ি—

২য়া। কেন গো, মাথা কিনেছো নাকি! একটু জিরুতেও পাবনা—

কেশব। বায়না দিয়ে এনেছি, ঘণ্টা চুক্তি—জিরুলে চ'লবে কেন? ~~নাও ধর—~~

সাহারা। গাও ভাই,—তোমাদের ইচ্ছা চ'লবে কেন? তোমরা কলের পুতুল—দম দিলেই চলতে হবে—

কেশব। নাও—নাও—নাচো—গাও—(মদ্যপান)

নৃত্যগীত

তবু নাচো—তবু গাও।
যতদিন বাঁচো—কৃপা যদি যাচো
নাচিয়া গাহিয়া যাও।
মর যদি মর,—খেলার পুতুল—আবার কিনিয়া লব—
নারীত্ব হারা—ওবে প্রাণ হীনা—অনুভূতি কোথা তব?
কাঁদিতে বলিলে কাঁদিবে—
রূপোপজীবিনী, লইতে হইবে করুণা ক'রে যে যা দিবে,
ছুঁড়ে যদি ফেলে দূরে—
ঘৃণিত আঁস্তাকুড়ে।
তবে সেখানেই ঠাঁই—আর স্থান নাই—নাড়িয়োনা এ পাও।

গীত মধ্যে মদ খাইতে খাইতে কেশববাবু মাতালের ভান করিয়া পড়িয়া রহিলেন;—শরৎ ও সাহারা নিঃশব্দে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল

১মা। ও কেশববাবু! ভুঁই নিয়েছেবে! ~~চল—ঘরে চল—এর পর এসে টাকা নেওয়া যাবে—~~ চল ঘরে চল—

~~২য়া। চল—বাঁধাকপি, ঘি, দুধ খাবে চল—~~

~~১মা। ছুঁড়ি কি বজ্জাত—~~

প্রস্থান

কেশববাবু সহসা উঠিয়া বসিলেন

কেশব। (স্বগতঃ) এবার আমাকেও গোপন করে যেন কি পরামর্শ করা হচ্ছে, আমাকে জান্‌তে দেবেনা ব'লে সাফ্ সরেছে, আচ্ছা দেখা যাক্ কি কর্‌ছে ?

দরজার কাছে গিয়া উঁকি মারিয়া

আবও একজনকে ? এখান থেকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না—

জানালার কাছে গিয়া, জানালাটী ঈষৎ ফাঁক করিয়া

ওঃ বাবা, এ যে ওস্‌মান ! গুণ্ডার সর্দ্দার ওস্‌মান ! একে আবার কেন ? এইবার বোধ হয় ছোঁড়াটাকে খুন-টুন কর্‌বে—তাই এত গোপন পরামর্শ ! সেদিন আমাকে দিয়ে ছোঁড়াটার নামে কতকগুলি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে ত' মেয়েটার দুচোখের বিষ তৈরী করেছে—এখন তার প্রাণটুকু না নিয়ে ক্ষান্ত হবেনা, সাবাস্ শরৎচন্দ্র, আমি পাপাত্মা তুমি আমারও উপরে, তুমি পাপ সম্ভব, ওই যে, আংটী, রিষ্ট ওয়াচ্, কতকগুলো নোট হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়েছে—মেলা নোট যে, এ বুঝি বায়না, ঐ যে যুগলে আস্‌ছেন।

পূর্ব্বস্থানে উপবেশন

শরৎ ও সাহারার প্রবেশ

শরৎ। এ কি কেশববাবু ? এখনও জমি নাও নি ! বোতলকে বোতল উজাড় ক'র্‌লে—তোমার ত' আচ্ছা হজমি শক্তি হে !

কেশব। কোন অসুবিধা হচ্ছে আমি সজ্ঞানে থাকায় ? তা' হ'লে আরও দু' এক বোতল চালাও—

শরৎ। বোতল কি আর আস্ত আছে ? সব ক'টারই ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত চুষে খেয়েছ—এখন একটা কাজ যদি ক'রতে পার, তবে জুটতে পারে

এগিয়ে গলির মোড়ে নীহার আছে ; তাকে তিন্‌টে টাকা দিয়ে যদি আন্‌তে পার—আমার নাম ব'লোনা কিন্তু, এমনিই আমি আজকাল এই ঘরে আসি যাই ব'লে দমফেটে মারা যায়—তার ওপর আমার এর ঘরে দরকার বল্লে কক্ষনো দেবেনা, নিজের নাম করে যদি পার।

কেশব। টাকা ?

শরৎ। পকেট ক'টি কেটে কি বাড়ী রেখে এসেছ হে ? আমি টাকা যোগাব ?

কেশব। শরৎবাবু—kindly—

করযোড়ে দাঁড়াইল এবং শরৎ টাকা দিলে লইয়া সন্দিগ্ধভাবে

প্রস্থান

সাহাবা। টাকা ক'টা বৃথা গেল ? এক্ষুনি ফিরবে—

শরৎ। ফির্‌বে ? নীহারের ঘর থেকে ? সে আর কাল ভোরে কাঁদতে কাঁদতে—আমার টাকাও গেল—বন্ধুও গেল—কাল ভোরে নীহারের ঘর থেকে আমার বন্ধুর—মলাট দু'খানা নিয়ে বাড়ী যাব—(হাস্য) যাক্—শোন, সেই বাগান বাড়ীতেই তাকে আট্‌কে রাখ্‌বে—ঘুণাক্ষরেও আমার কথা ব'লোনা, ব'লো—"নির্ম্মলের কাজ—সে তোমার জন্য পাগল তাকে বিয়ে কর—নইলে সেও মর্‌বে—তোমাকেও মারবে।" এমনি সব গুছিয়ে গাছিয়ে ব'ল্‌বে—দেখো যেন ঘুণাক্ষরেও তোমাকে সন্দেহ না করে, সে কিন্তু ভয়ানক বুদ্ধিমতী—

সাহারা। দেখা যাক্ আমি হারি কি সে হারে ?—

শরৎ। তোমার ঐকান্তিক ইচ্ছার কাছে তার বুদ্ধিতে কিছুই আস্‌বে যাবেনা। তোমাকে আমি একটা চিঠির মুসাবিদা ক'রে দেবো। তুমি "জনৈকা বিপন্না নারী" নাম দিয়ে চিঠিটা Post ক'রে দেবে, যদি টোপ গেলে—তোমার সেই যুঁই ঝাড়ের তলায় দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে খুব

কথার বহর ছুটিয়ে দেবে। অবশ্য জানালা খোলা রেখে, দৃশ্যটা একবার আবার মেয়েটাকে দেখান' চাইত?

সাহারা। মেয়েটী দেখ্‌তে কেমন?

শরৎ। দেখ্‌তে ভারী সুন্দর—

সাহারা। আমি পার্‌ব না—

শরৎ। পার্‌বেনা!

সাহারা। শরৎবাবু! কেনই যেন আমার মনে হচ্ছে এ কাজে আমি আমার সর্ব্বস্ব তোমাকে হারাব, সে খুব সুন্দরী, কি জানি আমার ভাগ্য মন্দ, নাঃ শরৎ, এ পথ পরিত্যাগ কব।

শরৎ। মাঝ দরিয়ায় এনে এখন দোল দিচ্ছ কেন সুন্দরী? এমন ত' কথা ছিলনা।—

সাহারা। সব কথা ত' আগে খুলে বলনি।

শরৎ। বলিনি। কোন কথা!

সাহারা। সে খুব সুন্দরী—

শরৎ। এইবার হাসালে সাহারা। সুন্দরী হ'লেই যদি ভালবাসতে হয় তবে তোমার ঐ উলঙ্গ মেমের ছবিটাকে সবার আগে ভালবাস্‌তাম— আর রাগ ক'রোনা সাহারা সমস্ত জগতের সৌন্দর্য্যকে উপেক্ষা করে তোমার এখানকার মাটী কামড়ে শরৎ মিত্র পড়ে থাকত না। যার যাকে ভাল লাগে, যাক্‌. অপ্রিয় কথায় দরকার নেই। ভালবাসা-বাসির ব্যাপার এর মধ্যে এক ফোঁটাও নেই, আমি চাই তার টাকা —তার অগাধ সম্পত্তি। তা নইলে কথায় কথায় কৈফিয়ৎ নেওয়া— মেয়েকে ভালবাসার মত ধৈর্য্য ও দুর্ব্বলতা আমার নেই এ আমি করছি কার জন্য সাহারা—? এ মহাপাতক এ বিশ্বাসঘাতকতা— এ প্রাণান্ত পরিশ্রমে অর্থোপার্জ্জন—এ কার জন্য? কার জীবনের কলঙ্ক মুছিয়ে—সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য? তোমার।

জান সাহারা, তোমার। তোমাকে আমি ভালবাসি কিনা—বিনিয়ে বিনিয়ে সে প্রমাণ দেওয়ার মত মেয়েলী স্বভাব আমার নেই, আমার লাভে তোমার লাভ হবে যদি মনে কর—আমাকে সাহায্য ক'রো—না হয় ক'রোনা। (ক্ষণপরে) তবে আমাকে সাহায্য করা তোমার কর্ত্তব্য—

সাহারা। কেন ?

শরৎ। আমার টাকার প্রয়োজনও সাহারা তোমার চপল জীবনের ভুল শোধরাবার জন্য আবার নারীর মত সমাজের মাঝে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রবার জন্য— ভালবাসা ! তার তোমরা কি বুঝবে, তোমরা ভালবাস এ তোমাদের ব্যবসা—তোমরা তা'তে বড়লোক হও। আমরা ভালবাসি এ আমাদের নেশা—আমরা তাতে ফতুর হই। সেই মেয়েটা তার ভাইটার উপর চটে গেলেই আমার বাধ্য হয়ে পড়বে,—তারপর তার কাছ থেকে সম্পত্তিটা কিংবা বেশ কতকগুলো টাকা মা'রবো—এই আমার ইচ্ছা—আর সে ইচ্ছা আমার তোমারই জন্য—

কেশবের প্রবেশ

তুমি আস্তে পারলে কেশববাবু !

সাহারা। তোমাকে এরই মধ্যে ছাড়লে নীহারদি ?

কেশব। জেনে-শুনে বাবা বাঘিণীর গহ্বরে পাঠিয়েছিলে আমাকে তার বাচ্চা আনবার জন্যে ! ভেবেছিলে যে আর ফিরবোনা—তা' দেখ এই ফিরেছি অক্ষত দেহে (বোতল দেখাইয়া) সঙ্গে এই দেখ বাচ্চাও এনেছি—

শরৎ। কি করে কাটান পেলে ?

কেশব। কাটান মন্তর জানি যে হে। নরশোণিতের আস্বাদ পেয়েছে কিনা—তাই শীকার দেখেই যাই বাঘিনী লোলুপ জিহ্বা বিস্তার ক'রে ছুটে এল অমনি দিলুম মন্তর ঝেড়ে—

সাহারা। কি মন্তর হে ?

কেশব। 'মা' মন্তর। একটিবার উচ্চারণে বাঘিনী মানুষ হ'য়ে গেল। 'মা'—ব্যস্ একটী কথা একটী অক্ষর—মুখ, চোখ, হাবভাব একেবারে magicএর মত বদ্‌লে গেল, দাম পর্য্যন্ত নিলে না হে ?– এই নাও তোমার টাকা। (টাকা প্রদান) মাতালটার কাণে দু'টী উপদেশও এসে পৌঁছেছে—"আর কখনও মদ খেওনা বাবা"—এ উপদেশটা কে জান ? তোমাদের ঐ এক ডাকে চেনা নীহারদি ! রাঙ্গা জলে যে ভোরে উঠে কুলকুচো করে সেই নীহার তুমি ত' তার কাছে পটল হে—এক রোদের তাতে কাত'। তোমরা কি পরামর্শ করবার জন্য সরিয়েছ—জান্‌বার জন্য তাড়াতাড়ি এসে অনেকক্ষণ দোরের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম।

সাহারার প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করিয়া

শরৎ। সত্যি নাকি—শুনেছ কিছু,—

কেশব। আগের টুকু শুনতে পাইনি, তবে তোমার ঐ lecture এর মাঝখানটা এসে পড়েছিলাম।

শরৎ। (জনান্তিকে) সাহারা, এবার তুমি জাগো ! আর বালিকা বধুর মত লজ্জা করলে চ'লবেনা তোমার নয়নের বানে—হাসির মাদকতায়—গানের মোহে—সৌন্দর্য্যের প্রভাবে ওকে বাধ্য করে নাও—এই তোমার পরীক্ষা আরম্ভ। এই ছলনার রাজ্যে তুমি হও প্রধান অভিনেত্রী—

সাহারা। (উঠিয়া) সত্যি করে বলুননা কেশব বাবু ! আমি শরৎ বাবুকে বেশী ভালবাসি—না ও আমাকে বেশী ভালবাসে ?

কেশব। সমতুল ! সমতুল ! আমি কাকে রেখে যে কাকে তারিফ ক'র্‌বো তা' বুঝে উঠতে পাচ্ছিনা—(মদ্যপান)

সাহারার গীত

সমতুল সমতুল
ভুল তব সব ভুল
মেপে দেখ দেখি খুঁজে পাও নাকি
কম বেশী একচুল।

শরৎবাবু হে। ওসব ছাড়, ছেড়ে ছুড়ে তোমার পটলকে নিয়ে একটা কবির দল খুলে দাও—ও মুখে মুখে যা র'চে গান করে—(মদ্যপান)

শরৎ। যা বলেছ কেশব বাবু!—ওর সবই মুখে মুখে, ভিতর পর্য্যন্ত পৌঁছায় না—

সাহারার গীত

সবই, মুখে মুখে সখা মুখে,
যেন চখা চখি থাকে মন সুখে।
মুখে মুখে আঁকা যুগল ছবি—
ফুলের মুখে যেন ভোরের রবি
শশী আঁকা যেন নদীবুকে।

শরৎ। যাক্, রাত হ'য়েছে আমরা চল্লুম। এসহে কেশববাবু—চল্লাম সাহারা—মনে থাকে যেন।

উভয়ের প্রস্থান

নেপথ্যে কেশব। আঃ বড্ড বাধা পেয়েছি হে—যাত্রাটা বদল ক'রে আসি—

ভিতরে প্রবেশ

কেশব। (নিম্নস্বরে) ছিপ্‌টা শক্ত হাতে ধরে রেখো পটল—হেঁচকা টানে ছিপ শুদ্ধ না জলে যায়।

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বিজলীর বাটীর সম্মুখ ভাগ, সম্মুখে প্রাচীর ; প্রাচীর গাত্রে দরোজা। রাত্রি বারোটা ঘোর অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। বিজলীর দ্বিতলস্থ কক্ষে আলো দেখা যাইতেছে। কক্ষের সম্মুখে রেলিংঘেরা বারান্দা একপার্শ্বে সিঁড়ি। বারান্দায় একটী হ্যারিকেন হস্তে দয়া। বিজলীর কক্ষে উঁকি মারিয়া দেখিল। ভিতরে কেহ সজাগ নাই দেখিয়া কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল। হ্যারিকেন বারান্দায় রহিল, ক্ষণপরে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিল। হাতে পিস্তল। পিস্তলটী খুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল বুঝিল গুলিভরা। ভাল করিয়া কোমরে অাঁটিয়া লইয়া ধীরে ধীরে কক্ষের দরোজা বন্ধ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে আরম্ভ করিল—আস্তে আস্তে প্রাচীরের বড় দরোজা উন্মুক্ত হইল। অতি সন্তর্পণে দয়া বাহিরে আসিল। বাহির হইতে দরোজাটী টানিয়া ভালরূপ ভেজাইয়া দিল। হ্যারিকেনের আলোটী বাড়াইয়া লইল। পরে আপন মনে বলিল—

জগন্নাথ গিয়ে অবধি কোনও খবর নেই ফিরেও এলো না—এর কারণ কি ? দেখি যদি কোন সন্ধান পাই।

বলিয়া সম্মুখের পথ বাহিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। আবার সমস্ত অন্ধকার হইল। ক্ষণপরে বিজলী দ্বিতলের কক্ষ খুলিয়া বারান্দায় আসিল। সুপ্তোত্থিতা—বিস্রস্ত-বসনা রেলিংএ ভর দিয়া আকাশপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবনা অসীম, অনন্ত। ঘড়িতে নয়টা বাজিলে চমক ভাঙ্গিল। পরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কক্ষমধ্যে অন্তর্হিতা হইল। অন্য-মনস্ক সুরে পিঁয়ানোর বাজনা শোনা গেল। প্রাচীরের বাহিরে অন্ধকারে গা ঢাকিয়া একজন লোক প্রবেশ করিল। চারিদিক দেখিয়া চলিয়া গেল। ক্রমে আবছায়ার মত দুটী মূর্ত্তি প্রাচীরের বাহিরে আসিল। একজন অন্যকে দ্বিতলস্থ বিজলীর কক্ষ ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় মুখখানি দেখা গেল। মুখখানি শরতের। অন্য লোকটী প্রাচীরের চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণপরে পাঁচজন লোকের প্রবেশ, বিকট চেহারা লোকগুলি গুণ্ডা। একজন অতি সন্তর্পণে প্রাচীরে হাতুড়ীর দ্বারা দুইটী করিয়া বৃহৎ পেরেক পুঁতিয়া তাহার উপরে দাঁড়াইয়া আরও দুইটী করিয়া লোহা পুঁতিতে পুঁতিতে প্রাচীরের উপর দাঁড়াইল—পরে পেরেকের গায় দড়ি বাঁধিয়া ভিতরে নামিয়া

পড়িল। তৎপরে একজন করিয়া চারিজন লোক ভিতরে প্রবেশ করিল। একজন ঘুরিয়া পাহারা দিতে দিতে অন্য দিকে প্রস্থান করিল। তাহার হাতে একখানা তীক্ষ্ণ ধার ভোজালী। গুণ্ডাগণ বারাণ্ডা বাহিয়া ধীরে ধীরে কক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রস্তুত হইয়া লইল। পরে এক যোগে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। একটা ক্ষীণ আর্ত্তচীৎকার পর মুহূর্ত্তেই বন্ধ হইয়া গেল, হাত, পা, মুখ, বান্ধা অবস্থায় বিজলীকে লইয়া গুণ্ডাগণ বারাণ্ডায় আসিল। দয়া আসিয়া সেই দৃশ্য দেখিয়াই আলোটী কমাইয়া দূরে রাখিল এবং প্রাচীরের দরোজার নিকটে অতি সন্তর্পণে দাঁড়াইল। গুণ্ডাগণ বিজলীকে লইয়া সদর দরোজা দিয়া বাহিরে আসিতেই দয়ার পিস্তলের আওয়াজ হইল। "গুড়ুম" একজন গুণ্ডা পড়িয়া গেল। পুনরায় গুলি করিতে যাইবে এমন সময় বাহিরের গুণ্ডা অতর্কিত ভাবে ভোজালীর দ্বারা দয়ার স্কন্ধে আঘাত করিল। দয়া পড়িয়া গেল! অজস্র ধারে রক্ত। হ্যারিকেনটী আঘাতে পড়িয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। স্থানটী আলোকিত হইল। এই অবকাশে বিজলীকে লইয়া দ্রুত পলায়ন করিল। অন্য দস্যুটী আহত দস্যুটীকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল—তাহার মৃত্যু হইয়াছে। স্বীয় ভোজালী দ্বারা মৃত গুণ্ডার মাথা কাটিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। পাছে কেহ পরিচয়ের কোন সূত্র পায়।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিজলীর বাটীর কক্ষ। একপার্শ্বে শয্যা—শয্যায় দয়া শায়িতা—শয্যার পার্শ্বে টিপয়ের উপর ঔষধ, শিশি, ছোট কাঁচের গ্লাস এবং অন্যান্য আসবাব। অন্য পার্শ্বে একখানি ছোট টেবিল ও কয়েকখানি চেয়ার। গৃহসজ্জা খুব বেশী নহে, তবে সুপরিচ্ছন্ন। একখানি চেয়ারে জগন্নাথ উপবিষ্ট একখানি পা amputated—মধ্যে মধ্যে দয়ার দিকে চাহিতেছে।

ভজহরির প্রবেশ

ভজহরি। এখনও ত' কেউ এলেন না।

জগন্নাথ। নৌকা কি ফিরে এসেছে ?

ভজহরি। আজ্ঞে এখনও ফেরে নি—তবে এতক্ষণে ফিরে আস্‌বার সময় হ'য়েছে।

জগন্নাথ। তা' হ'লে ঘাটে গিয়ে নৌকার জন্য অপেক্ষা করগে'—

ভজহরি। (যাইতে যাইতে) এমন সর্ব্বনাশ কে কল্লে? আমার দিদিমণি—আমার সোণার দিদিমণি—আমার—

ক্রন্দন

জগন্নাথ। ভজা—

ভজহরি। আজ্ঞে—

জগন্নাথ। তুই কোন ঘরে ছিলি ?

ভজহরি। আজ্ঞে নীচের ঘরে। কিচ্ছু সাড়াশব্দ পাইনি—হঠাৎ পিস্তলের আওয়াজে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে—প্রথমেই গেলাম

দোতলায়—গিয়ে দেখি দিদিমণি ঘরে নেই—দরোজা খোলা, আসবাব পত্র কতক ভাঙ্গা কতক ছড়ানো—চেয়ার উল্টানো—ভাবলাম্ বুঝি ডাকাতে টাকা কড়ি লুটে নিয়ে গেছে—শেষে রামা চেঁচিয়ে নীচে থেকে বল্লে ঝিমাকে খুন করে রেখে গেছে',—ছুটে নীচে গিয়ে দেখি—সদর দরোজার বাইরে ঝিমা অজ্ঞান—মরার মত পড়ে আছেন—রক্তে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে—আর ঐ মাথা কাটা লোকটা—

জগন্নাথ। পুলিশে সংবাদ দিয়েও কোন লাভ হ'ল না। তারা করবেই বা কি ? মাথা কাটা মুদ্দা দেখে ত' আর কেউ মানুষ চিনতে পারে না। এখন মা লক্ষ্মীর সংবাদ পেলে হ'ত। বিজনবাবু নির্ম্মলবাবুকে সংবাদ দিলাম—তাঁরাও এলেন না—বেণীবাবুও এলেন না—টেলিগ্রাম করেছেন—'ডিটেকটিভ লাগানো হ'য়েছে'—এখন কি কর্ব্ব ? নিজের হাঁটতে চলতে জীবনান্ত, একখানা পা জন্মের মত অকর্ম্মণ্য হ'য়ে গিয়েছে—কী যে কর্‌ব, হা অদৃষ্ট ! হাঁরে তুই এখনও যাস্‌নি ?

ভজহরি। যাই—(গমনোদ্যত ও সহসা) এই যে ছোটবাবু এসেছেন—

শরতের দ্রুত প্রবেশ

শরৎ। (কম্পিত ক্রোধে) চাব্‌কে সব লাল কর্‌ব—যত সব ছুঁচো বজ্জাতের দল—একধার দিয়ে হাত পা বেঁধে তবে চাবুক মার্‌ব। এই যে বুড়ো হাড়্গিলে ঠ্যাং ভেঙ্গে বসে আছ—এসব শুন্‌ছি কি হে ?

জগন্নাথ। ছোটবাবু, একটু আস্তে আস্তে কথা কইবেন—ঐ স্ত্রীলোকটীর অবস্থা খারাপ—

শরৎ। খারাপ ! তা'তে আমার ব'য়ে গিয়েছে—মরুক না কেন ? তাতে তোমার আমার বিশ্বসংসারে কারুরই কোন লোকসান নেই। বদ্‌মাস জোচ্চোরের দল সব, তোমরা যোগে না থাকলে এতবড় একটা

বিশাল পুরীর মধ্যে—এতবড় একটা ডাকাতি হ'তে পারে? অথচ ডাকাতে একটা পয়সা পর্য্যন্ত ছুঁলে না—শুধু একটা মানুষ নিয়ে গেল, তোমাদের এই তৈরী করা গল্প কি দুনিয়ায় কেউ বিশ্বাস কর্‌বে? তারপরে ঘটনা সাজাবার জন্য ওই বুড়ো মাগীকে একটু জখম করে বিছানায় শুইয়ে রেখেছ। বলিহারী,—সাবাস্! এতগুলো জোয়ান জোয়ান সব পালোয়ান চাকর বাকর রয়েছো—কারও গায়ে একটা নখের আঁচড়ও লাগ্‌ল না—অথচ জলজ্যান্ত একটা মানুষ চুরি হ'য়ে গেল—

দয়া কাতরোক্তি করিয়া উঠিল—অস্ফুট; সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল, জগন্নাথকে দয়া ডাকিল জগন্নাথ তাহার নিকটে গেল—জগন্নাথের একখানা পা amputated করা দেখা গেল—দয়া ইঙ্গিতে গোলমাল করিতে নিষেধ করিয়া—তাহাদিগকে অন্য ঘরে যাইতে বলিল—এবং তাহার বিছানার মশারি ফেলিয়া দিতে বলিল— জগন্নাথ মশারি ফেলিয়া দিল।

জগন্নাথ। বাবু, ইনি বল্‌ছেন, গোলমালটা—এ ঘরে—

শরৎ। কি নি? ওই মাগী,—ও মাগীও ত' তোমাদের দলে। মাগী চিৎ হ'য়ে পড়ে সাফাই গাইছে—আর গায়ে খানিক আল্‌তা মেখে গোঙাচ্ছে—

ভজহরি। ছোটবাবু—দিদিমণি একে মার মত ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রতেন—

শরৎ। শুনে বাধিত হ'লাম, শুয়ার, আমার কাছে এসেছো lecture মার্‌তে—যত সব scoundrel।

ভজহরিকে সজোরে চপেটাঘাত—ভজহরি রুখিয়া উঠিতে গিয়া থামিয়া গেল,

জগন্নাথ। ছোটবাবু, এই বুড়োর কথাটা একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে শুনুন—অত অধীর হ'লে ত' চল্‌বে না—

শরৎ। অধীর হ'বো না—তুমি বল কি দেওয়ান?

ভজহরির রক্ত চক্ষু দেখিয়া একটু ভীত হইয়া

সংবাদ পেয়ে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হ'য়েছে। আহা-হা! মা বাপ হারা আদুরে মেয়ে!—(ক্ষণপরে) নাঃ—এ আমি সহ্য করব না—আমি এর মূলসূত্র খুঁজে বের ক'রব—তবে ছাড়ব, আমি বুঝেছি এ ডাকাতি নয়—ওসব সাজানো—বানানো—ও আমি বিশ্বাস করি না। আমি ঠিক জানি—বিজলী খুন হ'য়েছে—

জগ ও ভজ। খুন! খুন!

মশারির মধ্য হইতে দয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল

শরৎ। ওটার বোধ হয় হ'য়ে গেছে,—ওটাকে উঠানে নামাও, ওটাকে ঘরের মধ্যে বদ্ধ হাওয়ায় মেরে পেত্নী বানাবে নাকি হে? ধর—ধর—

মশারি তুলিয়া দেখিল—দয়া উঠিয়া বসিয়াছে—
তাহার দৃষ্টি অস্বাভাবিক তীব্র—
দেখিয়া সরিয়া আসিল

জগন্নাথ। (দয়াকে) শোও—শোও—

শোয়াইয়া দিয়া মশারি ফেলিয়া দিল

শরৎ। শোন দেওয়ান, ওসব চালাকী ফালাকী রাখ, আমি তত বোকা নই—যে তোমাদের ধোঁকায় ভুলে যাব? বল কোথায় লাস লুকিয়ে রেখেছ!

জগন্নাথ। লাস! লুকিয়ে!

শরৎ। হ্যাঁ—লাস। লুকিয়ে। আঁৎকে উঠলে যে? আমি এখন সব বুঝতে পেরেছি। তোমাদের সকলেরই ইচ্ছা যে নির্ম্মল এই জমিদারী পায়,—তার জন্য নির্ম্মল দেবেও কিছু তোমাদের বেশ মোটা হাতে। দেবে কি—হয়ত' দিয়েছেও—

জগন্নাথ। ছোটবাবু!

শরৎ। হ্যাঁ ছোটবাবু। আমাকে হ্যাকা পেয়েছ দেওয়ান? নির্ম্মল খালাস পেল কি ক'রে—সে সংবাদ কি আমি রাখিনা ভেবেছ দেওয়ান? (জগন্নাথ মাথা নীচু করিল) তোমার কোন বাপের রোজগারের টাকা দিয়ে তুমি নির্ম্মলকে খালাস ক'রে নিয়ে এলে পাজী জোচ্চোর? বিজলীর অজ্ঞাতে তার সিন্দুকের দশ দশ হাজার টাকা-কোন প্রকারে তুমি চুরি কর্‌লে? ওই বুড়ী আর তুমি নিশুতি রাতে ওই ঝিলের পাশে গিয়ে—কোন টাকার দেওয়া নেওয়া কর্‌ছিলে—সে টাকা তোমার কোন বাবার? (জগন্নাথ নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল) হাঁ ক'রে চেয়ে রয়েছ কেন কুমীরের মত? আমাকে গিল্‌বে নাকি? আমি সব জানি, আমার চোখে ধূলো দেওয়া তোমার কাজ নয়। তোমাদের মত অনেক বলদের ঘাড়ে জোয়াল দিয়ে আমরা মাল টানাই। বুঝেছ হে? এখন বল ত' নির্ম্মলের সঙ্গে তোমাদের গোপন টাকা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা চ'লছে কিনা? কি হে? মুখের উপর এক পাঁইট কালো কালী কে ঢেলে দিলে? তারপর—বিজলী থাক্‌তে সুবিধা হচ্ছে না দেখে—তাকে সরাবার এই সুন্দর বন্দোবস্তটী ক'রেছ। জানো ঠিক, যে বিজলীর অবর্ত্তমানে এই সমস্তই নির্ম্মলের হ'বে, তাই তাকে রাতারাতি খুন ক'রে লাস সরিয়ে ওই মাগীকে কিছু টাকা দিয়ে, ওর ঘাড়ে একটা কোপ দিয়ে জিনিষপত্র সব তছ্‌নছ্‌ ক'রে এই ডাকাতির রব তুলেছ। (জগন্নাথ অসাড় নিস্পন্দ) যত চালাকির সঙ্গেই কাজটা ক'রে থাকনা কেন—আমার দৃষ্টির বাইরে যাবে তার ঢের দেরী। (ভজহরির ভাব পরিবর্ত্তন—তাহার বিশ্বাস হইয়া) কি হে বুঝেছ? (জগন্নাথকে নাড়া দিল। জগন্নাথ সচেতন হইল) কিহে কথা কও—মুখ তোল—উত্তর দাও—

ভজহরি। (সহসা) উত্তর দাও—উত্তর দাও দেওয়ান—নইলে ভজার

হাতে তোমার রক্ষা নাই, চুপ ক'রে থাক্‌লে চল্‌বে না—আমার দিদিমণিকে এনে দাও—দাও—

উঠিয়া সজোরে জগন্নাথের হাত ধরিল। শরৎ অন্যদিকে ফিরিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল

জগ। (সক্রোধে) ভজা—

ভজ। (বিদ্রূপ স্বরে) কেন? এই ত ভজা! ভজা তোমার চাকর নয়—সে তার দিদিমণির চাকর। দাও—তাঁকে এনে দাও নৈলে তোমাকে আমি খুন ক'র্‌ব। বলো—দিদিমণি কোথায়?—আমি তাঁকে এখনই গিয়ে নিয়ে আসছি। বল—উত্তর দাও—বলো—(জগন্নাথ নিরুত্তর) তবে কি সত্যই তাই! তবে কি সত্যই আমার দিদিমণি নাই! (হাত ছাড়িয়া দিয়া) কি কর্‌লে—কি কর্‌লে দেওয়ানজী? তুচ্ছ টাকার লোভে এমন দিদিমণিকে তুমি খুন কর্‌লে? পার্‌লে—পার্‌লে তুমি—সেই কাঁচা মাখনের মত নরম বুকে ছুরি বেঁধাতে?—একটু কষ্ট হ'লনা তোমার। পাঁচ টাকা মাইনের চাকর লাখ টাকা দিলেও সে যা' ভাবতেও পারে না—সেই কাজ তুমি—তুমি তুচ্ছ টাকার লোভে অনায়াসে ক'রে ফেল্‌লে? নেমকহারাম বেইমান,—মোটর চাপা পড়েছিলে ত' মরলে না কেন? এ সর্ব্বনাশ করবার জন্য কেন তুমি বেচে রইলে? নাঃ—তোমাকেও নিকেশ কর্‌ব। কর্‌বই—খুন ক'রে—তার পরে ফাঁসী যাব।

চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিয়া—গৃহের কোণ হইতে একগাছি লাঠী লইয়া অগ্রসর হইল—দয়া ক্ষীণ হস্তে মশারি তুলিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল

ভজ। চুপ কর বুড়ী—ন'ড়েছিস্‌ কি ম'রেছিস্‌—

দয়া মশারি ফেলিয়া শুইয়া পড়িল—ভজহরি জগন্নাথের মাথায় লাঠী মারিতে গেলে শরৎ ধরিয়া ফেলিল

শরৎ। ভজহরি, থাম ভাই। (শরতের চোখে এক ফোঁটা জল, এই জল ফোঁটা সে বহু সাধনায় আনয়ন করিয়াছে) তোকে সে বড় ভালবাস্‌তো কিনা—তাই তুইও আমার মত দিশে হারা হ'য়েছিস্ বাবা। (লাঠী রাখিয়া ভজহরির গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে) রাগের মাথায় বড় ক'ষে চড় মেরেছি—খুব লেগেছে —না ভজু?

ভজ। না ছোটবাবু, কিছু লাগেনি। আপনি ধরলেন কেন? ওর মাথাটা ভেঙ্গে দিতে পারতাম্—তবে আমার প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হ'ত।—আমার বুকের মধ্যে যে রাবণের চিতা জ্বল্‌ছে ছোটবাবু!—আমার দিদিমণি—সোনার দিদিমণি—

হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল

শরৎ। মাথা ভাঙ্গলে কি কথা পাওয়া যায় ভজু? আগে সন্ধানটা ভাল ক'রে নিয়ে নিই—তারপর ওর মাথাত' আমাদের হাতেই রইল। ভগবান ঠ্যাং খোঁড়া করে রেখেছেন—শালা আর দৌড়ে পালাতে পার্‌বে না। মাথা কি আর আমিই ভাঙ্গতেম না—আমিও ত' রাগ সাম্‌লে আছি ভজু। ভাই, অত রাগ কর্‌লে কি আর চলে? এ সব বুদ্ধি ক'রে কাজ কর্‌তে হয় রে। তবে হ্যাঁঃ—এতদিনে তোর উপর আমার ধারণা বদলে গেল। যথার্থ-ই তুই তোর দিদিমণিকে ভালবাসতিস্—তুই একা—আর একটাও না—আর সব শালা নিমকহারাম—

ভজ। আমার এখন মনে হচ্ছে ছোটবাবু। আমরা সাড়া-শব্দও পেলাম না—অথচ এতবড় একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল। পিস্তলের শব্দ ক'রে যখন আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল—তখন উঠে দেখি কাজ ফর্সা। বুড়ীটা পাঁচীলের বাইরে ভিরমির ভান ক'রে পড়ে আছে—

শরৎ। আরও দেখ্, মায়লো পিস্তল—কেটে গেল গলা!

ভজ। (সহসা) না ছোটবাবু, ওকে আমি খুন করবই--আমি শুন্‌বো না—

লাঠি ধরিতে গেল, শরৎ বাধা দিল

শরৎ। থাম ভজু। দেওয়ান,—এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছ তোমার অবস্থা! বল--সত্য কথা বল। সমস্তটা জীবন ধরে কুকার্য্য ক'রে এসেছো—ম'রবার পূর্ব্বে অন্ততঃ একটা সৎকাজ ক'রে যাও। বল বিজলী আছে কিনা? বল—তাকে খুন ক'রে কোথায় রেখেছ?—কত টাকা পেয়েছ? বল মুদ্দোটা কার? বল—বল—নইলে নিস্তার নেই। ভজহরি তোমায় ছাড়্‌বে না। ভজহরি ছাড়লেও ভগবানের আদালতে তোমার নিস্তার নেই—বল (দৃঢ় স্বরে) বল্‌বে না? (ঘাড় ধরিয়া) বল—বিজলী জীবিত না মৃত—বল—

জগ। জানি না।

শরৎ। জান না? নিশ্চয় জান। বল কার পরামর্শে একাজ করেছ? তুমি না ক'রে থাক—কে করেছে? নির্ম্মল ক'রেছে কিনা? নিশ্চয় জান—বল। শীঘ্র বল—নির্ম্মল কোথায়—

নির্ম্মলের প্রবেশ

নির্ম্মল। নির্ম্মল উপস্থিত।

শরৎ। এই যে কাছে কাছেই ঘুরছ—

নির্ম্মল। ঘাড় ছেড়ে দাও—দাও (শরৎ জগন্নাথকে ছাড়িয়া দিল) হাঁ তারপর—কোন সংবাদ পেয়েছ?

শরৎ। ইয়ার্‌কি ঠুক্‌বার আর সময় পেলে না? ন্যাকা সেজে আমাদের ভুলাতে এসেছ? বল শীঘ্র—বিজলী কোথায়?—

নির্ম্মল। তা' আমি কি ক'রে জান্‌ব? আমি বিজনের কাছে সংবাদ পেয়েই ছুটে এসেছি, কি যে হ'য়েছে তার মাথা-মুণ্ডু এখনও কিছু শুন্‌তে পারিনি। ডিটেকটীভ যতীনবাবু নাকি caseটা tak up ক'রেছেন। আপনার মামাই নাকি তাঁকে engage ক'রেছেন। তিনি নাকি কাল ভোরে এসে এ বাড়ীতে enquiryও ক'রে গিয়েছেন। বিজনের কাছে শুনলাম তিনি নাকি কতকগুলো chancও পেয়েছেন।

শরৎ। হাঁ, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছে। এ বাড়ীর লোক—যে কোনও বিশ্বাসঘাতক—তাদের help করাতে এত নির্ব্বিঘ্নে তারা কাজ হাসিল ক'রেছে।

নির্ম্মল। কৈ না! বিজনের কাছে শুন্‌লাম যে বাড়ীর লোক কেউ থাকলে পাঁচীল টপ্‌কাবার জন্য নাকি তাদের অতটা পরিশ্রম ক'রতে হ'ত না—পাঁচীলের খোলা দরজা দিয়েই অনায়াসে ঢুকতে পার্‌ত! যাক্‌গে শুন্‌লাম নাকি যতীনবাবু বলেছেন যে তিন-চার দিনের মধ্যেই তিনি আস্কারা করতে পার্‌বেন—কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—এর কারণটা কি?

ভজ। (সহসা নির্ম্মলের সম্মুখে আসিয়া) বাবু, দিদিমণি কোথায়?

নির্ম্মল। কি রে বেটা ভূত! একেবারে যে মার-মুখো হ'য়ে এসে দাঁড়ালি, তোর দিদিমণি কি টোপাকুল যে পকেটে নিয়ে নিয়ে বেড়াব? এতই যদি দিদিমণির জন্য বুক পুড়ছিল—তবে রাত্রে একটু সজাগ চোখে ঘুমুলেই পার্‌তিস; নাকে আচ্ছা ক'রে সর্ষের তেল দিয়ে কুম্ভকর্ণ হ'য়ে পড়েছিলি কেন? নেশা-টেশা করিস নাকি? নে—সর্—সর্—

ভজ। বাবু, আমরা ছোটলোক—মান রেখে কথা কইতে জানি না—

নির্ম্মল। না জানিস্ ত' কথা বলিস না।

ভজ। বাবু, দিদিমণিকে আপনিই সরিয়েছেন—তিনি আছেন কিনা—

নির্ম্মল। (উচ্চৈঃস্বরে) চোপরাও—বেয়াদব !

শরৎ। ওকে চোপরাওয়ালে কি হবে মশাই ? রাজ্যি-শুদ্ধ লোকের মুখের উপর ত আর—চোপরাওয়ের বুলি ঝাড়তে পারবেন না ! গুপ্ত প্রেমের ফল শেষে এই ই হয়ে থাকে মশাই—আমার অনেক দেখা আছে —

নির্ম্মল বিহ্বলের মত দাঁড়াইয়া রহিল

জগ। খোকাবাবু, এঁরা বল্‌ছিলেন যে তুমি আমি আর বাড়ীর সবাই যোগে মা-লক্ষ্মীকে খুন ক'রে ফেলেছি। (ক্রন্দন)

নির্ম্মল। খুন করেছি ! কেন ?

জগ। তাকে সরাতে, পার্‌লে তুমি তার অবর্ত্তমানে এই এষ্টেটের মালিক হবে—এই লোভে, আর আমরা তোমার কাছ থেকে প্রচুর টাকা পাব —এই লোভে !

নির্ম্মল একদৃষ্টে শরতের মুখ পানে চাহিয়া রহিল—তিন চার মিনিট অতীত হইল কাহারও মুখে কথা নাই

নির্ম্মল। শরৎবাবু, আমার ধারণা ছিল—যত দোষই থাক্, তবু তুমি মানুষ,—কিন্তু দেখছি আমারই ভুল। তুমি পশুরও অধম ! তোমার সঙ্গে পশুর চেয়েও ঘৃণ্য ব্যবহার করা উচিৎ।

শরৎ। সাবধান নির্ম্মল—মুখ সামলে কথা ব'লো।

নির্ম্মল। কার ভয়ে ? তোমার ? হাঃ—হাঃ—হাঃ—

শরৎ। তুমি খুনী শীঘ্রই তোমার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হ'বে।

নির্ম্মল। তুমি কে ? তোমার কথাবার্ত্তায় বোধ হচ্ছে—তুমিই যেন এই দীন দুনিয়ার মালিক। পরের ঘরে দাঁড়িয়ে বুকের ছাতি ফুলিযে

এ কথা বল্‌তে তোমার একটুও লজ্জা হ'চ্ছে না? তুমি এখানকার কে? গৃহস্বামীর চাকর, এইত' পদ মর্য্যাদা! এই গৌরবে তুমি আজ এই পিতৃতুল্য বৃদ্ধকে অযথা অপমান ক'রেছ,—অথচ তোমাকে ইচ্ছা কর্‌লে আমি আঁস্তাকুড়ের শেয়াল কুকুরের মত লাঠি মেরে তাড়াতে পারি—

শরৎ। তুমি!

নির্ম্মল। হাঁ আমি। ভগবান না করুন যদি বিজলী জীবিতা না থাকে—তোমার ওই পাপ মুখের কুৎসিতবাণীই যদি সত্য হয়, তবে এ জমিদারীর—এই বাড়ীর একমাত্র মালিক আমি—তুমি কেউ নও। আমার সাম্‌নে চোখ রাঙ্গাতে তোমার সাহস হ'ল—এই আশ্চর্য্য। এ আমার বাবা কাকার জমিদারী—তোমার বাবা-কাকার নয়। ইতর—ছোটলোক—

শরৎ। তোমার ধ্বংস সাধনই আজ থেকে আমার জীবনের চরম উদ্দেশ্য—

নির্ম্মল। আজ থেকে কেন শরৎচন্দ্র? যে রক্তে তোমার জন্ম—সেই রক্তের মালিক যে চন্দ্র মিত্তির—সে চিরজীবন আমার কাকার মোসাহেবী ক'রে—আমার বাবার চির শত্রুতা ক'রেছে,—আমার বাবাকে তোমার বাবা শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়তে দেয় নি। আমার বাবা আর কাকা এ দু'জনার অগাধ ভ্রাতৃস্নেহের মাঝখানে এক দুর্ল্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গেঁথে রেখেছিল—তোমার বাবা। আমাকেও কি তোমার বাবা সহজে নিস্তার দিয়েছেন শরৎচন্দ্র? যে মোকদ্দমার প্রকৃত আসামী হ'বে তোমার ছোটমামা—সেই মোকদ্দমার আসামী হ'লাম আমি—আর তোমার ছোটমামা হ'লেন-ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী। যাক্—তুমি বালক, তোমার কাছে সে আরজী পেশ করে কোনও লাভ নেই। ভগবানের দরবারে জবাব দেবার কৈফিয়ৎগুলো

গুছিয়ে তবে খেয়ায় উঠো। এখন এক কাজ কর,—আস্তে আস্তে উঠে জন্মের মত এ বাড়ীর আশা ত্যাগ ক'রে অন্যত্র ওঠগে' যাও। এখানে আর দাঁত বসাবার সুযোগ হ'বেনা। আর কোথায় নাবালক নাবালিকার সম্পত্তি আছে—মামা-ভাগ্নে দাঁত বসাবার চেষ্টায় সেই-খানে যাও—নাও—ওঠো—

শরৎ। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিলাম—তোমার স্পর্দ্ধা কতদূর উঠতে পারে,—

নির্ম্মল। সেটা এখানে—আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে না দেখে—আমার বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখগে'—নৈলে কিন্তু আমার স্পর্দ্ধা আরও খানিক দূর উঠবে—তোমার কাণ পর্য্যন্ত। ফের কথা ব'লেছ কি কাণ ধরে বা'র ক'রে দেব—

শরৎ। কি বল্লি পাজী বদ—(নির্ম্মল আসিয়া শরতের গলা ধরিল) উঃ—ভজা—ভজা—

ভজহরি। কি! এতবড় কথা! ছোটবাবুর গায়ে হাত—(লাঠি লইল)

নির্ম্মল। গায়ে হাত কোথায় রে? কাণে হাত। বোনাই সম্পর্ক হ'তে যাচ্ছিল কিনা—তাই একটু মহলা দিয়ে রাখ্‌ছি। (ভজহরি নির্ম্মলের পৃষ্ঠে এক বাড়ী মারিল) গয়লা ভূত! তুই অনর্থক মার্‌লি (ভজহরিকে পদাঘাত, ভজহরি ছিট্‌কাইয়া দূরে পড়িল) চল শরৎচন্দ্র—তোমাকে জন্মের মত এ ফটক পার করিয়ে দিয়ে আসি—

গমনোদ্যত—সহসা দ্বারপথে বেণীবাবু

বেণী। একি! নির্ম্মল। শরৎ—এ-সব কি?

নির্ম্মল। (শরৎকে ছাড়িয়া দিয়া অপ্রতিভভাবে) আজ্ঞে আমরা শক্তির পরীক্ষা কর্‌ছিলাম।

শরৎ। মিথ্যা কথা মামা—নির্ম্মল এসেছে এই সব—দখল কর্‌তে।

বিজলীর অবর্ত্তমানে জমিদারীর মালিক নাকি নির্ম্মল। তাই নির্ম্মল আমাকে কাণ ধ'রে বাড়ী থেকে বা'র ক'রে দিচ্ছিল—

বেণী। নির্ম্মল—(স্বর দৃঢ)

নির্ম্মল। কেন?

বেণী। একথা সত্য?

নির্ম্মল। নিশ্চয় সত্য।

বেণী। তোমার এ ব্যবহারে পুলিশ কি মনে কর্‌বে জানো? তারা স্থির সিদ্ধান্ত ক'রে নেবে—

নির্ম্মল। যে আমি বিজলীকে হত্যা ক'রেছি। পুলিশ যদিও একথা মনে কর্‌তে দৈবাৎ ভুল ক'রে—তোমার ভাগ্নের সুতীক্ষ্ণ মেধা যে একথা পুলিশকে মনে করিয়ে দিতে ভুল ক'রবে না—সে আমার স্থির জানা আছে। আর তাতে আমি আপত্য কোন দিনই করি নি। জন্মান্তরে কোন অশুভক্ষণে আমাদের সাক্ষাৎ হ'য়েছিল—তার জের আজও পর্য্যন্ত হিংসার বাঁধনে পরস্পরকে বেঁধে রেখেছে। যাও, চতুর ব্যবহারজীবি—তোমার সমস্ত সামর্থ্য ব্যয় ক'রে আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার ব্যবস্থা কর্‌তে—আমি ইঁদুর-ছানা নই যে তোমার মত শিকারী বিড়াল দেখে ভয়ে গর্ত্তে সেঁধোব—আমি সিংহের বাচ্চা। জান্‌তে ত' আমার বাবাকে—

বেণী। একেবারে এঁচড়ে পেকে গেছ দেখছি। তুমি শরৎকে কাণ ধরে তাড়াচ্ছিলে কোন অধিকারে—

নির্ম্মল। বিজলীর অবর্ত্তমানে এ জমিদারীর মালিক আমি—

বেণী। কিন্তু বিজলীমায়ের বর্ত্তমান অবর্ত্তমান যে পর্য্যন্ত কিছুই স্থির নিশ্চয় জানা না যায়—সে পর্য্যন্ত এ বাটীর বর্ত্তমান মালিক আমি—estateএর manager হিসাবে। উদ্ধত যুবক, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কতকগুলো হীন অশ্রাব্য ভাষা উচ্চারণ কর্‌তে তুমি

সাহস করলে কি ক'রে—আমি তাই ভেবে বিস্মিত হচ্ছি। যাক্‌গে'—শরৎ, তোমাকে আর কখনও এ বাড়ীতে আস্‌তে নিষেধ ক'রে দিয়েছিলাম না? কেন এলে?

শরৎ। আজ্ঞে দুঃসংবাদটা পেয়ে—

বেণী। কোত্থেকে সংবাদ পেলে? আমি ত এ সংবাদ যতদূর সম্ভব গোপনে রেখেছি—

শরৎ। আজ্ঞে ডিটেক্‌টিভের কাছে—

বেণী। তা' তুমি সংবাদ পেয়েই বা আমার কাছে জিজ্ঞাসা না ক'রে কেন এখানে এলে? তুমি বেশ জান যে বিজলী তোমাকে পছন্দ করে না। আর সেকথা আমিও তোমাকে বারবার ব'লে এ বাড়ীতে আস্‌তে কিম্বা বিজলীকে বিরক্ত কর্‌তে নিষেধ করে দিয়েছি—তবু কেন এলে তুমি? দিন দিন অপদার্থ হ'য়ে যাচ্ছ। যাও—এখুনি যাও। আর কোনদিন আমি না বল্‌লে এ গ্রামেও এসো না। যাও—

শরতের প্রস্থান

নির্ম্মল! চির-জীবন তুমি উদ্ধত। তোমার কনিষ্ঠা ভগ্নী পৃথিবীর মাঝে তোমার একমাত্র রক্তের সম্পর্ক যে আত্মীয়—আজ সে এ পৃথিবীতে আছে কি নেই,—তার জন্য তোমার চোখে এক ফোঁটাও জল না এসে—সম্পত্তির লালসা এসে তোমার বুকে বাসা বেঁধেছে! বিচিত্র! তোমার বাবার আর যতই দোষ থাক্—তাঁর বিবেক ছিল তোমার তা'ও নেই। চরিত্রহীন তুমি—হয়ত কোনও দিন সচ্চরিত্র হ'তে পার্‌তে—ঔদ্ধত্যও তোমার হয়ত কোনও দিন দূর হ'তে পার্‌ত—কিন্তু মনুষ্যত্ব তুমি চির-জীবনের মত হারিয়েছ। প্রগল্‌ভ স্বার্থপর যুবক, তোমার কাছে বল্‌তেও আমার লজ্জা হয়—যে বিজলী মারা গিয়েছে শুনে তুমি উল্লাসে জমিদারী দখল কর্‌তে

এসেছ—সেই বিজলী তোমাকে নিজের ভাইএর মত—মত কি, বোধ হয় তার চাইতেও বেশী ভালবাস্ত। আমি নিজে দেখেছি—তন্দ্রার ঘোরে সে 'নির্ম্মল-দা!' 'নির্ম্মল-দা' ব'লে ফুকুরে কেঁদে উঠেছে। আর তুমি! কোথায় আজ তোমার চোখের জলে দরিয়া তৈরী হবে—না তুমি তারই ঘরে এসে মারধোর ক'রে নিজের বীভৎস ব্যবহারের পরিচয় দিচ্ছ।

নির্ম্মল। (নতশিরে) কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করুন—এ কাজ আমি করিনি।

বেণী। জানি নির্ম্মল। এ কাজ তুমি কর্‌তে পারোনা—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ডিটেক্‌টিভ যতীনবাবু এ সন্দেহ একবার করেছিলেন—তাঁর সে ভুল আমিই ভেঙ্গে দিয়েছি। আমি তোমাকে অতটা নীচ ভাব্‌তে পারিনা বাবা। কিন্তু তুমি যদি এইভাবে জমিদারী দখল কর্‌তে এসে উপস্থিত হও—বিজলীর সন্ধানের কোনও সহায়তা না ক'রে এখানে এসে সকলের উপর এই রকম অত্যাচার কর্‌তে সুরু কর—তাহ'লে সকলে কি মনে কর্ব্বে নির্ম্মল! জান নির্ম্মল—(একটু ভাবিয়া) তোমাকে আমি কোনদিনই পছন্দ করি না—তোমার সান্নিধ্যও আমি বিষবৎ ত্যাগ কর্‌তে চেষ্টা করি। কিন্তু তবুও আমার বিজলী মায়ের জন্য আমি তোমাকে একটু স্নেহের চোখে দেখি। এই বুড়ো ছেলের মা—আমার জীবন মরুভূমির শান্তিপাদপ—আমার বিজলী মা—না জানি—কোথায় কত কষ্টে—

নির্ম্মল। আমায় বিশ্বাস করুন কাকাবাবু, আমিও তা'কে বড় ভালবাস্তাম—খুব বেশী ভালবাস্তাম, বাসতাম কেন—আজও বাসি। জানেন কাকাবাবু—তার মুখের একটি কথায় আমি জন্মের মত মদ ছেড়ে দিয়েছি। আমি বিজুরই খোঁজ কর্‌তে এসেছিলাম—জমিদারী দখল কর্‌তে আসিনি। দেওয়ানজীর উপর শরতের

অভদ্র ব্যবহারে আমি ক্রোধের বশে ওকথা ব'লেছি। জমিদারী! কাকাবাবু, আমি আমার স্বর্গগত পিতৃদেবের নামে শপথ ক'রে বল্‌ছি—জমিদারীর লোভ আমার কোনদিন ছিলনা—নাইও। আমি চল্‌লাম বিজলীর খোঁজে—যদি সে জীবিতা থাকে—তবে সমস্ত পৃথিবী অন্বেষণ ক'রে আমি খুঁজে এনে এখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব—আর—আর যদি সে না থাকে—তার কোন সন্ধান নাই পাই—তবুও আমি তাকে খুঁজ্‌ব—আজীবন খুঁজব—তবেই আমি বিজলীর ভাই—তবেই আমি আমার পিতার সন্তান (গমনোদ্যত ও ফিরিয়া) কিন্তু যাবার পূর্ব্বে আমায় বিশ্বাস করুন কাকাবাবু—আমি হৃদয়হীন নই—হৃদয়হীন নই—

দ্রুত প্রস্থান

বেণী। (ক্ষণপরে) টাকা-পয়সা কিছুই যায়নি?

জগ। আজ্ঞে না—সে সব ঠিকই আছে।

বেণী। মালখানা দেখেছ? চাবী কোথায়? দেখি চাবী—

জগ। মালখানা থেকে কিছুই যায়নি—

মশারির কাছে গিয়া মশারি উঁচু করিয়া চাবি চাহিল
দয়া পিছন ফিরিয়া শুইল

বেণী। কে ও দেওয়ান?

জগ। আজ্ঞে নায়েব ঝিমা—ছেলেবেলা থেকে বুকে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছেন। ডাকাতদের হাতে ইনি সাংঘাতিক আহত হ'য়েছেন—ইনি একজন ডাকাতকে মেরেছেন। চাবী এঁরই কাছে।

বেণী। ওঃ, তা' চিকিৎসা উত্তমরূপে চল্‌ছে ত'। দেখ' দেওয়ান, ঔষধ-পত্রে যেন অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হ'য়ো না, বিজলী মা আমার এসে জান্‌লে অসন্তুষ্ট হবেন। হ্যাঁরে বাপু (ভজাকে) একটু চা খাওয়াতে

পারিস্? (দীর্ঘশ্বাস) আজ আমাকে এই বাড়ীতে চেয়ে চা খেতে হয়—আর আগে বারণ ক'রেও রাখতে পারতাম না।

চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভজার প্রস্থান

কই দেওয়ান চাবীটে আন ত'—

জগ। আজ্ঞে চাবীটা উনি দিচ্ছেন না—

বেণী। কে ঐ মেয়ে লোকটা? কেন? না—না—ও বিজলী মা না আসা পর্য্যন্ত চাবী আমি এখানে রাখব না। নাও—চাবী এনে দাও। তোমার কাছেও নয়—শরতের কাছেও নয়—আমি কাউকে বিশ্বাস করিনা—

জগন্নাথ গিয়া মশারি তুলিয়া পুনর্ব্বার চাবি চাহিল, দয়া ফিরিলও না

জগ। বাবু, চাবী দিচ্ছেন না—

বেণী। তুমি দিলে কেন ওর কাছে? এটা কি একটা democratic Government হ'লো নাকি? নাও—নাও ন্যাকামো ক'র না। নিয়ে এস—(অগ্রসর হইয়া দয়ার প্রতি) কই, ওহে, ও ঝি—এই—আরে উত্তর দাও—ফেরো—

জগ। আজ্ঞে উনি কথা ব'লতে পারেন না—বোবা—

বেণী। বলি শুন্‌তে ত' পারেন। দয়া ক'রে ফিরুন—এই ঝি—আরে এই—(লাঠি দিয়া দয়ার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিতেই দয়া ফিরিল—তাহাকে দেখিয়াই)—"কে—কে—কে তুমি।"

তড়িৎপৃষ্ঠের মত পিছাইয়া আসিলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাগান-বাড়ীর একটী কক্ষ

পিছনের জানালা খোলা—দোতালার ঝুল বারান্দা দেখা যাইতেছে।
বিজলী ও সাহারা কথাবার্ত্তা বলিতেছে।

সাহারা। মুখভার ক'রে থেকো না ভাই। তোমার কি আমাদের মত পোড়াকপাল যে মুখভার ক'রে থাক্‌বে। আজ বাদে কাল তোমার বিয়ে—সাক্ষাৎ কার্ত্তিক ঠাকুরের মত বর, তোমার দুঃখ কি? আমি ত' জানি যে তুমি তাকেই চাও বোন্—তোমারই ত তিনি হ'বেন। তোমার দুঃখ কিসের তা' হ'লে?—তবে আমি, আমার কথা সতন্ত্র—এ আমার আত্মবির্জ্জন। আমি নিজে আর তাকে চাই না, এতকাল ত' ভোগ ক'রেছি—এখন তাকে সংসারী দেখ্‌লেই খুসী হব; এইজন্য আজও বর্ম্মা যাইনি। তোমাদের এই শুভ মিলনটা হ'য়ে গেলেই—এ অশুভ গ্রহ আবার বর্ম্মা চ'লে যাবে—

বিজলী। তোমার নির্ম্মলকে ব'লো যে ভাইবোনে কখনও বিয়ে হয় না—

সাহারা। কেন হ'বে না? এক মায়ের পেটের ভাইবোন ত' নও—আর যদি তোমার আপত্তি থাকে—সে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রতেও রাজি, বিশেষতঃ তোমার আর এখন সমাজে ঠাঁই হওয়াও কষ্ট। সব দিক ভেবে দেখে উত্তর দাও ভাই।

বিজলী। তুমি তাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে ব'লো তাকেই আমি সব বুঝিয়ে ব'লব।

সাহারা। (স্বগতঃ) এখন বলি কি? মেয়েটা যে এই রকম এক কথায় নরম কাটবে—তা'ত আগে বুঝিনি। একবার রাগও ক'রলে না—

দু'চারটে আঁকা বাঁকা কথাও ব'ল্‌লে না—এখন আমি নির্ম্মলকে পাই কোথা? চিঠি অবশ্য দিয়েছি "বিপন্না নারী" ব'লে, কলকাতায় যখন এসেছে হয়ত সে আস্‌তেও পারে, কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হ'লে যে সব ফাঁস হ'য়ে যাবে। (প্রকাশ্যে) তাকে আর লজ্জা দিও না বোন—তোমার সাম্‌নে আস্‌বার সাহস নেই বলেই না সে আমাকে পাঠিয়েছে ওকালতি কর্‌তে—অবুঝ হ'য়ো না বোন্‌। তার প্রাণের অবস্থা বুঝে তাকে মার্জ্জনা ক'রো—

গীত

রাগ ক'রো না ভাই
দখিন হাওয়ার উতল ঢেউয়ে প্রাণ করে আঁই ঢাই।

বিজলী। মিছে কেন বিরক্ত কর্‌ছ বল?

সাহারা। বিরক্ত কর্‌ছি।

গীত

অভিমানিনী
সুরে যে বেদনা জাগে আগে জানিনি।

বিজলী। তবে এটাও ঠিক—তুমি তাকে সত্যই ভালবাস না।

সাহারা। বাসি না?

গীত

তিলেক না নেহারিলে—জ্বলে হিয়া জ্বলে—
লোলুপ মধুপ সে যে—হৃদি শতদলে—

বিজলী। কিন্তু এটা ঠিক জেন'—যদি তার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়—কি নাই হয়—সে ইহজীবনে তোমার সঙ্গে যাতে আর দেখা না ক'রে—সে ব্যবস্থা আমি কর্‌ব।

সাহারা। (স্বগতঃ) মেয়েটী ত খুব চালাক। আমার উপরেও চাল চাল্‌ছে—তবু যদি সত্যই আমি নির্ম্মলকে ভালবাসতুম !

গীত

রাখো যদি আঁখি আড়ালে—
কি করিবে স্মৃতি পথে প্রেমময় দাঁড়ালে ?

বিজলী। এইবার বুঝ্‌তে পেরেছি—তোমরা পাষাণী তোমাদের প্রাণে বিন্দুমাত্রও ভালবাসা নেই—তা' যদি থাক্‌ত—তবে তাকে আমার হাতে তুলে দেবার জন্য এত ব্যগ্র হ'তে না।

সাহারা। এইবার আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলেছ। পটলমণির এ বিশেষণটী সবাই দেয়। বাপমাকে ছেড়ে যখন—

বিজলী। তুমি পটল ? কোন পটল ?

সাহারা। নিটোল পটোল ; [illegible] দরে যা' বিকোয় সে পটোল নয়—যে পটোলের কথা তুমি ভাব্‌ছ—আমিই সেই পটোল। তোমার গুণধর নির্ম্মলের পটোল। আমি যে সে পটোল নই

গীত

বাজারের পটোল আমি—হাটের পটোল নই—
ভেজে খেলে সুখ পাবে না—সত্যি কথা কই।
চাকে চাকে কেটে নিও—তাকে তুলে রেখে দিও—
টপটপিয়ে ঝরবে গো রস—আমি রসময়ী।

বিজলী। ভাই, তুমি কথার সমুদ্দুর। তোমার সঙ্গে আমি কথায় এঁটে উঠ্‌তে পারবো ? তবে তুমি নারী—এই আমার ভরসা। এতক্ষণ তোমার সঙ্গে সত্যই আমি ছল কর্‌ছিলাম—এখন দেখছি তোমার কাছে প্রাণ খুলে আমার সব কথা বলাই উচিৎ। ভাই,

তোমার এ অবস্থার বৃত্তান্ত সবই আমি জানি। তোমাকে তোমার বাপমায়ের স্নেহনীড় থেকে কেড়ে এনে, যে নিষ্ঠুর ব্যাধ এই পঙ্কিল—চির-কলঙ্কিত নরককুণ্ডে নিক্ষেপ ক'রেছে—সেই আবার আমাকেও তোমার অবস্থায় নামিয়ে আনবার জন্য এই ফাঁদ পেতেছে। তুমি কি এখনও বুঝ্ছো না—যে আজ তুমি কোথায়!—কোন দুর্গন্ধময় আস্তাকুড়ে? তুমি যদি নেমে গিয়েছ—আমাকে বাঁচাও—আমি নারী হ'য়ে তোমার নারীত্বের কাছে করুণা ভিক্ষা কর্‌ছি। আমাকে বাঁচাও—আমাকে উদ্ধার করো (নতজানু হইল) আমাকে কলঙ্ক স্পর্শ করবার পূর্ব্বে পালিযে যাবার বন্দোবস্ত ক'রে দাও—এ অন্ধকূপ থেকে আমার মুক্তির উপায় ক'বে দাও—আমি তোমাকে অজস্র অর্থ দেবো—আমি তোমাকে রাজরাণীব মত অতুল ঐশ্বর্য্য দেবো। আমার সমস্ত জীবনটা একটা দীর্ঘশ্বাসে ভরা বিরাট ব্যর্থতায ভরে দিও না!

সাহারা। (স্বগতঃ) একি—একি! কে কাঁদে? কে কাঁদে আমার বুকের মাঝে? আমার হারানো কিশোর যে হাহাকার করে কেঁদে উঠ্ছে। শরৎ—শরৎ—একবাব এসো—একবার আমার সামনে এসে দাঁড়াও—আমি পার্‌ছি না—আমি পার্‌ছি না—

বিজলী। চুপ ক'রে থেক না ভাই—উত্তর দাও—আমাকে বাঁচাবে কিনা বল!

সাহারা। (স্বগতঃ) নাঃ এ আমাকে কর্‌তেই হ'বে। এতে জগতেব কারো—কোন ক্ষতি নেই। তোমার চোখের অশ্রু দুদিনে আবার হাসির মুক্তাতে পরিণত হ'বে। এ তোমার সাময়িক দুঃখ। কিন্তু এতে আমার মস্ত লাভ। আমি এ নরক ছেড়ে আবার স্বর্গে ঠাঁই পা'ব। (প্রকাশ্যে) তা' ভাই তোমার বাবার নাম বল্লে আমি তাঁকে খবর দেওয়াতে পারি—তা'ও ভাই খুব গোপনে। তোমার নির্ম্মল

জান্‌তে পেলে--সে যা গোঁয়ার গোবিন্দ—হয়ত আমাকেই শেষ কর্‌বে। তোমাকে আন্‌তে কি তার কম টাকা ব্যয় হ'য়েছে।

নেপথ্যে নির্ম্মল। কই, কেউত কোথাও নেই—

সাহারা। (স্বগতঃ) এ নিশ্চয়ই নির্ম্মল—

দ্রুত প্রস্থান, বাহিরের শিকল আঁটিতে ভুলিল না।

বিজলী। পটোল কখনও আমায় ছেড়ে দেবে না—সে আমি তার চোখ দেখেই বুঝ্‌তে পেরেছি। তা' হ'লে উপায়? একবার নির্ম্ম—নাঃ ঐ পাপিষ্ঠকে সাম্‌না সামনি পেতাম উঃ—কি বিশ্বাসঘাতক! আমার অকৃত্রিম স্নেহের এই প্রতিদান! ওঃ ভগবান্—এ কী কর্‌লে—এ কী কর্‌লে? এক আঘাতে আমার কল্পনা-সৌধ মুহূর্ত্তে চূর্ণ ক'রে দিলে! ও কি! (জানালার কাছে গিয়া) ওই ত' নির্ম্মল—পটলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কি কথা কইছে! ও কি! পটল অত অনুনয় বিনয় কর্‌ছে কেন? তবে কি আমারই জন্য? নিশ্চয়ই তাই। আহা—আমার দুঃখে তবে পটলের প্রাণ কেঁদেছে—ঈশ্বর—ঈশ্বর—মুখ তুলে চাও—

নেপথ্যে সাহারা। দয়া কর—ক্ষমা কর—বিপন্না নারী—

নেপথ্যে নির্ম্মল। না আমি তোমার কোন কথা শুন্‌তে চাই না—পথ ছাড়—না হ'বে না—হ'বে না—

বিজলী। (বন্ধ দরজায় আঘাত করিয়া) ডাক'—পটল ডাক'—

দরজা খুলিয়া সাহারার প্রবেশ

ডাক'—একবার ওকে ধরে এনে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে দাও। একবার—একটীবার! ওই বিধাতার সৃষ্টির মহা কলঙ্কটাকে ঘাড় ধরে এনে—শুধু একটীবারের জন্য আমার মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে

দাও !—আর কিছুই চাই না—এই নারীর সামনে—এই অসহায়া—বিপন্না—দুর্ব্বলা নারীর সম্মুখে একটীবারের জন্য মুখোমুখী এনে দাঁড় করাও ওই অত্যাচারী পুরুষকে। আমার চোখের অগ্নি দৃষ্টিতে আমি ওকে ভষ্ম ক'রে ফেল্‌বো—আনো ওকে—ডাকো—

সাহারা। (থতমত খাইয়া) এলো না—চলে গেল! তোমাকে বশ কর্‌তে পারিনি ব'লে আমাকে অযথা কতকগুলি গালাগাল দিয়ে চ'লে গেল? তোমার হ'য়ে দু'কথা ব'লতে গিয়েছিলাম—তার ফলে আমার গায়ে হাত দিয়েছে—

বিজলী। তুমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে তাই সহ্য কর্‌লে। হতভাগা নারী-জাতি,—এমনি করে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে পুরুষের স্পর্দ্ধা তোমরাই দিন দিন বাড়িয়ে তুলেছ,—কেন আমাকে দরজা খুলে ডাক্‌লে না—কেন আঁচড়ে কামড়ে তার গায়ের রক্ত মাংস পৃথক করে দিলে না। কেন—কেন—

ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল

সাহারা। (স্বগতঃ) বাধ্য হ'য়ে আজ এই দুঃখ তোমাকে দিতে হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে তোমার, না? কিছু খাবে? আনব? (বিজলী মাথা নাড়িল) না—না—না খেয়ে বাঁচ্‌বে কেন? অম্‌নি দেখি তোমার জন্য একখানা পোষ্ট কার্ড যদি আন্‌তে পারি (যাইতে যাইতে) দরজাটা দিয়ে যাই ভাই—নইলে তুমি চলে গেলে ও আমাকে খুন কর্‌বে, ও এ পাড়ার গুণ্ডার সর্দ্দার। হয়ত আজ রাত্রেই তোমাকে, এখান থেকে সরাবে—

দরজায় শিকল আঁটিয়া প্রস্থান

বিজলী। এ কী অদৃষ্টের পরিহাস! শেষে এও আমার অদৃষ্টে ছিল? বাবা স্বর্গ থেকে তোমার আদরের বিজলীর ভাগ্য দেখ'। যদি

একবার—কোন মতে একবার এ নরক থেকে উদ্ধার পাই—তা'হলে নির্ম্মল, তোমাকে একবার আমি দেখ্‌ব। তুমি খেলায় খেলায় যে সাপিনীর মাথায় আঘাত করেছ তার বিষ যে কতখানি তীব্র—তা' তোমাকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেব। এই জ্বালা—এই অন্তর্দ্দাহ—এই মহা কলঙ্ক—যার চেয়ে অপমান নারীর আর হ'তে নেই—ওঃ ভগবান—

শয্যায় লুটিয়া পড়িল

নেপথ্যে শরতের চাপা গলা শোনা গেল—বিজলী সহসা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল, অভাবনীয় আনন্দে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল

(নেপথ্যে) শরৎ। "বল—সত্য বল'—সন্ধান পেলে তোমায় নগদ একশত টাকা দেব। বল—একটী মেয়েকে কি এই বাড়ীতে আট্‌কে রেখেছে ?"

(নেপথ্যে) ঝি। "না"—

(নেপথ্যে) শরৎ। "নাঃ—এইমাত্র আমি নির্ম্মলকে উত্তেজিত অবস্থায় বেরিয়ে যেতে দেখলাম্। বল—বল ঝি - তোমাকে আমি একছড়া মুক্তা বসান হার দেব"—

(নেপথ্যে) ঝি। "তিনি আপনার কে ?"

(নেপথ্যে) শরৎ। "সে আমার কে ? সে আমার কেউ নয় তাই বল—সে আমার জাগ্রতে ধ্যান—নিদ্রায় স্বপ্ন - সে আমার সর্ব্বস্ব—বল—বল—আর আমায় সংশয়ে রেখ না।"

(নেপথ্যে) ঝি। "ঐ ঘরে আছে"—

(নেপথ্যে) শরৎ। "কোন ঘর ?"

(নেপথ্যে) ঝি। "আমি দেখিয়ে দিতে পার্‌ব না, বাবু টের পেলে আমায় খুন করবে"—

বিজলী। (জানালার কাছে গিয়া চাপাস্বরে) শরৎবাবু—শরৎবাবু—

(নেপথ্যে) শরৎ। কে? কৈ? ওই যে! বিজলী—বিজলী (দরজার কাছে গিয়া) একি দরজা যে তালাবন্দ—

বিজলী। আমাকে আটকে রেখে গেছে। এক্ষুণি আস্‌বে—একটু পরে দরজা খুল্‌লেই ঢুকে পড়বেন। চুপ—কথা বল্‌বেন না—(শরৎ সরিয়া গেল) ভগবান—ভগবান—মুখ তুলে চাও—

দরজা খুলিয়া সাহারার একটী ঠোঙ্গা হস্তে প্রবেশ

সাহারা— গান

ফুটেছে মগ্‌ডালে গো—ও চাঁপার কুঁড়ি—
আমি আঁকশী হারা—লক্ষীছাড়া—সন্ধানে ঘুরি।
সুবাস তোমার পাগল হাওয়ায়—
নামে আমার ঘরের দাওয়ায়—
আমার আশে পাশে বুকে মুখে দেয় হামাগুড়ি।

এই নাও ভাই—একটু মুখে দিয়ে জল খাও—

ইত্যবসরে শরৎ কম্পিত সন্তর্পনে ঘরে আসিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্দ করিয়া দিল—শব্দ পাইয়া যেমন সাহারা ফিরিবে—অমনি তাহাকে ধরিয়া চাদর দিয়া তাহার মুখ ভাল করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল—সাহারা শিক্ষামত হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল

শরৎ। (বিজলীকে) শীগ্‌গীর আমাকে একখানা কাপড় চোপড় দাও।

বিজলী আল্‌নার উপর হইতে একখানা কাপড় দিতে শরৎ সাহারার হাত পা বাঁধিল—সাহারা মাটিতে পড়িয়া রহিল

শরৎ। ~~(অন্তভাবে আয়না হইতে একখানি শাড়ী লইয়া)~~ নাও—শীগ্‌গীর এই শাড়ীটা পর। বেরিয়েই বাঁ-পাশে গলি—ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে

আছে—ভগবান সিং সোফেয়ার। সোজা গিয়ে উঠবে। আহা, মাথায় কাপড় দিওনা—একটুও না। চুলটা খুলে দাও—দরজা খুলে চ'লে যাও। একটুও থতমত খেয়ো না। সোফেয়ারকে বাসার ঠিকানা ব'লে দিয়েছি—সোজা তোমাকে মামার কাছে নিয়ে যাবে।

বিজলী দরজা খুলিয়া প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া

বিজলী। ওর বড্ড কষ্ট হচ্ছে—ওকে ছেড়ে দাও।

শরৎ। সর্ব্বনাশ! ওকে ছাড়লে এক্ষুণি চেঁচিয়ে লোক জড় করবে।

বিজলী। না করবে না—ওর বড্ড কষ্ট হ'চ্ছে, দেখছ না—দম ছাড়তে পারছে না। ও এখানে থাক্‌লে হয়ত' সেই গুণ্ডাটা এসে ওর উপর অত্যাচার করবে—ওকেও নিয়ে চল—আহা! ও বড় অভাগিনী! —আমার চেয়েও অভাগিনী—

শরৎ। বিজলী—

বিজলী। কেন শরৎবাবু!

শরৎ। আর ত' তোমাতে আমাতে এ জীবনে দেখা হ'বে না।—মামার নিষেধ। তোমার সঙ্গে আর আমি ইহ-জীবনে দেখা ক'রতে পারব না। আজ তিন দিন অহোরাত্রি তোমার সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছি। তিন দিন—চেয়ে দেখ আমার দিকে—তিন দিন আমার পেটে অন্ন নেই—চোখে নিদ্রা নেই। তোমার চিন্তা এই তিন দিনের প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে পাগলা ঘোড়ার মত ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এত পরিশ্রমের পর দেখা পেলাম যদি বিজলী—এই কি আমাদের শেষ দেখা?

বিজলী। নিশ্চয় নয়। এই আমাদের প্রথম দেখা। আমার চোখের সামনে থেকে একটা ভুলভরা কালো পর্দ্দা স'রে গিয়েছে। আমি

তোমার প্রকৃত মূর্ত্তি দেখ্‌তে পেয়েছি। আমার এই নূতন পাওয়া চোখে এই আমাদের প্রথম দেখা—প্রথম দেখা—

দরজা খুলিয়া প্রস্থান

শরৎ দরজা হইতে দেখিল বিজলী চলিয়া গিয়াছে—পরে ত্রস্তহস্তে সাহারার বন্ধন খুলিয়া দিল—সাহারা হাঁফ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

সাহারা। এমন ক'সে তুমি আমায় বেঁধেছিলে—আর একটুক্ষণ থাক্‌লে আমি দম বন্ধ হ'য়ে মারা যেতাম। মেয়েটারও আমার অবস্থা দেখে দুঃখ হ'ল—আর তুমি দরদী, একবার ফিরেও চাইলে না—

শরৎ। বড্ড লেগেছে কি সাহারা ?

সাহারা। থাক্, আর ঠাট্টা কর্‌তে হ'বে না। এখন শীঘ্র যাও টাকাটা নিয়ে এস—

শরৎ। সাহারা. আমি এখুনি যাচ্ছি ? টাকা পেলেই এনে তোমার শ্রীপাদপদ্মে রেখে যাব।

সাহারা। 'যাব' মানে ?

শরৎ। ধরেছ ? একেই বলে ছেলে মানুষ। যাব মানে থাক্‌ব।

সাহারা। সে হ'বে না। মেয়েটী ব'লেছিল আমাকে সঙ্গে নিতে—তুমি আমাকেও সঙ্গে নাও। তোমার আমার দুজনকার টাকা নিয়ে আবার ফিরে আস্‌ব। আমি ও মেয়ের কাছ থেকে ইচ্ছা কর্‌লে অনেক হাজার টাকা আদায় কর্‌তে পার্‌ব। চল—

শরৎ। সর্ব্বনাশ ! তুমি গেলেই তোমাকে পুলিশে দেবে।

সাহারা। তা' হ'লে ! আচ্ছা তুমি টাকাটা নিয়ে কখন আস্‌বে ?

শরৎ। কাল সন্ধ্যার সময়ে—

সাহারা। এত দেরীতে ! ওস্‌মান সর্দ্দার বাকি টাকার জন্য রোজ আমাকে তাগিদ কর্‌ছে—কাল সকালেই এস—

শরৎ। আচ্ছা—চেষ্টা কর্‌ব।

সাহারা। চেষ্টা কর্‌ব নয়—নিশ্চয় আস্‌বে। আস্‌বে ?

শরৎ। আস্‌ব। নির্ম্মল এসেছিল সাহারা ?

সাহারা। এসেছিল। কোনদিন চিনিনা—প্রথম বড় মুস্‌কিলে পড়েছিলাম। ঠিক তোমার শিক্ষামতই কাজ ক'রেছি। বিজলীর চোখের উপর ঐখানটায় দাঁড়িয়ে আমি তার হাতে পায়ে ধর্‌ছিলাম—আর ভালবাসি ভালবাসি কর্‌ছিলাম—সে ত রেগেই আগুন—"হ'বে না—হ'বে না—কোন মতেই হ'বে না"—এই সব বলে বেরিয়ে গেল। আমি এসে বিজলীকে বুঝিয়ে দিলাম যে তাকে ছেড়ে দেবার জন্যে নির্ম্মলকে ব'ল্‌তে সে ঐ সব বলে চলে গেল।

শরৎ। বিজলী দেখেছে—নিজে শুনেছে—

সাহারা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তবে আর বল্‌ছি কি! বিজলী ত' ভয়ানক রেগে গেছে। যাক্ গে—কাল ভোরেই আস্‌ছ ত ?

শরৎ। নিশ্চয়।

সাহারা। মাথার দিব্যি—

শরৎ। মাথার দিব্যি—আমি তবে—

প্রস্থান

সাহারা। মেয়েটী ভারী লক্ষ্মী। আমারও পর্য্যন্ত মেয়েটার জন্য কষ্ট হচ্ছিল। যাবার সময় মেয়েটার সঙ্গে একবার দেখা ক'র্‌ব। আহা ভদ্র ঘরের মেয়ে কিনা—কী মিষ্টি কথাবার্ত্তা! বলে কিনা বাধান খুলে দাও—আবার বল্লে "নিয়ে চল—নৈলে গুণ্ডাটা এসে অত্যাচার ক'র্‌বে।" নিজের দিকে চাইলে না—আমি তার শত্রু, আমার জন্য ভাবনা! ও আর আমি! কত পার্থক্য। (ভাবিতে লাগিল) মেয়েটী কিন্তু খুব সুন্দরী! আচ্ছা—প্রথম দেখা—একথা বল্‌লে কেন ? ও কথাটার মানে কি ? টাকাকড়ির কথাত' কই কিচ্ছুই

হ'ল না—কেবল ভুল—চোখের পরদা—শেষ দেখা—এই সব। এ সব কথার অর্থ কি? যাক্‌গে—শরৎটা কিন্তু ভয়ানক চালাক—কেমন সব ভাব দেখালে! তার পর বাঁধবিত বাঁধ একেবারে আষ্টেপিষ্টে।

গান

তাই গেল সে ডাক দিয়ে আজ
হাত ছানিতে।
রেখে দেবে তোড়ার মাঝে
ফুল দানীতে।
হাওয়াতে হাজার ধুলো
ছেয়েছে পাপড়ীগুলো
বেসুর আজ বাজে আমার
গান খানিতে।
দরদী — ও-দরদী
ব্যথা মোর বুঝ্‌লে যদি
এস আজ ঝড়ের মত
ঝেড়ে দিতে ময়লা যত
এস আজ সুর হারায়ে
সুর দানিতে।

কেশববাবুর প্রবেশ

কেশব। কিগো নূতন পটল! আছ টাছ কেমন?

সাহারা। এস গো নটবর—কোথায় ছিলে এতদিন?

কেশব। তোমাদের নাগর নাগরীর দাবা খেলাটা একটু দূরে থেকে দেখ্‌ছিলাম—শেষটায় মাৎ হ'য়ে গেলে সুন্দরী!

সাহারা। মাৎ হলাম কি কেশববাবু?

কেশব। চন্দ্রাবলী হে, রাইএর মান ভঞ্জনের পালাটা নিজেই গেয়ে যুগল

মিলনের সুবিধাটা করিয়ে দিলে? আরে ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ, আমি ভাবতাম্ তুমি বুঝি ঝানু—এখন দেখ্ছি ওস্তাদ আমাদের কানু—

সাহারা। ছোট কল্কের ক' কল্কে টেনেছ হে?

কেশব। কল্কে না টেনে আর উপায় কি? বোতলের আশা ত ছেড়েছি, শরৎ ভায়াত আর এ জীবনেও তোমার শ্রী—কামরা মাড়াবেন না—কাজেই আমরা সব প্রসাদ ভোজীর দল আগে থাকতেই কলকি টানা অভ্যাস করে রাখি।

সাহারা। মাড়াবে না কি? কাল ভোরেই যে টাকা নিয়ে আস্ছে।

কেশব। হ্যাঁ, শুনলাম টাকশালে ছাঁচের জন্য অর্ডার দিয়েছে। সেইটে পেলেই ছাপ মার্‌বে আর দেবে! হারে অদৃষ্ট—এত খেটেছ—তা'ও বাকীতে। এইবার ত' তোমাদের গণেশ উপুড় হ'বে সুন্দরী।

সাহারা। সে কি বল্ছ কেশববাবু। সব মিথ্যা! মিথ্যা! সেকি—ওস্‌মানেরও যে আধা টাকা বাকি। সেও ত আমার কথায় প্রত্যয় ক'রে বসে আছে—নাঃ—তুমি ঠাট্টা কর্‌ছ—

কেশব। তবে তাই। মোদ্দা কাল বিকেল বেলা এসে একবার খোঁজ নিয়ে যাব—তুমি ছাতু লঙ্কা খাচ্ছ—না পোলাও কালিয়া খাচ্ছ।—তবে যা' বলে গেলাম—তা' ঠিক। কাঙ্গালের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগবে।

প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া

আমাকে লুকিয়ে যখন গোপনে গোপনে দুজনে পরামর্শ কর্‌লে—তখনই বুঝেছিলাম—তুমি ঠক্‌বে। তবে এতটা যে ঠক্‌বে তা' ধারণা কর্‌তে পারিনি—

সাহারা। আচ্ছা, আসুক দেখি একবার কাল খালি হাতে—আমিও তেমন মেয়ে নই—

কেশব। বলি এলে ত? তুমি না হয় প্রণয় দেবতার কলে কাণা হ'য়েছ—বলি আমিও আর কাণা নই—যার জন্য তোমাকে এত আদর যত্ন

করতো—তাকে সে হাতে পেয়েছে। বিয়ে ক'রে সুখে জমিদারী ভোগ করবে। যেও তখন টাকা চাইতে—ভোজপুরী দারোয়ান আছে জন দু'তিন। নিয়ে এস টাকা! তুমি ত' চিনি রাখবার বস্তা হে—চিনি ঢেলে রেখে—বস্তা ছুঁড়ে আঁস্তাকুড়ে ফেলেছে।

সাহারা। তা' ও বিচিত্র নয় কেশববাবু। আমার সন্দেহ হ'চ্ছে—(ক্ষণপরে) না, সন্দেহ নয়—এ সত্য। আমার মুখ কাণ এক সঙ্গে বাঁধা ছিল ভাল শুনতে পাইনি। তবে প্রথম দেখা—ভুল—এই সব কি বলছিল! টাকার কথা মোটেই ব'লে নি। নিশ্চয় ওই মেয়েটীকে ও বিয়ে করবে। সেই জন্য—মেয়েটীকে ভজাবার জন্য এই সমস্ত ক'রেছে। নিশ্চয়—নিশ্চয়ই তাই—উঃ এত বড় পাপিষ্ঠ! আহা অমন ভাল মেয়েটী এমন পাষণ্ডের হাতে পড়বে?

কেশব। তাতে তোমার দুঃখ কি নিশ্চিন্তময়ী?—

সাহারা। আমার দুঃখ কি? আমার দুঃখ অনেক। আমার দুঃখ কি তা' তুমি বুঝবে না। ভগবান করুন যেন তোমার কথা মিথ্যা হয়—শরৎ যেন এত বড় বিশ্বাসঘাতক না হয়। কিন্তু—কিন্তু যদি তাই হয়—যদি তাই হয়।—আচ্ছা দেখি কাল ভোর পর্য্যন্ত! কেশববাবু, ভাই—তুমি কাল—

কেশব। ভাই! বল কি হে—

সাহারা। হ্যাঁ ভাই—আজ থেকে তুমি আমার ভাই। ভাই—আমি টাকা চাই না—আমাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। সংবাদ নাও যদি সত্যই বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রে থাকে, তবে কাল সন্ধ্যাকালে তুমি একবার এসো। আমি যা'ব একবার তার বাড়ীতে। দেয়—দিক্ আমাকে পুলিশে ধরিয়ে! আমি ভয় করি না। কিন্তু অমন সোণার কমলকে অত বড় পাষণ্ডের হাতে পড়তে দেবো না। না কক্ষনো না। ভগবানের দরবারে দাঁড়িয়ে জবাব দেবার অন্ততঃ একটা কৈফিয়ৎও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।

তৃতীয় দৃশ্য

বিজনের বহির্ব্বাটী

মুহুরী গোপাল নিবিষ্ট মনে কি লিখিতেছে, বিজন অন্যমনা

বিজন সমস্যার উপর সমস্যা। ডিটেকটিভ বাবুর কথার ভাবে যা' বুঝ্‌লাম, তা'তে তিনি নির্ম্মলকেই সন্দেহ ক'রেছেন। অথচ আমি জানি আমার নির্ম্মল সত্যই নির্ম্মল। কিন্তু এ ব্যাপারে ত' নির্ম্মল ভিন্ন আর কারও কোন স্বার্থ নেই! তবে?—বিজলী না থাক্‌লে শরৎবাবুর ত' লাভ নেই-ই বরঞ্চ ক্ষতি। শুধু যতীনবাবুর সন্দেহ কেন, কার্য্যগতিকে নির্ম্মলই যে অপরাধী হ'যে দাঁড়াচ্ছে। নির্ম্মলকে এক নিষ্কলঙ্ক প্রমাণ কর্‌তে পারে—বিজলী। কিন্তু সে কোথায়? যদি সে বেঁচে থাক্ ত'—তবে শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী মহিলা সে,—পৃথিবীর যে কোন স্থানেই থাক্ সংবাদ দিতে পারত'। এ এক গোলকধাঁধার ব্যাপার! এর ভিতর থেকে নির্ম্মলকে বাঁচাবার উপায় কি?

চিন্তামগ্ন

গোপাল। যে ডিটেকটিভ্ বাবু এসেছিলেন,—উনি কে বাবু?

বিজন। (অন্যমনস্কভাবে) এঁ্যা? ওঃ—উনি একজন ডিটেকটিভ।

গোপাল। (সপ্রতিভভাবে) ওঃ। তাই বলুন, আমিও ত' ভাব্‌ছিলাম যে চশমা চোখে কেন?

নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ

বিজন। তবে কি সত্যই নির্ম্মলের এতদূর অধঃপতন হ'য়েছে! কিন্তু এ যে কোনও মতেই বিশ্বাস হয় না। নির্ম্মলের চোখ মুখের সেই উদ্বিগ্নভাব—সেই নিরলস অহোরাত্র পরিশ্রম—এ সবই কি—বাহ্যিক

—সবই কি লোক দেখানো ? নাঃ—এ আমি কোনও মতে বিশ্বাস কর্‌তে পারছি না। নিশ্চয়ই এ কোনও একটা ষড়যন্ত্রের ফল !—কিন্তু এ চক্র ঘোরাচ্ছে কে ? এ যে ধারণাতেই আসে না। কারও কোন স্বার্থ নেই,—অথচ—এত বড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল,—এর কারণ কি ?

গোপাল। (উঠিয়া বিজনের সম্মুখে গিয়া) এই দেখুন,—

বিজন। (দেখিতে দেখিতে) এ কি ! এ ক'রেছো কি ? দেখি origeneltা—

গোপাল। আজ্ঞে ? হ্যারিকেনটা ?

বিজন। তোমার মাথা (গোপাল বিস্মিত হইয়া মাথায় হাত বুলাইল) গাধা ! ওই খাতাটা দাও তো' (গোপাল খাতা আনিয়া দিল—বিজন গোপালকে ডাকিয়া দেখাইল) এটা লিখেছ কি ? ওটা না —এইটে—।

গোপাল। আজ্ঞে 'দুধমেহের বিবি'—

বিজন। এখানে কি লেখা আছে ?

গোপাল। আজ্ঞে—চাঁদমেহের বিবি।

বিজন। তবে ?

গোপাল। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

বিজন। আজ্ঞে কিরে গাধা ?

গোপাল। আজ্ঞে দুধও সাদা—চাঁদও সাদা। তাই একটা লিখ্‌তে ভুলে আর একটা লিখে ফেলেছি।

বিজন। কোথাকার idiot ?

গোপাল। আজ্ঞে হুগ্‌লীর !

বিজন। হুগ্‌লীর কি ?

গোপাল। আজ্ঞে চাঁদমেহের বিবির বাড়ী হুগ্‌লী—

বেণীবাবুর প্রবেশ

বেণী। (প্রবেশ করিতে করিতে) বিজন, বাড়ী আছ হে ?

বিজন। (উঠিয়া) এই যে আসুন—বসুন ভাল আছেন ?

বেণী। হ্যাঁ এখন অনেকটা সুস্থ আছি। যে দুশ্চিন্তায় আজ তিন দিন পর্য্যন্ত ছিলাম। হ্যাঁ শুনেছ' বটে বোধ হয় বাবাজী আমার মা'কে পাওয়া গিয়েছে—মা'কে আমার যে কষ্ট দিয়েছে—

বিজন। (সাগ্রহে) পাওয়া গিয়েছে।—কোথায় পাওয়া গেল !

বেণী। আর বল' কেন বাবাজী সে হতভাগাটার কথা ! লক্ষীছাড়া একেবারে জাহান্নমে গেছে—বুঝেছ' হে—একেবারে জাহান্নমে গেছে। শুনে লজ্জায় ঘৃণায় আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হ'চ্ছিল। বংশের কলঙ্ক নির্ম্মলটা তাকে ডাকাতি ক'রে নিয়ে এক বাগান বাড়ীতে রেখে দিয়েছিল ; অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে তবে শরৎ তাকে উদ্ধার ক'রেছে—

বিজন। (বিস্ময়ে) নির্ম্মল ! নির্ম্মল এই কাজ করেছে ?

বেণী। ঠিক ঐ সন্দেহ আমার মনেও উঠেছিল' বিজনবাবু। তাই আমি ভাল ক'রে বিজলীমা'কে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছি। শরৎ খোঁজ না পেলে মায়ের যে আমার কি অবস্থা হ'ত—তা' ভগবানই জানেন। দুর্গন্ধভরা আলো-বাতাস শূন্য একতলার একটা ঘর,—তার ভিতর মাকে আমার আটক ক'রে রেখেছিল !

বিজন। নির্ম্মল ?

বেণী। হাঁ নির্ম্মল। বললাম ত' আমারও সন্দেহ হ'য়েছিল কিন্তু যখন মা আমার বল্‌লে যে সে নিজের চোখে নির্ম্মলকে দেখেছে,—তখন আর অবিশ্বাসটা ক'রতে পারলুম না। ছোঁড়াটা কি বেইমান দেখেছো বিজন !—

বিজন। কিন্তু নির্ম্মল ত' বরাবর—কিন্তু—নাঃ—

গোপাল। বাবু, কাল নির্ম্মলবাবুর একটা চিঠি এসেছিল—মেয়েলোকের লেখা। চিঠিটা তার হাতে পড়্‌তেই বাবু ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

বিজন। তুমি একটু থামো ত' হে!

বেণী। কতকাল আর ঢেকে রাখ্‌তে পার্‌বে বাবা! ভেবেছিল' যদি যদি বিজলীকে দিয়ে জমীদারীটা লিখিয়ে নিতে পারে ত' ভাল,—নৈলে মাকে আমার ঐ খানেই শেষ কর্‌বে। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ। শরৎ নির্ম্মলের পিছন পিছনই ঘুর্‌ছিল'—সন্ধানে সন্ধানে সেইখানে গিয়ে খুঁজে মা'কে বের ক'রেছে। উদ্ধার করার গল্প তা যদি শোন—সে একটা Romantic ব্যাপার হে! শরৎ রীতিমত পাকা ডিটেক্‌টিভের চাল চেলেছে। ছোঁড়াটা ব'য়ে না গেলে, মাথা ছিল বিজনবাবু, তোমাদের ঐ যতীন—caseটা ত' তারই হাতে দিয়েছিলাম—কিছুই করতে পারলে না! শরতের কাছেও যতীন যতীন লাগে না হে! ভাল কথা, তোমার সে বন্ধুটী কোথায়?

বিজন। নির্ম্মল? আর তাকে আমার বন্ধু ব'লে আমাকে লজ্জা দেবেন না।

বেণী। এতে আর তোমার লজ্জা কি বাবা! এই পাকা চুল মাথায় নিয়ে আমিই যখন তাকে চিন্‌তে পারলাম না—তখন তুমি সেদিনকার কচিছেলে—তুমি কি ক'রে বুঝবে বলো। সাধুতার মুখোস্‌ পরে সে আমার মত বুড়োর চোখেও ভেল্কী লাগায়—ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ, শেষ বয়সে এই পৃথিবীটার উপর একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়ে দিলে হে!

গোপাল। (স্বগতঃ) তৃষ্ণা তৃষ্ণা কর্‌ছে! বাবুর বুঝি বড্ড তেষ্টা পেয়েছে! কিসের—তেষ্টা! সেই—বোতলের জলের না ত'?

বিজন। কত বিশ্বাসই যে আমি তাকে করতাম! এই খানিকক্ষণ আগে না খেয়ে-দেয়ে উস্কো-খুস্কো চুলে কোথায় বেরিয়ে গেল—

বেণী। তাহ'লে সেই বাগান-বাড়ীতেই গেছে। যাক্‌ গে' (সহসা)

ভাল কথা হে, যার জন্য এসেছিলুম, দেখ' দেখি বয়সের সঙ্গে ভুলের কি নিকট সম্বন্ধ! তোমাকে বাবা আমি নিমন্ত্রণ কর্‌তে এসেছিলুম (গোপালের প্রতি) তুমি কি হে?

গোপাল। আজ্ঞে, জল খাবেন? কিনে আনব?

বেণী। এটী কে হে?

বিজন। ও একটা idiot.

গোপাল। আজ্ঞে আমি বাবুর idiot মুহুরীগিরি করি।

বেণী। তোমারও নিমন্ত্রণ রইল হে বুঝেছ?

গোপাল। আজ্ঞে হাঁ।

বেণী। কি বুঝেছ বলো ত'।

গোপাল। আজ্ঞে নিমন্ত্রণ।

বেণী। কোথায়?

গোপাল। আজ্ঞে তা ত' জানি না।

বেণী। (উচ্চহাস্যে) বেশ! বেশ! খাসা আছ বাবাজী! বেড়ে আছ! এটীকে যে আমার লুফে নিতে ইচ্ছে হ'চ্ছে!

বিজন। আজ্ঞে খাঁচা তৈরী না হ'লে ওকে নিয়ে রাখ্‌বেন কোথায়?

বেণী। বেশ—বেশ—খাসা উত্তর দিয়েছ। তোমাদের আজকালকার ছেলেদের সঙ্গে কথায় কি আমরা পারি বাবা? বেশ—বেশ— (গোপালের প্রতি) ওহে, কি জন্য নিমন্ত্রণ বলো ত?

গোপাল। আজ্ঞে, আপনি ব'ল্‌লেন, সেইজন্যে—

বেণী। চমৎকার উত্তর। (হাস্য) তা' তুমি যখন বাবুর idiot, তখন বাবুর সঙ্গেই যেও। বুঝেছ বাবাজী, আমাদের শরতের সঙ্গে যে বিজলী মায়ের বিয়ে!

বিজন। বিয়ে!

বেণী। হাঁ বিয়ে। দেরীও আর নেই, কালই। শরতের আমার

একান্ত ইচ্ছা, আর মা'রও দেখ্‌লাম অমত নেই, কাজেই আর বিলম্ব কর্‌তে ইচ্ছা হ'ল না। জান ত' বাবাজী, "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি" তাই তাড়াতাড়ি শুভকাজটা সার্‌তে হ'ল। এই অসময়েই —(নিম্নস্বরে) বুঝ্‌ছ' ত',—এই ঘটনায় মায়ের নামে দু' একটা কথাও উঠ্‌তে পারে ত',—তাই আর বেশী বাছাবাছি কর্‌লাম না। (প্রকাশ্যে) ঘটা আর কই কর্‌তে পেলাম বাবা? তবে তোমাকে কিন্তু বাবা যেতেই হবে,—বুঝেছ—একি! কথা ব'ল্‌ছ না যে—

বিজন। নাঃ—এই নির্ম্মলের কথা ভাব্‌ছিলাম। এমন সুন্দর একটা আবরণের নীচে ভগবান এমন কুৎসিত হৃদয় ঢেকে রাখ্‌লেন কি করে, আমি শুধু তাই ভাব্‌ছি।

বেণী। যেতে দাও যেতে দাও।

বিজন। যেতে দেব! নির্ম্মল আমার নির্ম্মল,—যার মুখ একটু ম্লান দেখ্‌লে জগৎ অন্ধকার দেখ্‌তাম,—যার মুখের একটী কথায় আমি অনায়াসে নিজের জীবন পর্য্যন্ত দিতে পার্‌তাম,—যার জীবনের কলঙ্ক মুছে ফেল্‌বার জন্য আমি সমস্ত কাজ পরিত্যাগ ক'রে—নিজের সম্মান ঘুচিয়ে, সর্ব্বস্ব নষ্ট ক'রে পথের ভিখারী সাজ্‌তে ব'সেছিলাম, —সেই নির্ম্মল আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু নির্ম্মল,—না—না—এ আমি বিশ্বাস কর্‌তে পারি না।

বেণী। মন খারাপ ক'রে কি হবে বাবাজী? যা হ'বার তা' ত' হ'য়ে গেছে—

বিজন। নিজের কাণে আপনি শুনেছেন? তিনি নিজে আপনার কাছে ব'লেছেন?

বেণী। অত বিচলিত হ'য়ে প'ড়ো না বাবা। পৃথিবীতে যা' কখন ভাবা যায় না—তাই অনেক সময়ে ঘটে বসে।

বিজন। নির্ম্মলকে দেখেছেন!—তিনি নিজে দেখেছেন?

বেণী। ব'ল্‌লাম ত'—সূর্য্য পশ্চিম দিক দিয়েই উঠেছে বাবাজী। যাচ্ছ যখন, নিজেই খুঁটিয়ে জেনে শুনে এসো। অস্থির হ'য়ো না বাবাজী,—না-ভাবা আঘাতগুলো যখন হঠাৎ বুকে এসে লাগে, তখন অনুভূতির তীব্রতা হয় একটু বেশী। তুমি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ছেলে। এতটুকু আঘাত সইতে না পার্‌লে চল্‌বে কেন ?

বিজন। আঘাত যে কতটুকু!—(ম্লান হাস্য) তবে, এও সম্ভব হ'ল! এই আশ্চর্য্য! যাক্—

বেণী। সময়ও আর নেই; আজই যে রওনা হ'তে হয়। তুমি গুছিয়ে নাও,—আমি বাজার সেরে সোজা ষ্টেশনে গিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'র্‌ব—

গোপাল আত্মপ্রকাশ করিল

তুমিও ready হ'য়ে যেয়ো হে! বুঝেছ' বাবুর idiot!

গোপাল। আজ্ঞে।

বিজন। আমার যাওয়া হবে না।

বেণী। সে কি! কেন বাবাজী ?

বিজন। এ 'কেন'র উত্তর নেই। আমার বর্ত্তমান মনের অবস্থাতে কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তা'ছাড়া আমার—কাল কাজও আছে।

বেণী। তা' থাকুক না বাবা, সে বন্দোবস্ত আমি ক'রে যাচ্ছি,—না—না বাবা, তুমি না গেলে আমি ভয়ানক মনে কষ্ট পাব। ছুটতে ছুটতে তোমার কাছেই এসেছি। বড় মুখ ক'রে এসেছি বাবাজী,—

হাঁপাইতে হাঁপাইতে শ্রান্ত নির্ম্মলের প্রবেশ

নির্ম্মল। বিজন, বিজন, আমাকে এক্ষুণি গোটা-দশেক টাকা এনে দাও ত' ভাই, এ কে ?—ওঃ—প্রণাম—

বিজন অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল

বেণী। আশীর্ব্বাদ করি তোমার সুমতি হোক্—

নির্ম্মল। কৈ বিজন, আমার বড় তাড়াতাড়ি ভাই (কাছে গিয়া) রাগ ক'রেছিস ভাই! এখন আমার নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই আমি তোকে কথা দিয়ে যাচ্ছি আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আস্‌ব। দেখে নিস্ তুই। নে—শীগগীর কর্, দেরী হ'লে সব শ্রম পণ্ড হবে। (বিজন মুখ ফিরাইল না) বিজন—বিজন,—কাকাবাবু, কি হ'য়েছে ?

বেণী। সেটা আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা না ক'রে নিজেই ভেবে দেখ'না নির্ম্মল,—

নির্ম্মল। নিজে ভেবে দেখব! বিজন, কি হ'য়েছে ভাই ?

বেণী। আসি তবে বিজনবাবু—

নির্ম্মল। আপনি চল্লেন যে! হ'য়েছে কি ব্যাপারটা আমায় ব'লে গেলেন না ?

বেণী। তোমার কাছে দাঁড়াতে ইচ্ছা হ'চ্ছে না—তাই চ'লে যাচ্ছি। ভগবান তোমাকে সুমতি দিন্—

নির্ম্মল। ভগবান তোমাকে সুমতি দিন, বুড়ো বদমায়েস্। পাকা চুলের ঝুড়ি মাথার উপর ব'য়ে বেড়াচ্ছ'—ওতে আর কত পাপ সইবে ? পাপের পিয়ালা তোমাদের কাণায় কাণায় পূরে উঠেছে—তাই যেখানে তোমরা যাও, তোমাদের সঙ্গে যায় অনর্থ—তোমাদের সঙ্গে যায় সর্ব্বনাশ,—তোমাদের সঙ্গে যায়—বন্ধু-বিচ্ছেদ। সাবধান বুড়ো শয়তান, আমার চোখের সুমুখে আর মুহূর্ত্তকাল দাঁড়িয়েছ কি—

বিজন। নির্ম্মল, এই মুহূর্ত্তে তুমি আমার গৃহ পরিত্যাগ কর। আমার ঘরে দাঁড়িয়ে, আমারই চোখের উপর পিতৃতুল্য বৃদ্ধকে তুমি যেরূপ অসংযত ভাষায় তিরস্কার ক'র্‌ছ, তা'তে তোমার ধমনীতে বিন্দুমাত্রও ভদ্রবংশের রক্ত আছে ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না।

নির্ম্মল। (চীৎকার করিয়া) বিজন, নাঃ—তুমিও—

বিজন। আমিও। ঐ দেখ, মহাদেব তুল্য বৃদ্ধের চোখে জল। ছিঃ—ছিঃ—তুমি মানুষ—

নির্ম্মল। বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। একবার ব'লেছ তা' ঠিক স্মরণ আছে। তবে তোমার কাছে আমার দেনা-লেনা একটু ঘনিষ্ঠ কিনা—একবার মোকাবিলা ক'রেই চ'লে যাব। ঘা পাঁচড়া ত' আর নই যে দুর্গন্ধে তিষ্ঠতে পার্‌ছ না—একটু দেরী করই না—

বেণী। আমাদেরই ভুল ধারণা। যেমন পিতা, তেমনিই তার ছেলে—

বলিতে বলিতে চলিয়া যাইতেছিলেন—নির্ম্মল রুখিয়া উঠিয়া তাঁহাকে মারিতে গেল,—বিজন ও গোপাল তাহাকে ধরিয়া ফেলিল

নির্ম্মল। যে ক'টা দাঁত তোমার আছে, ঘুষিয়ে আজ তা' আমি ভেঙ্গে ফেল্‌ব। সাধু সেজেছ' ভণ্ড তপস্বী? বাপ তুলে ছাড়া তোমার কথা নেই! ঘুষিয়ে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো—

ব্যথিত হৃদয়ে বেণীর প্রস্থান

আমার বাপ! আমার বাপ ভাল হোক—মন্দ হোক—তা'তে তোমাদের কি? আজন্ম—

গোপাল। বাবু, একটু বসুন, স্থির হোন্—

নির্ম্মল। ব'স্‌ব! তোমাদের ওখানে? হাঃ হাঃ হাঃ, সে-সব ফুরিয়ে গিয়েছে গোপাল,—সে সব ফুরিয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, তারপর যে কথা হচ্ছিল, তোমার গৃহে আর আমার স্থান নেই। তা' সে কথা অত জোর গলায়, আমাকে অপছন্দ কর্‌বার জন্য বেণীবোসের সাম্‌নে উচ্চারণ না কর্‌লেও পার্‌তে বিজনবাবু। তোমার এ গৃহ ত' আমি কোনদিন দাবী করিনি, তুমিই জোর ক'রে এই ছন্নছাড়া ভবঘুরেকে আট্‌কে রেখেছো, তুমিই বাঁধনের উপর বাঁধন দিয়ে আমায় ধ'রে রেখেছো। আমি সাধ ক'রে ধরা দেইনি।

বিজন। ভুল ক'রেছি। মস্তবড় ভুল ক'রেছি তোমাকে ভালবেসে, ভুল ক'রেছি তোমাকে বন্ধু ব'লে ডেকে—আর সবচেয়ে বড় ভুল ক'রেছি তোমার কলঙ্কিত জীবনের সমস্ত ইতিহাস জেনেও তোমাকে শোধরাবার জন্য বৃথা চেষ্টা ক'রে। তুমি যে এতদুর নীচ, তা' আমি পূর্ব্বে ধারণাও কর্‌তে পারিনি, তুমি তুচ্ছ স্বার্থের জন্য নিজের ভগ্নী দেবীপ্রতিমা বিজলীকে অপহরণ করে—

নির্ম্মল। সাবধান বিজন, পুনরায় ওকথা উচ্চারণ করেছ' কি তোমার জিহ্বা আমি আমূল উপ্‌ড়ে ফেলে দেবো। তোমার সহস্র উপকার, তোমার ন্যায্য প্রাপ্য কৃতজ্ঞতা, তোমার মহতী ইচ্ছা কেউ তোমাকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না। আমার সম্বন্ধে এই কুৎসিত ইঙ্গিত কর্‌তে তোমার বিন্দুমাত্রও লজ্জা হ'ল না অথচ তোমাকে আমি একদিনও বন্ধু ব'লে গ্রহণ ক'রেছিলাম! ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—

বিজন। তোমার অভিনয় দেখ্‌বার ঔৎসুক্য আমার আদৌ নেই। তোমার বোন নিজে তোমার সমস্ত গুণপণা প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন।

নির্ম্মল। (সাগ্রহে) তা' হ'লে বিজলীকে পাওয়া গিয়েছে,—তা' হ'লে বিজলী ফিরে এসেছে! আঃ, বাঁচ্‌লাম। যত বড় ব্যথাই তুমি আমাকে দিয়ে থাক' বিজন আজ তুমি তবুও আমার প্রকৃত বন্ধুর মত কাজ কর্‌লে। আমার বুকের একখানা রাঙ্গা দগ্‌দগে ঘায়ের উপর তুমি শান্তির প্রলেপ দিলে! এ ঋণ তোমার শোধ কর্‌তে পার্‌ব না। যাক্— এইবার আমি হাল্‌কা; এইবার আমার সব বাঁধন খ'সে গিয়েছে।

বিজন। শরৎবাবু খোঁজ ক'রে ~~তুমি যেখানে বিজলীকে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলে—~~

নির্ম্মল। তবুও আবার বলে 'নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলে?' জন্মের মত ছেড়ে দেবার পূর্ব্বে আমাকে পাগল না ক'রে ছেড়ে দিবি না? আমায় সজ্ঞানে পথ ছেড়ে দিবি না?

[illegible]। [illegible] তাকে উদ্ধার ক'রেছেন। কাল শরৎবাবুর সঙ্গে তার বিয়ে !

নির্ম্মল। বিয়ে ! সে কি ? না—না, তা' হ'তে দেব না। সে হবে না—হবে না—হবে না ; বিয়ে হ'তে দেব' না। শরতের সঙ্গে তার বিয়ে দেব' না।

বিজয়। তুমি না দেবার কে ?

নির্ম্মল। আমি ভাই। আমি তার বড় ভাই। একমাত্র নিকট আত্মীয়, পৃথিবীর মধ্যে আমার বিজুরাণীর একমাত্র রক্তের সম্পর্ক আমি অভিভাবক। আমার অধিকার আছে, আমার দাবী আছে, বেণীবোসের তা' নেই। না, তা' হবে না—তা' হ'তে দেব না।

বিজন। কিন্তু বিজলী সাবালিকা। তার নিজের সম্মতিতেই এই বিয়ে হ'চ্ছে।

নির্ম্মল। বিজলীর সম্মতি আছে ! কে বল্লে ?

বিজলী। বেণীবাবু নিজে।

নির্ম্মল। বিশ্বাস করিনা—বেণীবোসকে বিশ্বাস করিনা, সে শরতের মামা—আমাদের মহাশত্রু চন্দ্রমিত্রের আত্মীয়। তাকে বিজলী বিয়ে করবে না। আমি জানি—আমি জানি, সে আমাকে ব'লেছে—সে চিরকুমারী থাক্‌বে। বিজু আমার মিথ্যা কথা বলে না,—তবে—তবে—

বিজন। তবে যাই হোক—কাল শরৎবাবুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে। আর তাঁর নিজের ইচ্ছাতেই এই বিয়ে হ'চ্ছে।

নির্ম্মল। (উদাসভাবে) হোক্। হোক্ না—আপত্তি কি ? আমার কি ? আমি পাগল না ক্ষ্যাপা যে এত লাফাচ্ছি ! তবে যাই বিজনবাবু। তোমার কোনও অপরাধ নেই ; যা' শুনেছ'—তা'তে কোন ভদ্র-সন্তানেরই আমার সঙ্গে সংস্রব রাখা উচিত নয়। তবে

এটুকু ভেবে দেখ্‌লে পার্‌তে এটা সম্ভব কিনা! জমিদারী, টাকাকড়ি এ-সব কি আমি এতই মোটা চোখে দেখি ভাই? তবে আসি—

গমনোদ্যত ও ফিরিয়া—চোখে একবিন্দু জল টল্‌টল্‌ করিতেছে

আজই হোক্ কালই হোক্, সত্য তার স্বরূপ প্রকাশ ক'র্‌বেই। যখন কুয়াশা কাট্‌বে তখন বন্ধু ওগো চিরপ্রিয়,—তখন একবার নিরালায় ব'সে এই বিশ্বের নিতান্ত পর সর্ব্ব হারাকে উদ্দেশ ক'রে একফোঁটা চোখের জল ফেলো। (গলার স্বর ভারী হইল) হয় ত' তখন আমি এ দেশেও থাক্‌বো না—এ পৃথিবীতেও থাক্‌বো না। (বিজন দুইহাতে মুখ লুকাইল) তবু ও তোমার স্নেহাশ্রুবিন্দু ব্যথিত অন্ধকার জীবনে গজমুক্তার মত উজ্জ্বল হ'য়ে থাক্‌বে। দে'খ একদিন আমার বিজনও ছিল বিজলীও ছিল, আজ আমার বিজনও নেই, বিজলীও নেই, আমি আমার জীবনের সবটুকু আনন্দ নিঃশেষে পিয়ালায় গুলে সুরার সরবৎ ক'রে খেয়েছি। তাই আজ ফেরার পথে দুঃখই আমার একমাত্র সাথী—যাই তবে—বিদায়—বিদায়—

গমনোদ্যত ও পরদা পড়িয়া উঠিল

নেপথ্যে বালিকাকণ্ঠে। কাকাবাবু, যাবেন না—মা ডাক্‌ছেন,—

নির্ম্মল। যাবার জন্য পা' তুলেছি কি বাধা দিলি মা! যাক্, কে, বৌদি, ডাক্‌ছ'? আর কেন করুণাময়ি, চলার পথ চোখের জলে ভিজিয়ে দেবার জন্য এই বিদায়ের দরোজায় এসে দাঁড়িয়েছ?

প্রস্থান

কিয়ৎকাল সব স্তব্ধ; মাত্র গোপাল হতবুদ্ধির মত এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল, ক্ষণপরে বিজন মুখ তুলিল,—মুখ তাহার চোখের জলে ভরিয়া গিয়াছে, চোখ দুটী জবাফুলের মত লাল হইয়াছে

বিজন। (সহসা) গোপাল, দেখত'? নির্ম্মলকে ডাক'ত!

গোপালের প্রস্থান

দশটা টাকা চেয়েছিল,—তাত' ভুলে গিয়েছি। নিশ্চয়ই নির্ম্মল নির্দ্দোষ। দোষীর মুখের ভাব, কথার ভাব ত' অত মর্ম্মস্পর্শী হয় না। না, নির্ম্মলকে ভালবাসি ব'লে তার সম্বন্ধে মন খারাপ ধারণা ক'র্‌তে চাইছে না। কিন্তু যাই হোক্ অত রূঢ় কথা বলা ভাল হয়নি। একটু বুঝিয়ে বল্‌লেই হোত। আহা, বেচারার বিশ্ব-সংসারে আমি ভিন্ন যে আপনার বল্‌তে আর কেউ নাই। বড় বেশী কড়া হ'য়ে গেছে,—যে দুরন্ত খেয়ালী, আত্মহত্যা করাও ওর পক্ষে বিচিত্র নয়!

নেপথ্যে বালিকাকণ্ঠে। বাবা, মা ডাক্‌ছেন। বাবা—ও বাবা—

বিজন। যাচ্ছি—

[বিজনের ভিতরে প্রস্থান

কেশববাবুর সহিত সাহারার প্রবেশ

সাহারা। এই বাড়ী?

কেশব। হাঁ, এই তাঁর বন্ধুর বাড়ী—এখানেই তিনি থাকেন।

গোপালের প্রবেশ

গোপাল। আজ্ঞে তিনি কোনদিকে গিয়েছেন—কোথাও ত' খুঁজে পেলাম না। (সাহারাকে দেখিয়া হর্ষবিস্ময়ে) আপনি? মামলা? বসুন—

সাহারা। হাঁ আমি, মামলা। বস্‌ছি। তোমাদের বাবু কোথায়?

বিজনের প্রবেশ

বিজন। কে?

কেশব। আজ্ঞে, আমাকে চিন্‌বেন না। (নমস্কার করিল)

বিজন। (প্রতি নমস্কার করিয়া) প্রয়োজন? (গোপালের প্রতি) কোথায় সে?

গোপাল। আজ্ঞে, তাকে পেলাম না।

বিজন। (অন্যমনস্ক ভাবে) পাবে কেন? পেলেই বা সে আর আস্‌বে কেন? যে অভিমানী সে! যদি বেঁচে থাকে, তবে এ জীবনেও আর আমার ছায়া মাড়াবে না। ওঃ—(ক্ষণপরে) বসুন আপনারা, কি প্রয়োজন?

কেশব। নির্ম্মল রায় ব'লে কেউ এখানে থাকেন?

বিজন। থাক্‌তেন। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) কেন?

কেশব। তাঁকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

বিজন। কি জন্য, শুন্‌তে পাই কি?

কেশব। যদি আপনি তাঁর বন্ধু হন, তবে শুন্‌তে পারেন।

বিজন। এক সময়ে আমি তার বন্ধু ছিলাম বটে, কিন্তু আজ আর নই। কোনও কারণে আমাদের মধ্যে মনান্তর হওয়াতে তিনি আমার বাড়ী জন্মের মত ত্যাগ করেছেন।

কেশব। কোথায় গেছেন?

বিজন। অনির্দ্দিষ্ট। তার জীবনের উপর বিতৃষ্ণা হ'য়েছে। খুব সম্ভব তিনি দেশত্যাগী হবেন।

সাহারা। (দাঁড়াইয়া) সর্ব্বনাশ!

বিজন। আপনারা কি তাকে arrest কর্‌বার জন্য তার সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছেন?

সাহারা। না, আমরা তাঁর মিথ্যা কলঙ্ক ঘোচাবার জন্য তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তাঁর বিরুদ্ধে যে কত বড় চক্রান্ত চল্‌ছে, সেইটে তাঁকে জানাবার জন্যই আমাদের এত ব্যস্ততা! এক পাষণ্ড লম্পটের সঙ্গে তাঁর বোনের বিয়ে হ'তে যাচ্ছে, সেই বিয়ে পণ্ড ক'রে দেবার জন্য আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তাই আমরা নির্ম্মলবাবুকে খুঁজতে এসেছি। আপনার কোনও ভয় নেই—আপনি তাঁকে ডাকুন,—

বিজন তার কলঙ্ক দূর কর্‌বার জন্য ! তার অর্থ ? আমি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আপনারা কে আর কেনইবা—

কেশব। সে সব বুঝাবার সময় এখন আমাদের নেই। আমাদের এখনই নির্ম্মলবাবুকে প্রয়োজন। এই মুহূর্ত্তেই যদি আমরা এখান থেকে রওনা না হই—তবে কিছুতেই এ বিয়ে বন্ধ কর্‌তে পার্‌ব না। তা' যদি কর্‌তে না পারি তবে একটী সরলা বালিকার ভবিষ্যৎ জীবন বিরাট ব্যর্থতায় পরিণত হবে।

বিজন। তবে কি এ বিবাহে বিজলীর মত নেই।

সাহারা। মত তার কোনও দিন ছিল না, নেইও। তবে ঘটনাচক্রে তিনি বাধ্য হ'য়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ বিবাহে সম্মত হ'য়েছেন।

বিজন। আমি কিছু বুঝতে পার্‌ছি না।

সাহারা। বুঝাবার সময়ও আমাদের নেই। আপনি নির্ম্মলবাবুকে ডাকুন, তাঁর সাম্‌নেই সব বল্‌ছি।

বিজন। নির্ম্মল এখানে নেই। বিজলীকে অপহরণ করার জন্য আমি তাকে রূঢ় কথা বলায় সে আমার বাড়ী ছেড়ে জন্মের মতই চ'লে গেছে।

কেশব। ঠিক তাই! সেই একই ভুল!

সাহারা। কিন্তু নির্ম্মলবাবু নির্দ্দোষ।

বিজন। নির্দ্দোষ!—নির্ম্মল নির্দ্দোষ!

সাহারা। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ; এ কীর্ত্তি বেণীবাবুর ভাগ্নে শরতের। শরৎই লোক লাগিয়ে বিজলীকে হরণ করায়। শরৎই তাকে আমাদের বাগান বাড়ীতে রাখে। শরতের প্ররোচনায়ই আমি বিজলীকে ভুল বুঝিয়ে নির্ম্মলের প্রতি তার মন বিষাক্ত ক'রে তুলি। আমিই—

বিজন। আপনি?

সাহারা। আমি—আমি বেশ্যা।

বিজন। তবে? তবে তোমার কথায় বিশ্বাস কি? কাল তুমি

শরতের প্ররোচনায় বিজলীকে ভুল বুঝিয়ে ছিলে ;—আজ যে তুমি নির্ম্মলের প্ররোচনায় আমাকে ভুল বোঝাতে এস নি,—তা' কেমন ক'রে বুঝ্‌ব ?

সাহারা। বিজনবাবু,—

কেশব। (স্বগতঃ) বাবা ! সাধে বলে উকীল !

সাহারা। বেশ্যা হ'লেও আমি নারী। আজ নারীত্বের এই অবমাননা হ'তে যাচ্ছে দেখে ক্ষোভে ঘৃণায়—এই পতিতারও বুকের বিছানায় ঘুমন্ত নারীত্ব আজ শিউরে জেগে উঠেছে। নারীর দেহ—নারীর মন নিয়ে ভণ্ড পুরুষ যে ছিনিমিনি খেল্‌বে তাই আশঙ্কা ক'রে আমার ভিতরের নারী আজ বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেছে। নির্ম্মলের কলঙ্ক দূর হোক্ চাই না হোক্—আমার কিছুমাত্র তা আসে যায়না। আমি চাই বিজলীকে বাঁচাতে,—এই ছল বিবাহের অভিনয়ের পূর্ব্বেই তার যবনিকা ফেলে দিতে—আমি চাই আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে।

বিজন। তোমার কথা যে সত্য—তার প্রমাণ ?

সাহারা। প্রমাণ আমি। প্রমাণ আমার চোখ। বিজনবাবু, একটা জন্ম আমার মুহূর্ত্তের একটা ভুলে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছি,—তাই ব'লে কি আর একটী নিরপরাধ নারীর জন্ম সার্থক করার চেষ্টা করাও আমার অনুচিত। বিজনবাবু, স্থির হ'য়ে ব'সে আমার কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য এখনও জেরা কর্‌ছেন ? রুখে উঠে বল্‌ছেন না যে নির্ম্মল নেই, আমি আছি, আমি এ বিয়ে হতে দেব' না। আমি এ বিয়েতে বাধা দেব।

বিজন। আমি বাধা দেবার কে ? আমার কি অধিকার ?

সাহারা। আপনি এই পৃথিবীতে জন্মেছেন এই আপনার মস্ত বড় অধিকার। আপনি নির্ম্মলের বন্ধু—সুতরাং বিজলীর ভাই নির্ম্মলের

অবর্ত্তমানে আপনিই যে একমাত্র সম্প্রদান কর্ত্তা। নিয়ে চলুন। সেই ভণ্ড দরদীর মুখোস নিজের হাতে টেনে ~~টেনে~~ ছিঁড়ে আমি সত্যের আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেব। উঠুন—চলুন—মুহূর্ত্তের বিলম্বে—সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে, তখন আর শোধরাবার উপায় থাক্‌বে না।—এর পর আমাকে সন্দেহ ক'রবার যথেষ্ট সময় পাবেন।

নেপথ্যে বালিকা কণ্ঠে। বাবা, মা বল্‌ছেন—তুমি এক্ষুণি যাও। যেমন করেই হোক, এ বিয়ে বন্ধ ক'রে দাও গে'—

বিজন। বেশ, চল যাচ্ছি। কিন্তু, নির্ম্মল! আধঘণ্টা আগে সে আমাকে ব'লে গেল—আর যেতে না যেতে এই ভাবে সত্য প্রকাশ হ'য়ে প'ড়ল! আর যদি আধঘণ্টা পূর্ব্বে আস্‌তে পার্‌তেন।

কেশব। আধঘণ্টা পূর্ব্বে জন্ম নেওয়াও যেমন মানুষের সাধ্যাতীত—আধঘণ্টা পূর্ব্বে আসাও আমাদের তেমনি সাধ্যাতীত। আধঘণ্টা পূর্ব্বে এসেই বা এমন কি একটা হাতী ঘোড়া হ'ত?

বিজন। তা' হ'লে নির্ম্মলকে নিয়ে যেতে পার্‌তাম!

কেশব। এই কথা? আচ্ছা আপনারা দু'জনে ত' রওনা হ'ন্। আমি তাঁকে খুঁজে নিয়ে আস্‌ছি। আপনারা গিয়ে ততক্ষণ বিয়েটার বাগ্‌ড়া—দিন ত'।

বিজন। কোথায় তাকে খুঁজে পাবেন এই বিশাল ক'লকাতা সহরে?

কেশব। আহা—হাঃ, কর্পূর ত' নয় যে উবে যাবে। আধঘণ্টা পূর্ব্বে যখন ছিলেন,—তখন যেখানেই থাকুন, আমি তাঁকে খুঁজে বার ক'র্‌বই। আর নিতান্তই যদি বিশল্যকরণী খুঁজে না পাই, তবে এই পবন-নন্দন ক'ল্‌কাতা-গন্ধমাদন শুদ্ধ ঠিক সময় মত বিয়ের আসরে নিয়ে হাজির কর্‌বে। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

নিজের রসিকতায় মুগ্ধ হইয়া হাসিতে লাগিল

চতুর্থ দৃশ্য

সুসজ্জিত প্রাঙ্গণ

সন্ধ্যা হইয়াছে ; উজ্জ্বল আলোকে বিজলীর বাটীর অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গণ ঝকঝক করিতেছে। প্রাঙ্গণে বিবাহ বাসর দেখা যাইতেছে, দাসদাসিগণ বিবাহের জিনিষ-পত্র সাজাইতেছে। নহবৎ বাজিতেছে।
ভজহরি প্রবেশ করিল, তাহার চোখে জল

ভজ। আজ কেবলই কর্ত্তাবাবুর কথা মনে প'ড়ে—চোখে জল আস্‌ছে। প্রাণ যে কেন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে—কিছুই বুঝতে পারছি না। দিদিমণির আমার মুখখানি ভার ভার, একটুও হাসি নেই। এবার ফেরবার পর থেকে দিদিমণিকে আমার আর চেনাই যায় না। দিদি-মণি আর যেন সে দিদিমণি নেই—যেন সাদা পাথরের পুতুল। চালাও তাই চল্‌ছে, করাও তাই কর্‌ছে। এমনটা কেন হ'ল ?

ইতস্ততঃ লক্ষ্য করিতে করিতে খঞ্জপদ জগন্নাথের প্রবেশ

আসুন—আসুন দেওয়ানজী !

জগ। না এসে আর থাকতে পারলাম ক'ই ভজহরি ? তোমার ছোট-বাবু আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন—আস্‌তে নিষেধ,—একখানা নিমন্ত্রণ চিঠি পর্য্যন্ত পাইনি। দু'বেলা বাড়ীতে অত্যাচারের একশেষ হ'চ্ছে, রাত্রে গরুর হাড়, ময়লা এই সব কদর্য্য জিনিষ কারা ছুঁড়ছে, তবুও না এসে থাকতে পারলাম কৈ ভজহরি ?

ভজ। এসেছেন—ভালই হয়েছে। দিদিমণির সঙ্গে একবার দেখা করুন, দিদিমণি আমার মনমরা হ'য়ে রয়েছেন—

জগ। আমার আর দেখা ক'র্‌বার উপায় কই ভজু, তুই যদি একবার বাবা, মা-লক্ষ্মীকে আমার খবর দিতে পারিস্—

ভজ। আচ্ছা, আমি দিদিমণিকে এখনই খবর দিচ্ছি। আপনি একটু আঁধারে স'রে দাঁড়ান,—ওই থাম্‌টার আড়ালে! ছোটবাবু আবার দেখ্‌তে পেলে, কি জানি বলা ত' যায় না—যে চড়া মেজাজ!—

প্রস্থান

জগ। একদিন এই বাড়ীতে আমার একাধিপত্য ছিল, আর আজ এই বাড়ীতে আমি চোর। আত্মগোপন ক'রে কয়েক মিনিট দাঁড়াবার জন্য আমি পেঁচার মত অন্ধকার খুঁজে বেড়াচ্ছি কে?

সন্তর্পণে দয়ার প্রবেশ

দয়া। (অধরে অঙ্গুলি দিয়া চুপ করিতে বলিল) সংবাদ দিয়েছ?

জগ। দিয়েছি। কিন্তু কোনও লাভ হবেনা। কিছুতেই আজ এসে পৌঁছাবার—সম্ভাবনা নেই।

দয়া। শেষ রাত্রে এসে পৌঁছালেও চল্‌বে। মোট কথা নির্ম্মলকে আজ চাই-ই (কয়েকখানি নোট দিল) নাও, নদীর ঘাটে থেক—যাও—

দয়ার প্রস্থান

জগ। ওই যে শরৎবাবু আস্‌ছেন। আজ ওর কী আনন্দ! এতদিনের চেষ্টা আজ ওর ফলবতী হবে কিনা!

শরতের প্রবেশ

শরৎ। মামা এসে এখনও পৌঁছুচ্ছেন না কেন? আমারই যেন একার যত গরজ! জমিদারী হাতে এলে মাতব্বরী ক'র্‌বার সময়ে তিনি। কিন্তু কাজের সময়ে উল্টো। কালাশৌচ—কালাশৌচ—ব'লেও

একেবারে ক্ষেপেই উঠেছিলেন,—দায়ে প'ড়ে—ঘুষ ঝেড়ে আবার অধ্যাপকের পাতি আন্‌তে হ'য়েছে। মামাত' আর অন্য কাউকে টাকা দিয়ে তৈরী করলে চলবে না। মামার জন্যই গোধূলি লগ্নে বিয়েটা হ'ল না। আচ্ছা, একবার বিয়েটা হ'য়ে যাক, বুড়ো জরদ্‌গব! তোমার সাধুতা ভেঙ্গে দিচ্ছি estateএর ওকালতি তোমাকে খাওয়াচ্ছি। ব'সো, তোমার দর বেড়েছে—না? যত সময় যাচ্ছে ততই আমার কেমন একটা আতঙ্ক এসে উপস্থিত হ'চ্ছে। বিজলীর মনের অবস্থা খুব ভাল ব'লে আমার মনে হচ্ছে না। একটা আপদ ছিল—সেই জগন্নাথ দেওয়ানটা, তা'কে ত' সরিয়েছি; এখন ওই বোবা বুড়ীটাকে সরাতে পারলে হয়। মাগী যেন কি? সিন্দুকের চাবীটা আজও ওর কাছ থেকে নিতে পারিনি। আচ্ছা থাকতে দাও, একবার বিয়েটা হ'য়ে যাক্, তারপর উঠ্‌তে চাবুক—বস্‌তে চাবুক—উঠতে চাবুক—বস্‌তে চাবুক—(জগন্নাথকে দেখিয়া) কে ওখানে? কে?

জগ। (বাহিরে আসিয়া) আজ্ঞে আমি—

শরৎ। কি মনে ক'রে হে? লুচী মারতে এসেছো? আচ্ছা, রামদীন্ এ জমাদার সিং—ভজা—ও ভজা—

ভজহরির প্রবেশ

ভজ। আজ্ঞে—

শরৎ। রামদীনকে আর জমাদার সিংকে ডাক্‌ত'। এই শালাকে দু'জনে দু'কাণ ধ'রে তুলে নিয়ে যাক্—

ভজ। আজ্ঞে—

শরৎ। আজ্ঞে কি রে Rascal! শুনতে পাচ্ছিস্ না?

বিজলী আসিয়া দাঁড়াইল, সর্ব্বাঙ্গ রত্নালঙ্কারে ভূষিত—মস্তকে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠন—দেবী প্রতিমা

বিজলী। কাকাকে আমিই ডাকিয়েছি—কথা আছে। আসুন কাকা—

শরৎ। (স্বগতঃ) আচ্ছা, বিয়েটা আগে হ'যে যাক্, তারপর উঠতে চাবুক —বসতে চাবুক, (প্রকাশ্যে) তুমি ডাকিয়েছ? তাই বল! ওরে ভজা, দেওয়ানজীকে একটা আলো নিয়ে,—দেখি এখনও মামা আস্‌ছেন না কেন? চল্ নদীর ঘাটে চল্, নাঃ—আজ বুঝি আবার আমাকে নদীঘাটে যেতে নেই! আচ্ছা, ভজা, তুই যাঃ—

ভজার প্রস্থান

বিজলী! তুমি তবে কাকাবাবুকে একটু জলটল খাওয়াবার ব্যবস্থা কর' —আমি আস্‌ছি। (স্বগতঃ) আচ্ছা!—সুদ সমেত।

শরৎ-এর প্রস্থান

নহবৎ বাজিয়া উঠিল—বিজলী ও জগন্নাথ কথা কহিতে লাগিল—কিছুই শোনা গেল না। বিজলীর মুখ ম্লান—বিজলী নত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল জগন্নাথ আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বিজলী ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রস্থান করিল। সন্তর্পণে দয়ার প্রবেশ। দয়া জগন্নাথের সহিত কথা কহিতেছে, এমন সময়ে শরতের অতর্কিতে প্রবেশ। শরৎ দয়াকে ধরিয়া ফেলিল—নহবৎ থামিয়া গেল।

শরৎ-এর প্রবেশ

শরৎ। (নিম্নস্বরে) দেওয়ান, জীবনের মায়া যদি রাখ—তবে এ তল্লাটে আর কখনও পা' দিওনা—বুঝেছ'—যাও—

দয়ার সহিত দৃষ্টি বিনিময়ান্তে জগন্নাথের প্রস্থান

শরৎ। কি—তুমি এখানে কি কর্চ্ছিলে?

দয়া। (টাকা দিতে আসিয়াছিল—জানাইল)

শরৎ। কত টাকা?

দয়া। (জানে না—জানাইল)

শরৎ। কে দিয়েছে,—বিজলী ?

দয়া। (জানাইল হাঁ)

শরৎ। নিঃশব্দে আমার সঙ্গে এসো—এসো—

দয়াকে লইয়া বাহিরের দিকে প্রস্থান

নহবৎ বাজিতে লাগিল—বিবাহ সভায় জিনিষপত্র সব উপস্থিত হইতে লাগিল

ভজা ও বেণীবাবুর প্রবেশ

বেণী। (ব্যস্তভাবে) কৈ রে ? এখনও যে কিছুই জোগাড় হয়নি। পুরোহিত, পরামাণিক—এরা সব কোথায় ?

ভজ। আজ্ঞে সবাই আছেন বার্‌বাড়ীতে। তামাক টামাক খাচ্ছেন—ডাক্‌ব !

বেণী। ডাক্‌ব কি রে ? ডাক্ সবাইকে—ডাক্—ডাক্—লগ্ন ব'য়ে যায়—এরা সব কি হে ?

অন্তঃপুরে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল স্ত্রীকণ্ঠে হুলুধ্বনি শোনা গেল

শরতের প্রবেশ

বেণী। এই যে ! কাপড় চোপড় চট্ ক'রে ছেড়ে নাও বাবা। ওদের সব ডাকো। (ঘড়ী দেখিয়া) ওরে, আর দেরী নাই, আর দশ মিনিট,—তাড়াতাড়ি—তাড়াতাড়ি—

শরৎ। বোবা মাগীকে রেখে এসেছি দপ্তরখানার ভিতর। বা'র থেকে শিকল টেনে রেখে এসেছি। থাক-এই বার সুখ শয্যায় শুয়ে,—কাল বাসি বিয়ে হ'য়ে গেলে পরে যদি বেঁচে থাকো বুড়ী,—তবে খালাস পাবে। নৈলে নদীতে কাল তোমায় কবর দেবো।

প্রস্থান

বেণী। ওরে, কই রে, আমার মা-লক্ষ্মী কই ?

নম্রপদে সালঙ্কারা বিজলীর প্রবেশ

এসো মা আমার, এসো,—

বিজলী প্রণাম করিল

বেণীবাবু পকেট হইতে এক ছড়া মুক্তার মালা বাহির করিয়া
বিজলীর গলায় পরাইয়া দিলেন

আশীর্ব্বাদ করি চিরসুখী হও, এই নাও মা, দরিদ্র সন্তানের উপহার। তুচ্ছ হ'লেও তুমি তাকে স্নেহের চোখে দেখবে এ ভরসা আমার আছে। দেখ' দেখি মা, কী সুন্দর মানিয়েছে তোমাকে—

বলিতে বলিতে বিজলীসহ ভিতরে প্রস্থান

নহবৎ বাজিয়া উঠিল। বড় মিঠাসুরে সানাই বাজিতে আরম্ভ করিল। একটী একটী করিয়া নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ আসিতে আরম্ভ করিলেন, পুরোহিত আসিলেন—পরামাণিক আসিল—প্রদীপ জ্বলিল—ভজা আসিল—অন্যান্য দাসদাসীগণ আসিল, উপস্থিত ভদ্রবৃন্দকে পান সিগার কাহাকেও বা তামাক সরবৎ ইত্যাদি সরবরাহ করিতে লাগিল। পুরোহিত খুঁটীনাটী খুঁত ধরিতে লাগিল—ভজা দৌড়াইয়া সব গুছাইতে লাগিল। ভিতরে হুলুধ্বনি শোনা গেল—শঙ্খধ্বনি হইল। মেয়েদের মঙ্গলাচরণ হইতেছে বোঝা গেল। ক্ষণপরে চেলীর জোড় পরিহিত টোপর মাথায় ফুলের মালা গলায় শরতের প্রবেশ, হাতে দর্পণ—সঙ্গে ভজা। শরৎ আসিয়া পুরোহিত নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিল। অন্য একটী আসনে শ্বেত গরদের থান পরিহিত একটী ভদ্রলোক ভিতর হইতে আসিয়া বসিলেন। তাহার সঙ্গে আসিলেন বেণীবাবু। পুরোহিত মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পরে পুরোহিত হাঁকিলেন "কনে আন" পিঁড়ের উপর করিয়া কনেকে সভাস্থলে আনয়ন, "ঐখানে বসাও"—নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি। বিজলীর মুখ আনত—তাহাতে যেন বিন্দুমাত্রও রক্ত নাই। কোমরে গামছা জড়ানো জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ তিনি বলিলেন "যাঁরা ব্রাহ্মণ আছেন উঠে আসুন" "কোথায় হে" "ছাতের উপর" কয়েকজন উঠিয়া গেলেন, এদিকে মন্ত্রপড়ার আয়োজন ইত্যাদি চলিতেছে—অপর পার্শ্ব দিয়া দেখা গেল—লুচীর ঝাঁকা চলিয়াছে ইত্যাদি

বরপক্ষের পুরোহিত এবং কন্যাপক্ষের পুরোহিত পর্য্যায়ক্রমে মন্ত্র পড়িবার উপক্রম করিতেছেন এবং কন্যাকর্ত্তা ভদ্রলোক প্রত্যেকেরই উচ্চারিত শব্দ পুনরুচ্চারণ করিতেছেন কন্যা পক্ষের পুরোহিতের প্রশ্নের উত্তরে বর পক্ষের পুরোহিত তাঁহার গোত্র ও নাম বলিতেছেন এমন সময়ে চীৎকার করিতে করিতে

সাহারার প্রবেশ সঙ্গে বিজন

সাহারা। স্তব্ধ হও। আর উচ্চারণ ক'রোনা। এক নিরীহ সরলা কুমারীর সর্ব্বনাশ ক'র্‌বার জন্য—পুরোহিত—আর তোমার সংস্কৃতের তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়ো না। দূরে ফেলে দাও এ বিয়ের সজ্জা—নিভিয়ে দাও এ মঙ্গল-প্রদীপ—ভেঙ্গে দাও এ মিথ্যা জোচ্চুরিভরা বিয়ের প্রহসন!

সভাস্থ জনমণ্ডলী ত্রস্ত হইয়া উঠিল শরৎ মুখ নত করিল

বেণী। কে এ উন্মাদিনী!—একে সরিয়ে দাও—

বলিতে কেহ কেহ অগ্রসর হইল

সাহারা। কেউ এগিও না। মায়ের গর্ভে জন্মেছ' যে সব সন্তান, তোমরা কেউ এক পা'ও এগিও না, আজ এইখানে—এই হাজার—বাতিতে—ঝল্‌সানো বিয়ের সভায় সত্যের—খোলস্‌-পরানো একটা বীভৎস মিথ্যাকে উলঙ্গ ক'রে প্রকাশ ক'রে দেবার অবসরটুকু আমায় দাও—

বেণী। এ কি বল্‌ছ!

অগ্রসর হইতেই বিজন সম্মুখে আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে থামাইল

কে—কে—বিজনবাবু তুমি?

বিজন। হ্যাঁ আমি। আমি বল্‌ছি, এ উন্মাদিনী নয়। এর যা' বল্‌বার আছে, তা' একে বল্‌তে দিন। তারপর আপনারা এর বিচার করুন।

সাহারা। হাঁ, বিচার চাই—সূক্ষ্ম বিচার চাই—মানুষের বিচার চাই—

বেণী। আগে বিয়ের মন্ত্র ক'টা পড়া হ'য়ে যাক্ না বাবা—তার পর—

সাহারা। তারপর নয়—আগে। তার আগে আমায় ব'লতে হবে। একটা অম্লান শ্বেতপদ্ম বানরের হাতে পড়ে ছিন্ন ভিন্ন হ'বার আগে আমার বল্‌তে হবে। আমার বল্‌তেই হবে।

বেণী। আমি বুঝতে পারছি, এ নির্ম্মলেরই আর এক খেলা। শুভ-কাজের মধ্যে মূর্ত্তিমান বিঘ্নের মত তাই তুমিও এসে দাঁড়ালে বিজন? তোমাকে আমি বরাবর জ্ঞানী সদ্বিবেচক ব'লে জান্‌তাম, আজ আমার দুহিতৃসমা এই বিবাহের কন্যার জাতি নষ্ট কর্‌বার উদ্যোগে তুমিই প্রধান পাণ্ডা হ'য়ে দাঁড়ালে!

বিজন। কি কর্‌বো বলুন! আপনার ভাগ্নের সম্বন্ধে যে সব কথা শুন্‌লাম— তা' যদি সত্য হয় —

বেণী। যদিই সত্য হয়—যদিই শরৎ কোনও অন্যায় কাজ ক'রে থাকে, যদিই শরৎ তোমাদের ক্ষতির কোনও কারণ হ'য়ে থাকে —তবে তার প্রতিশোধ নেবার সময় কি এখন? আগে শুভ-কাজটা নির্ব্বিঘ্নে হ'তে দাও,—তারপর এর বিচার আমি নিজের হাতে ক'র্‌ব।

বিজন। এখন না কর্‌লে এর পর আর বিচার ক'র্‌বার প্রয়োজন হবে না।

বেণী। (ক্রোধভরে) তবে ক'র্‌ব না বিচার। আমার ভাগ্নে অন্যায় ক'রে থাকে—করেছে। সে কৈফিয়ৎ আমি তোমায় দেব না'। তুমি কোন অধিকারে আমার বাড়ী ব'য়ে এসে এই অসঙ্গত উদ্ধত ব্যবহার ক'র্‌ছ? কোন স্পর্দ্ধায় তুমি আমার কটক পেরিয়ে আমার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ ক'রেছ?

সাহারা। চমৎকার ভদ্রলোক!

বিজন। (হাসিয়া) আপনার ভুল হ'চ্ছে বেণীবাবু, আমি যে নিমন্ত্রিত।

বেণী। আমার ভুল হ'য়েছিল। আমি এখন সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার কর্‌ছি, আমার স্মরণ ছিলনা যে তুমি নির্ম্মলের বন্ধু, তারই মত তোমার ঔদ্ধত্য—

সাহারা। সাবধান, নির্ম্মলবাবুর পবিত্র নাম তোমাদের কলঙ্কিত জিহ্বায় উচ্চারণ ক'রোনা—। নির্ম্মলবাবু আর তোমরা! আকাশ আর পাতাল! ধূর্ত্ত শয়তানের দল—

শরৎ। (উঠিয়া দাঁড়াইল) খবর্দ্দার—

সাহারা। কণ্ঠে তোমার ভাষা আছে?—বাঃ, তুমি দেখ্‌ছি শয়তানকেও ছাপিয়ে অনেক উপরে উঠেছ'। চোখের দিকে তাকিয়ে কথা কইতে তোমার একটুও লজ্জা হ'চ্ছে না। চমৎকার! চমৎকার!!

বেণী। এখানে পাগলের প্রলাপ শুন্‌বার সময় আমাদের নেই। লগ্ন ব'য়ে যাচ্ছে। পুরোহিত ঠাকুর, আপনাদের কাজ করুন।

বর-পুরো। বলুন—

অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া বিজলী উঠিয়া দাঁড়াইল

বিজলী। না। আমি বিয়ে কর্‌ব না।

সকলে আহা—আহা—করিয়া উঠিল

বেণী। উঠোনা মা—উঠোনা। উঠ্‌তে নেই—উঠ্‌তে নেই,—ওরে ভজা,—

ভজহরি অগ্রসর হইয়া সাহারার হাত ধরিল

সাহারা। খবর্দ্দার! আমায় বল্‌তে দে—

বিজলী। ভজহরি, সরে যা। বল, তোমার কি ব'ল্‌বার আছে, আমি শুন্‌ছি।

বেণী। পাগলের কথায় তুমিও ক্ষেপে উঠ্‌লে মা?

বিজলী। পাগল নয় কাকাবাবু, আমি একে চিনি,—খুব ভাল ভাবেই একে চিনি। এর কথা আমাকে আগে শুন্‌তেই হবে। আমার মনের গোপন সন্দেহকে সত্য ক'র্‌বার জন্যই যেন এ আজ সহসা এখানে উপস্থিত হ'য়েছে। আমার অন্তরের গোপন ক্রন্দনে সত্যলোক থেকে দেবতার অভয়বাণীর মত এই নারী আবির্ভূ'তা হ'য়েছে। আমি এর কথা শুন্‌ব। (সাহারার প্রতি) বল' কি ব'ল্‌ছিলে?

সাহারা। বলছিলাম, যে ভণ্ড তোমাকে বিয়ে ক'র্‌বার জন্য এই মহা অনর্থের সৃষ্টি করেছে,—তোমার শান্ত জীবনাকাশের সেই মহা অমঙ্গলরূপী ধুমকেতু শরৎচন্দ্রের কথা। জান না দেবি, কে তোমাকে তোমার এই সুখনীড় থেকে দস্যুবৃত্তি ক'রে ধরিয়ে নিয়েছিল,—সে ঐ—ঐ খল বিষধর;—কে তোমাকে নিয়ে সেই লালসাভরা বাগান-বাড়ীতে আমার সজাগ পাহারায় কয়েদ ক'রে রেখেছিল? সে ওই—ওই বিশ্বাসঘাতক লম্পট। কে নিজের সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত অপবাদ, নির্ম্মল-চরিত্র নির্ম্মলের স্কন্ধে আরোপ ক'রে, তোমাকে [illegible] তোমার সর্ব্বনাশ করার জন্য এই বিবাহের আয়োজন ক'রেছে? সে ওই—ওই—তোমার ভৃত্য বিশ্বাসঘাতক শরৎচন্দ্র!

বেণী। সেকি? শরৎ!

শরৎ। মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা, এ নির্ম্মলের কারসাজি।

সাহারা। মিথ্যা কথা?

শরৎ। হাঁ মিথ্যা কথা। তোমাকে আমি চিনিও না।

সাহারা। চেন'ও না! এ রিষ্টওয়াচ কার? এ আংটি কার? ওস্‌মান গুণ্ডা কিসের জন্য তোমার কাছে টাকা পাবে? সমস্ত জীবনটাই কি উজানে নৌকা বেয়ে চল্‌বে শরৎবাবু? আমাকে

কানপুর নিয়ে বিয়ে ক'রে সমাজের শ্রেষ্ঠ আসনে বসাবে? না? নির্লজ্জ, তুমি করলে দস্যুবৃত্তি, আর তোমার প্ররোচনায়—আমি এই দেবীর কাছে নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মলবাবুকে অপরাধী প্রতিপন্ন কর্‌লুম। এততেও তৃপ্তি হয় নি তোমার? আজ এই দেবীকে ফাঁদে ফেল্‌বার জন্য এই বিবাহের জাল ছড়িয়েছ?

শরৎ। খবরদার শয়তানি, এ সব মিথ্যা কথা।

সাহারা। এসব মিথ্যা কথা? তবে শুনুন সকলে। আমার জীবনের কুৎসিত ইতিহাস আপনাদের শুনিয়ে আমি অপবিত্র করতে চাইনা আমি ভ্রষ্টা—এ স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। আমি মানুষ, ভুল মানুষেরই হয়। আমি—নিজের ভুলের ফল নিজেই ভোগ কর্‌ছিলাম, কিন্তু এই শরৎবাবুর প্রলোভনে পড়ে আমার গার্হস্থ্য জীবন ফিরে পাবার দুরাশায় আমি এই অপকাজ ক'রেছি। এই শরৎবাবুর পরামর্শমত এঁকে গুণ্ডা দিয়ে নিশীথরাত্রে ধরিয়ে নিয়ে বাগানবাড়ীতে রাখা হয়,—এরই শিক্ষামত আমি নির্ম্মলের পক্ষে দূতী সেজে নিজেকে জাল পিটলমণি প্রতিপন্ন ক'রে নির্ম্মলের উপর এঁর অন্তরে বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়ে দিয়েছি, এরই শিক্ষায় আমি বিপন্না নারী নামে নির্ম্মলকে বাগানবাড়ী আস্‌তে অনুরোধ করে নির্ম্মলকে আনিয়ে বিজলীর চোখে হেয় প্রতিপন্ন করি। এই শরৎবাবুরই শিক্ষামত আমি শরৎবাবুর হাতে বাঁধা প'ড়ে শরৎবাবুর দ্বারা বিজলীর উদ্ধার বিজলীকে বিশ্বাস করাই। কি? এ সব মিথ্যা?

শরৎ। হাঁ—মিথ্যা।

বিজলী। না মিথ্যা নয়। এ সত্য—জলন্ত নির্ম্মম সত্য!

মাথার সোলার মুকুট ছুঁড়িয়া ফেলিল গলায় বেণীবাবু প্রদত্ত মুক্তাহার টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল

শরৎ। এ কি ছেলেখেলা! আমাদের কি একটা সম্মান নেই? একটা চপলমতি স্ত্রীলোকের খেয়ালে কি আমাদের চল্‌তে হবে?

বিজলী। হাঁ হবে। যতক্ষণ আমি এ বাড়ীর কর্ত্রী। আমার ইচ্ছামত আমার নির্দ্দেশমত—আমার ইঙ্গিতমত তোমাকে চল্‌তে হবে। তোমাকে আমি বিয়ে কর্‌তে স্বীকৃত হ'য়েছিলাম—সে শুধু তোমাকে করুণা ক'রেছিলাম—আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্‌ছিলাম। কিন্তু সে করুণার যোগ্য তুমি নও—তোমার কাছে আমার কোনও কৃতজ্ঞতার ঋণ নেই। আমার সমস্ত জীবন—আমার নির্ম্মলদা'র সমস্ত জীবন নিষ্ফল ক'রেছো তুমি—একমাত্র তুমি। তুমি মহাপাপিষ্ঠ; —এমন দেবতুল্য মাতুলের ভগ্নীর গর্ভে এমন পিশাচেরও জন্ম হয়! (হাঁপাইতে লাগিলেন)

বেণী। মা, মা, ক্ষান্ত হও মা—ক্ষান্ত হও। আমার মুখ চেয়ে স্থির হও মা। চল' মা, আর এ দেশে নয়—এ রাজ্যে নয়—আমরা—বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণ-ধূলি পবিত্র কাশীধামে গিয়ে আশ্রয় নেই গে।

বিজলী। নিয়ে চলুন—নিয়ে চলুন কাকাবাবু, আমাকে। যেখানে হোক —যতদূরে হোক্—এ স্মৃতির দংশন—এ মানুষের নেমকহারামী—আর আমি সইতে পার্‌ছি না।

বেণী। চলো মা—আর কেন? (শরতের প্রতি) কুলাঙ্গার, মা আমার সত্য কথাই বলেছে, তুই—মহাপাপিষ্ঠ তুই—যদি এই রমণীর অভিযোগ সত্য হয়—তুই তবে আমার কেউ ন'স্—তোর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। যাও এই জীবন ভরা পাপের পরিণাম এই নিষ্ফলতা নিয়ে জ্বলে-পুড়ে খাক্ হও গে'—যাও—

জনৈক ভদ্রলোক। বেণীবাবু, অবুঝের মত কাজ কর্‌বেন না। তুচ্ছ ক্রোধের বশবর্ত্তী হ'য়ে এক নিরপরাধী কুমারীর ইহ-পরকাল নষ্ট কর্‌বেন না, মনে রাখবেন গায়ে হলুদ হ'য়ে গেছে—এবং হিন্দুর মেয়ে।

বেণী। (সহসা আত্মগত) ওকি! ওকি! ও কা'র রক্তচক্ষু?

বিজন। হাঁ, আমি সেই কথাই বল্‌তে চাই। এই সমাগত ভদ্রবৃন্দের মধ্যে এমন মায়ের সুসন্তান কায়স্থ বংশীয় কে আছেন যে আজ এই বিপদাপন্না কুমারীর মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌বেন। কে আছেন মানুষের মত —মানুষ—

সভায় গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল

ভদ্রলোক। কেন মশাই, আপনি বৃথা গোলযোগ কর্‌ছেন? এ আপনাদের ক'ল্‌কাতা নয়।—এটা পাড়াগাঁ। স্ত্রী-কন্যা নিয়ে এখানে সকলকে বাস কর্‌তে হয়, সমাজ মান্‌তে হয়। এখানে কার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে যে এই ধর্ষিতা মেয়েকে গৃহে ঠাঁই দেবে? বিশেষও এই ঘটনার পর—

শরৎ। সত্য কথা—(চলিয়া যাইতেছিল)

বিজন। তার অর্থ?

শরৎ। তার অর্থ ত' বিশেষ কঠিন নয়। কে এই ধর্ষিতাকে গৃহে ঠাঁই দেবে?

বেণী। তুমি, তুমি। তোমার জন্যই আজ আমার স্বর্গীয় বন্ধুর অমর আত্মার—মর্ম্মন্তুদ কলঙ্ক। ন'ড়ো না—এক পা'ও নড়োনা, ন'ড়েছ' কি আমি তোমাকে নিজের হাতে তোমাকে উপযুক্ত সাজা দেব। ভেবেছিস্ তুই এইভাবে আমার মায়ের সম্মান নষ্ট কর্‌বি—এইভাবে তুই আমার স্বর্গগত প্রাণের বন্ধুকে স্বর্গ থেকে হিঁচড়ে টেনে এনে নরককুণ্ডে নিক্ষেপ কর্‌বি? নাঃ এ বুড়ো বেঁচে থাক্‌তে তা হবে না, বিয়ে তোমাকে কর্‌তেই হবে। ব'স ঐখানে—ব'স—

শরৎ সুবোধ ছেলের মত পিঁড়িতে বসিয়া পড়িল

এসো মা এসো অভাগিনী—মা আমার স্বর্গীয় বন্ধুর অমর আত্মাকে শান্তি প্রদান কর—তারপরে মা আর ছেলে যেদিকে হয়—ভেসে যাব। (চোখে অশ্রু দেখা দিল) এসো মা আমার যৌবনে যোগিনী, আজ তোমার কুমারী সীমন্তে সিঁদুর চিহ্ন এঁকে নিয়ে—কাশীধামে বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণে তোমায় অঞ্জলি দেই গে—

বিজলী না বলিতে পারিল না—মন্ত্র-মুগ্ধার মত গিয়া পিঁড়িতে বসিয়া পড়িল

বেণী। দুঃখ ক'রো না মা, এ তোমার প্রাক্তন। ধর্ম্ম রক্ষার জন্য মা, আজ সমাজের যুপকাষ্ঠে তোমাকে বলি দিচ্ছি—

বেগে দয়া ও তৎপশ্চাৎ জগন্নাথের প্রবেশ

দয়া। এ বলি দিলেও ত' ধর্ম্ম রক্ষা হবে না, বেণীবাবু!

সকলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল—দয়া কথা কহিতেছে—বেণীবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কে—কে?" বিজলী ছুটিয়া আসিয়া দয়াকে জড়াইয়া ধরিল—"মা—মা"

বিজলী। মা—মা, তুমি কথা কইতে পারছ! কথা কইতে পারছ মা! মা—মা—এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে মা—আমাকে বাঁচাও বাঁচাও—

দয়া। (বিজলীকে বক্ষে টানিয়া নিয়া শরতের প্রতি) কি ক'রে বেরিয়ে এলাম ভাবছ? দপ্তরখানার ঘরে আমাকে আটকে রেখে এসেছিলে, ভেবেছিলে ঐখানেই আমার শেষ করবে! কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ। দেওয়ানজী আমাকে মুক্ত ক'রে এনেছেন। বিস্মিত

আতঙ্কে কি দেখ্ছ বেণীবাবু, আমি প্রেতাত্মা নই—আমি সেই—

বেণী। (আতঙ্কে) তুমি—তুমি সেই—রে—রে—

দয়া। রেবতী, আমিই সেই রেবতী। তোমার তরুণ বুকের অজস্র আশা ভালবাসা দিয়ে—যে কিশোরীর বুকে তুমি প্রেমের স্বপ্ন জাগিয়েছিলে,—অশুভ মুহূর্ত্তে তোমার ভগ্নীপতি চন্দ্রবাবুর লালসা বাহুতে আহুতি দেবার জন্য যাকে বিশ্বের চোখে কলঙ্কিনী ক'রে ছেড়ে দিয়েছিলে,—আমার—সেই অনিচ্ছাকৃত কালীমাখা মুখ নিয়েও—বড় বিশ্বাসে বড় আশায় তোমার কাছে আশ্রয় চাইতে গিয়ে, বিনিময়ে পেয়েছিলাম তিরস্কার ও অপমান। আমি সেই—সেই রেবতী—

বেণী। তুমি—রেবতী—আজও বেঁচে আছ ?

দয়া। আছি। একনিষ্ঠ প্রেমিক, তোমার এই চির-কৌমার্য্যের জন্য যেমন তোমাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি তেমনি হে ভীরু ক্ষীণজীবি সমাজের দাস, তোমার কাপুরুষতার জন্য তোমাকে আন্তরিক ঘৃণা করি। তবুও—তবুও বুঝি নির্ম্মম পুরুষ, বুঝি মরাই আমার উচিৎ ছিল। কিন্তু পারিনি—পারিনি, শুধু আমার সন্তানের জন্য—

বেণী। সন্তান!—তোমার সন্তান!

দয়া। হাঁ সন্তান। চন্দ্রবাবুর কন্যা—এই অভাগিনী ধর্ষিতা কুমারীর কন্যা। কে সে জান ?—সে এই—এই বিজলী—

বেণী। ওঃ—(দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল)

দয়া। আমি দেবতার আশ্রয় পেলাম। গৌরীদাসবাবু আমাকে সঙ্গে নিয়ে—পাঞ্জাবে গেলেন। বিজলীর জন্ম হ'লেই তিনি তাকে নিজের কন্যা পরিচয়ে প্রতিপালন করেন। পাছে কোনও অনবধান মুহূর্ত্তে

আমার মুখ থেকে বিজলীর পরিচয় প্রকাশ হ'য়ে পড়ে তাই তাঁরই উপদেশ মত বাক্‌শক্তি থাকা সত্ত্বেও এই দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর আমি মূক। কিন্তু আজ ভাই-বোনে বিয়ে হ'তে যাচ্ছে দেখে আমি সেই স্বর্গগত মহামানবের আদেশের—মর্য্যাদা রাখ্‌তে পার্‌লাম না।

নির্ম্মল। (নেপথ্যে) বিজু—বিজুরাণী—

বিজলী। ঐ—ঐ—মা—ঐ—ঐ (দেয়ালে মুখ লুকাইল)

নির্ম্মল ও কেশব চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ

নির্ম্মল। এই যে! এ সব কি? এ কে বিজন?

কেশব। দেখছ' শরৎবাবু, তোমার উপরও চাল চাল্‌তে পারেন, এমন একজন দুনিয়ায় আছেন,—তিনি ভগবান্—

শরৎ। চোপরাও Rascal—(ঘুষি তুলিল)

নির্ম্মল। সাবধান শরৎবাবু—(অগ্রসর হইয়া হাত ধরিল)

বিজন। আহা—হা কর্‌ছ' কি নির্ম্মল? ছেড়ে দাও,—ছিঃ, শরৎবাবু যে বিজলীর ভাই।

নির্ম্মল। বিজলীর ভাই! বিজলীর ভাই শরৎ !!

দয়া। হ্যাঁ বাবা। বিজলী চন্দ্রবাবুর কন্যা, এই অভাগিনীর গর্ভে ওর জন্ম।

নির্ম্মল। সে কি! তবে—তবে—

বিজলী। নির্ম্মলবাবু। আমি আপনার বোন নই—আপনাদের কেউ নই—আপনাদের বংশেরও কেউ নই। আমি স্রোতের শৈবাল,—ভেসে যাবার পথে এখানে আট্‌কে গিয়েছিলাম, আবার ভেসে চল্‌লাম। আর—আর—(রুদ্ধকণ্ঠে) এই আমার মা—বিশ্বের উপেক্ষিতা—সমাজের লাঞ্ছিতা—পাষণ্ডের অত্যাচারে জাতিচ্যুতা

আমার ধর্ষিতা মা। আমরা—সমাজের আবর্জ্জনা—বিশ্বের—কলঙ্ক—

নির্ম্মল। তবে তোমাকে দাবী ক'র্‌বার অধিকার আমার আছে। (দয়াকে) দাও মা, তোমার এই উজ্জ্বল কলঙ্কের কুঙ্কুমে আমার অনাদৃত ললাটে—বিজয়-টীকা এঁকে। ব্যর্থ জীবন আমার ধন্য কর জননি—।

নেপথ্যে শঙ্খনাদ শ্রুত হইল—নহবৎ বাজিয়া উঠিল

যবনিকা

— গ্রন্থকার প্রণীত —

নাট্যামোদী সুধীবৃন্দের চির আদরের—

১।	বাপ্পারাও	...	১৲
২।	দেবলা দেবী	...	১৲
৩।	বঙ্গে বর্গী	...	১৲
৪।	ললিতাদিত্য	...	১৲
৫।	পথের শেষে	...	১৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা